পরিষদ-গ্রন্থাবলী—নং ৩৯

ব্রত-কথা

শ্রীমতী কিরণবালা দাসী

সঙ্কলিত

কলিকাতা ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩১৯

মূল্য { পরিষদের সদস্য-পক্ষে ।০ আনা
সাধারণের পক্ষে ।৵০ আনা

ভূমিকা

পাচথুপীনিবাসী সম্ভ্রান্তকুলোৎপন্ন শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কিরণবালা দাসী মহাশয়া এই ব্রত-কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া পরিষদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পরিষৎ কথাগুলি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক সম্পাদনের ভার আমার উপর অর্পণ করেন ; শারীরিক অসুস্থতার জন্য সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়ায় আমি সম্পাদন-কার্য্যের শ্রমভাব সমুচিতরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই।

সঙ্কলনকর্ত্রী প্রচলিত ভাষা এবং উচ্চারণ রক্ষা করিয়া কথাগুলির সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কান্দি মহকুমা উত্তর-রাঢ়ের অন্তর্গত। অতএব এই ভাষাকে উত্তর-রাঢ়ের কিয়দংশের প্রচলিত ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ সঙ্কলনে প্রাদেশিকতা রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই সকল প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য শব্দের অর্থ সহ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় উহা সাধ্য হইল না। মুদ্রিত পুস্তকে প্রাদেশিক শব্দের প্রাদেশিক উচ্চারণ রক্ষা করা বড়ই দুরূহ। এবিষয়ে এখনও কোন সুসঙ্গত প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। ইচ্ছা সত্ত্বেও বর্ত্তমান গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনে কোনরূপ সমঞ্জস প্রণালীর অবলম্বন আমার সামর্থ্যে কুলায় নাই। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আশা করি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত এবং পরিষৎ-কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ-অংশ এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে পথ প্রদর্শন করিবে।

বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্কলন-কার্য্যে এই ব্রতকথাগুলির স্থান কত উচ্চে, তাহা এখনও সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এইরূপ সঙ্কলন প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর গ্রাম্য-সাহিত্যের পুষ্টিসহকারে বাঙ্গালার সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে। পল্লীবাসিনী সম্ভ্রান্তকুলজাতা একজন মহিলা এবিষয়ে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়া, যে আদর্শ স্থাপন করিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ ইহাতে পরম আনন্দলাভ করিয়াছেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণের ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

কলিকাতা
৬ই ভাদ্র,
১৩১৯ সাল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশের হিন্দু গৃহস্থ মহিলাসমাজে যে সমস্ত ব্রতকথার প্রচলন আছে, সেই সকল ব্রতকথার সঙ্কলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া, আমি এই সঙ্কলন-কার্য্যে উৎসাহিত হই। মুরশিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অধীন পাচথুপী গ্রামে আমাদের বাড়ীতে পারিবারিক ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষে যে সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই আমার অবলম্বন ছিল। ঐ সকল কথার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সাহিত্য-পরিষৎ সেই কথাগুলি রক্ষা করিবার যোগ্য বিবেচনা করিয়া এই ক্ষুদ্র সঙ্কলন-গ্রন্থ পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। আমাদের মহিলাসমাজে ব্রতকথাগুলি যে ভাষায় কথিত হইয়া থাকে, সেই ভাষা এবং তদনুযায়ী উচ্চারণ যথাযথরূপে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছি।

রায়জী-বাড়ী
পাচথুপী
১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীমতী কিরণবালা দাসী

সূচী

জ্যৈষ্ঠ মাস

জয়মঙ্গলবারের কথা

এক থাকেন শঙ্খ দত্ত সদাগর। তাঁর সাত মেয়ে, পুত্রসন্তান নাই। মা মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, পদ্মা যাও দেখি, সকল দেবতার পূজো আছে, আমার যাতে পূজোর প্রচার হয়, তাই করগা; শঙ্খ দত্ত সদাগরের সাত মেয়ে আছে, ছেলে নাই, জয়দেবকে তাঁর কাছে পাঠাও। এই শুনে পদ্মা বুড়া বামুনের রূপ ধরলেন, লাঠি গাছটি হাতে করলেন, শঙ্খ দত্ত সদাগরের বাড়ি ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও করে গেলেন। সদাগরের পরিবার এক থাল মোহর নিয়ে ভিক্ষে দিতে এলেন। উনি বল্লেন, আমি পুত্র আঁটকুড়ের ভিক্ষা লই ত কন্যা আঁটকুড়ের ভিক্ষা লইনা। এই বলে পদ্মা গাঁয়ের ওড়ে শিবের মোড়পে বস্‌লেন। এদিকে সদাগরের পরিবার রাগ করে বল্লেন, আমার সাত মেয়ে, ছেলে নাই বলে এমন কথা বল্লে। এই বলে রাগ করে ঘরে খিল দিয়ে শুলেন্। একটু পরেই সদাগর বাড়ি এসে পরিবারকে দেখ্‌তে না পেয়ে দাসীদের জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কই; তারা বল্লে, তিনি ঘরে রাগ করে শুয়ে আছেন। সদাগর বল্লেন, কেন কি হয়েছে। দাসীরা বল্লে এক অতিথি এসেছিল, সেই কি বলে গিয়েছে, এইকথা শুনে সদাগর খোঁজ করতে লোক পাঠালেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, গাঁয়ের ওড়ে শিবের মোড়পে অতিথি বসে আছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সদা-

গরণীকে কি বলে এসেছ। তিনি বল্‌লেন বলেছি। বলে দুর্ব্বার শিকড় তুলে দিলেন; বল্লেন এইটি নিয়ে যাও সদাগরণীর যখন ঋতু হবে, ঋতুর স্নানের দিন বাঁটিয়া খাইতে দিবে, তা হলে পুত্র সন্তান হবে, সন্তানের নাম রাখবে জয়দেব: এই বলে পদ্মা অন্তর্দ্ধান হলেন। সেই লোকটা বাড়ি গেলেন; গিয়ে শিকড়টি সদাগরণীকে দিলেন। তিনি স্নানের দিন বেঁটে খেলেন, ফুলমতী ছিলেন, গর্ভবতী হলেন, একমাস দুমাস তিনমাসে কানাকানি, চার মাসে জানাজানি; পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খেলেন; ছয় মাস গেল, সাত মাসে ভাজা পোড়া খেলেন; আট মাস গেল, নয় মাসে সাধ ভাত খেলেন, দশ মাসে একটা পুত্র সন্তান হলো. পাঁচদিনে পাঁচুটি হলো, ছয়দিনে ছয় ষেটের হলো, আট দিনে আটকুলিয়ে হলো, নদিনে নবগ্রহ পূজা হলো, একুশদিনে ষষ্ঠী পূজা হল, মাসিক ষষ্ঠী পূজা হলো, আঁতুর হতে বেরুলেন। তিন মাসে রাঙের বালা দিলেন, পাঁচমাসে লাড়ু খাওয়ালেন, ছয়মাসে খুব ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন হলো; ছেলের নাম রাখলেন জয়দেব। জয়দেব পাঁচবছরের হয়েছেন, এমন সময় মা মঙ্গলচণ্ডী বল্‌ছেন, পদ্মা, জয়দেবকে পাঠালে, এখন জয়াবতীকে না পাঠালে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না।

এক থাকেন কেশব দত্ত সদাগর: তার সাত বেটা, মেয়ে নাই। মঙ্গলচণ্ডী বল্‌লেন, পদ্মা, যাও দেখি, কেশব দত্ত সদাগরের যাতে একটি কন্যা হয়, তাই করগা। এই কথা শুনে পদ্মা বৃদ্ধ বামুনের রূপ ধরলেন, লাঠি গাছটি হাতে করলেন, ভিক্ষে দাও ভিক্ষে দাও করে কেশব দত্ত সদাগরের বাড়ি গেলেন। কেশব দত্ত সদাগরের পরিবার একথাল মোহর নিয়ে ভিক্ষে দিতে এলেন; উনি বল্‌লেন আমি কন্যা আঁটকুড়ের ভিক্ষে নি, তো পুত্র আঁট কুড়ের ভিক্ষে নি না, এই শুনে সদা-

গরণীর দুঃখ হলো. আমার সাত বেটা, বিটি নাই, বলে এমন কথা বল্লে। এই বলে রাগ করে ঘরে খিল দিয়ে শুলেন। পদ্মা বলে কয়ে গাঁয়ের ওড়ে শিবের মোড়পে বসলেনগা। এদিকে সদাগর বাড়ির ভিতর এসে পরিবারকে না দেখ্‌তে পেয়ে দাসীদের জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কই, তারা বল্লে এক অতিথি এসে কি বলে গিয়েছে, তাই রাগ করে শুয়ে আছেন। এই কথা শুনে সদাগর চাকরদিগে বল্লেন, দেখ দেখি কে কোথায় আছে। তারা খুঁজতে খুঁজতে দেখেন শিবের মোড়পে অতিথি বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সদাগরের বাড়িতে কি বলে এসেছো। তিনি বল্লেন, ব'লেছি ; ব'লে একগাছ দুর্ব্বার শিকড় তুলে দিলেন। বলে দিলেন এই শিকড়টি ঋতু স্নানের দিন বেঁটে খেতে দিবে, গর্ভ হবে এক কন্যা হবে, তার নাম রেখো জয়াবতী। এই সব বলে কয়ে পদ্মা অন্তর্দ্ধান হলেন। চাকররা বাড়ি এসে সদাগরণীকে উঠালেন, সেই সব বলে কয়ে দুর্ব্বার শিকড় দিলেন। সেই দিন ঋতু হলো। ঋতুর স্নানের দিন বেঁটে খেলেন, ফুলমতী ছিলেন গর্ভবতী হলেন, একমাস দুইমাস তিন মাসে কাণা-কাণি, চার মাসে জানাজানি, পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খেলেন, সাত মাসে ভাজা পোড়া খেলেন, নমাসে সাধ ভাত খেলেন। দশ মাসে একটি কন্যা হলো, পাঁচদিনে পাঁচুট হলো, ছদিনে ষেটের হলো, আটদিনে আটকুলিয়ে হলো, ন দিনে নবগ্রহ পুজো হলো, একুশদিনে ষষ্ঠী পুজো হলো, মাসিক ষষ্ঠী পুজো হলো, আঁতুর হতে বেরুলেন। তিন মাসে ছেলেকে রাঙের বালা পরালেন, পাঁচ মাসে লাড়ু খাওয়ালেন, সাত মাসে ধুম ধাম করে অন্নপ্রাশন হলো। ছেলের নাম রাখলেন জয়াবতী।

জয়াবতী পাঁচ বছরের হয়েছেন, পাঁচ ছেলের সঙ্গে পথে

বসে খেলা করছেন; মা মঙ্গল চণ্ডী বল্লেন পদ্মা, জয়দেবকে ও জয়াবতীকে পাঠালে, এখন জয়াবতীকে মঙ্গলবার করতে বলগা, নইলে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না। এই কথা শুনে পদ্মা শঙ্খ চিলের রূপ ধর্লেন। যেখানে জয়াবতী পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলা করছিলেন সেইখানে গেলেন, গিয়ে জয়াবতীর গায়ে পাখার বাড়ি মার্লেন। জয়াবতী তাকালেন; তখন পদ্মা বল্লেন, যা, বাড়ি গিয়ে মাকে বলগা, আজ জ্যৈষ্ঠ মাস, শুক্ল পক্ষ মঙ্গলবার ঘট পেতে নতুন কানির থলি শেলাই করে তার ভিতরে আমলা হলুদ সুপারি মেথি সালকো মাথার মশলা, সিন্দুরের কৌটা সোনা, রূপা প্রবাল মতি চুনি, এই সব থলির ভিতরে ভরিয়া সতের কাঁটালের পাতা সতের কাঞ্চনের পাতা সতের বেলের পাতা ডিঙ্গে করে এনুনি দিয়ে তার উপর পাতা সাজাইয়া পাতার উপরে থলি দিয়ো; পূজোর ফুল বিল্বপত্র চন্দন দূর্ব্বা দেবে; আতপ, কলা কাঁকুড়, ফুট, তালবীজ, আম কাঁঠাল, চিনি সন্দেশ চিড়া দই গুড় এই সকল ভোগের সামগ্রী দিয়া সতের যব সতের তুলসী, সতের চাল সতের দূর্ব্বা, তুলো দিয়ে অর্ঘ করে দিতে হবে; এই সব ঠিক করে বামুনে পূজো করবে; পূজো হলে প্রণাম করে মঙ্গলবারের কথা শুনে যব তুলসী প্রসাদ খাবে, চিড়া খেয়ে থাকবে; এই জ্যৈষ্ঠ মাসের যতটা মঙ্গলবার হবে, এইরূপ অনুসারে পূজো করো। এই বলে পদ্মা অন্তর্দ্ধান হলেন। জয়াবতী খেলা ফেলে বাড়ি এলেন; এসেই মাকে বল্লেন, আমি মঙ্গলবার করবো। মা বল্লেন তুমি পাঁচ বছরের মেয়ে, তুমি মঙ্গলবারের কি জানো। জয়াবতী বল্লেন আমি সব জানি। যা যা লাগবে সব বল্লেন। জয়াবতী জয় মঙ্গলবার করবেন—এক বল্তে সতেক খাইল, সাত ভাইয়ের এক বোন.

ভাইরা কত জিনিষ আন্‌লেন, ছালা ছালা মশলা এলো, আম কাঁকুড় কলা ফুট যত ফল মূল ভাল সন্দেশ কত সামগ্রী এনে দিলেন, মা সকাল করে স্নান করে এলেন, এসে থলি শেলাই করে গন্ধের দ্রব্য, হলুদ সোণা রূপা সমুদায় জিনিষ থলিতে ভরলেন; ডিঙ্গে করে এলুন দিলেন বিল্বপাত কাঞ্চনপাত কাটালের পাত দিয়া থলি পাতলেন, আম কাঁকুড় গোটা গোটা কাছে সাজিয়ে দিলেন, তার পর ভোগের ফল মুল চিঁড়া দই গুড় সব ঠিক করে দিলেন। বামুন স্নান করে এলেন, ঘট পাতলেন, জয়াবতী ও তার সাত ভা'জ মঙ্গলবার করবেন, তাঁদের নামে সংকল্প হলো; হয়ে ধুপদীপ দিয়া বেশ পূজো হলো: ভা'জরা ও জয়াবতী প্রণাম করলেন। ভা'জরা মানত করলেন, ঠাকুরঝি এ মঙ্গলবারে মঙ্গলবার কর্‌লে, আর মঙ্গলবারে যেন বিয়ের কথা হয়, ফের মঙ্গলবারে বিয়ের দিন হয়, শেষ মঙ্গলবারে যেন বিয়ে হয়, এই সব বলে প্রণাম করলেন। সতের যব সতের তুলসী প্রত্যেক জনে কলার ভিতরে পুরে খেলেন, সে দিন সকলে চিড়ে খেয়ে থাকলেন; এইরূপে মঙ্গলবার হলো। আবার মঙ্গলবার আসছে, মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, পদ্মা, জয়াবতীর ভা'জরা মেনেছে, বিয়ের কথা কয়ে এসো, নইলে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না। পদ্মা বৃদ্ধ বামুনেররূপ ধর্‌লেন, লাঠি গাছটি হাতে কর্‌লেন, শঙ্খ দত্ত সদাগরের বাড়ি গেলেন, বল্লেন, ওগো একটি কন্যা আছে বিয়ে দেবে, শঙ্খ দত্ত সদাগর বল্লেন, বিয়ে দেবো। এই শুনে কেশব দত্ত সদাগরের বাড়ি এলেন; এসে বল্লেন, ওগো একটি পুত্র আছে, তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। কেশব দত্ত সদাগর বল্লেন, বেশত বিয়ে দেবো। এই শুনে পদ্মা চলে এলেন। ফের মঙ্গলবারে বিয়ের দিন হলো, শেষ

মঙ্গলবারে বিয়ে। সাত ভাইয়ের বোন এঁদেরও ধুমধাম হবে; ওঁদেরও সাত বিটির পর বেটা, খুব ধুম ধাম আরম্ভ হয়েছে; হলুদ কোটা হয়েছে, গহনা গড়া হয়েছে, মশলা পাতি এসেছে, সকল অয়োজন হয়েছে, গায়ে হলুদ, থুবড়া খাওয়া হয়েছে। আজ শেষ মঙ্গলবার বিয়ে; মঙ্গলচণ্ডীর পুজো যেমন হয়ে থাকে তেমনি হলো; ভা'জরা চিঁড়ে খেলেন, জয়াবতী সে দিন খেতে পেলেন না, সমস্ত দিবস তাঁকে উপবাস করতে হলো, রাত্রে ধুমধামের সহিত বিয়ে হলো, পাত্র কন্যা বাসরে বস্লেন, লক্ষণের কাজ যা কিছু সব সারা হলো। জয়দেব খেয়ে দেয়ে শুলেন, তখন জয়াবতী প্রসাদি যব ও তুলসী আর ডালা হতে কলা নিয়ে ছাড়ালেন, ছাড়িয়ে যব তুলসী খেলেন। এমন সময় জয়দেব জয়াবতীর হাত চেপে ধরলেন, বল্লেন তুমি কি যোগ করলে কি গুন করলে, কি ঠোণা করলে বল। জয়াবতী বল্লেন, যোগ গুণ কিছুই করি নাই, মঙ্গলবার করি, তাই যব তুলসী খেলাম। তাইতে জয়দেব বল্লেন, এই মঙ্গলবার করলে কি হয়। জয়াবতী বল্লেন, ইহা করলে জলে ডোবেনা, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটেনা, দূর গেলে নিকটে আসে, সাত ডিঙ্গে সতের হয়, হারালে পাই। জয়দেব শুনে মনে মনে বল্লেন, আচ্ছা তাই দেখা যাবে। জয়াবতী যব তুলসী খেয়ে চিঁড়ে খেলেন। সে দিন এই রকমে গেল। তার পর দিন বাসি বিয়ে; সকাল সকাল পাত্র কন্যা খেলেন, আর আর লোক জন খাওয়া হলো; পাত্র কন্যা বিদায় হলো; নৌকাতে গেছেন, কত-দূর গিয়েছেন, এমন সময় জয়দেব জয়াবতীকে বল্লেন, তোমার গায়ের গহনাগুলি খুলে সিঁদুরের বাঁটাতে ভরে পরনের সাড়িখানি বেঁধে আমাকে দাও, এদেশে বড়ই চোর ডাকাতের ভয়, আমি লুকিয়ে রাখি। জয়াবতী ভাল মন্দ কিছু জানেন না, গহনাগুলি খুলে

বাঁটাতে পুরে সাড়ি-খানি বেঁধে ঠিক করলেন। এমন সময় মা মঙ্গল-চণ্ডী বল্লেন, পদ্মা আমার আসন কেন টলে, আজ থেকে জয়দেব জয়াবতীকে দুঃখ দিতে লাগল; জয়াবতীর চক্ষের জল পৃথিবীতে পরলে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না, জয়াবতীর গহনাগুলি জলে ফেলে দেবে, তুমি রাঘব বোয়াল হয়ে নৌকার কেনেরায় কেনেরায় বেড়াওগা; যেই জয়দেব বাঁটাটি ফেল্‌বে, তুমি অমনি গিল্‌বে। এই শুনে পদ্মা রাঘব বোয়াল মাছ হইয়া নৌকার কাছে কাছে বেড়াতে লাগ্‌লেন; যেমন জয়দেব বাঁটাটি ফেলেছেন, অমনি উনি গিলেছেন, তার পর আপন দেশে যেয়ে নৌকা লাগল, পাত্রকন্যা উলু দিয়া নিয়ে গেল, ছোঁরলা তলায় বৌ বেটাকে আশীর্ব্বাদ করে জয়দেবের মা বৌ পরিচয় করলেন, এক থাল গহনা পরায়ে দিলেন। সকল লোকেই নিন্দা করতে লাগল, ওমা এমন দেখি নাই, সাত ভাইয়ের একবোন, একটি দুর্ব্বার আংটি দেয় নাই, আমাদের শ্রীখণ্ডিখানি পরে পাঠিয়ে দিয়েছে, এমন কুটুম কখন দেখি নাই, এই রকম কত বলে নিন্দে করতে লাগল।/

পাত্র কন্যা ঘরে নিয়ে গেলেন, দুধ পান্ত খাওয়ালেন, কাপড় ছাড়ালেন; জয়দেব সদর গেলেন; জয়দেবের মা স্নান করতে যাবেন, জয়াবতী বল্লেন ঠাকুরুণ, আমি আপনার সঙ্গে স্নান করতে যাব। শাশুড়ী বল্লেন, জয়দেব এলে জিজ্ঞাসা করি, যদি নিয়ে যেতে বলে ত নিয়ে যাব। জয়দেব বাড়ি এলে মা বল্লেন, জয়দেব, বৌমা আমার সঙ্গে ঘাটে স্নান করতে যেতে চাইছে, নিয়ে যাব? উনি বল্লেন, নিয়ে যাও, ডুবে মরে মরুক। তাই শুনে শাশুড়ী বৌকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে গেলেন, বৌকে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে গা মুছিয়ে দিয়েছেন, বৌ এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা

মস্ত মাছে জয়াবতীর পায়ে ফেঁচা মেরে গেল। জয়াবতী বল্লেন, ঠাকরুণ গো, আমার পায়ে মাছে ফেঁচা মেরে গেল। শাশুড়ী বল্লেন বটে, যাই জয়দেবকে বলিগা। সাতশো ঘর বেনে নিমন্ত্রণ হয়েছে, কোথাও মাছ পেলে না, এই পুকুরটা একবার দেখুক, বলে স্নান হলে বৌকে নিয়ে বাড়ি গেলেন। গিয়ে জয়দেবকে বল্লেন বৌমার পায়ে একটা মাছে ফেঁচা মেরেছে ; ঐ পুকুরে একবার জাল ফেলে দেখ। তাই শুনে জয়দেব বল্লেন, এত পুকুর গঙ্গা নদী সব জাল ফেলে দেখা হল কোথাও মাছ পেলে না, উহার পায়ে মাছে ফেচা মারতে গেল। তাতে মা বল্লেন, দেখ যদি থাকে। তাইতে জাল ফেল্‌তে বল্‌তে গেলেন ; জাল ফেলা হলো ; যেমন জাল ফেলেছে, অমনি একটা রাঘব বোয়াল উঠেছে, সে মাছ কাহারও তুলিবার সাধ্য হলো না, শেষে সাঙ্গে বাঁশে করে পাঁচ ছয় জনে তুলে বাড়ি আন্‌লে। কেউ মাছ বাছতে পারলে না, দা বঁটি কুড়ুল এত দিয়া মাছের গায়ে একটি ছড় গেল না, সকলে পালিয়ে গেল। তখন জয়াবতী বল্লেন, ঠাকুরুণগো আমি মাছ বাছবো, শাশুড়ী বল্লেন হেঁয় মাঁ, তুমি পাঁচ বছরের মেয়ে, কেউ বাছতে পারলে না, তুমি কেমন করে বাছবে। জয়াবতী বল্লেন, তা আমি পারবো, সকলে সরে যান, আর আপনার বেটার ছুরিখান দেন, ও কানাত টানিয়ে দেন, আমি মাছ বাছবো। তাতে শাশুড়ী বল্লেন জয়দেব, বৌমা মাছ বাছতে চাইছে, কি করবো। জয়দেব বল্লেন, দাওগা, কেটে মরে মরুক। এই হুকুম পেয়ে শাশুড়ী বৌকে কানাত টানিয়ে দিলেন, বেটার ছুরিখানি দিলেন, সকলে সরে গেলেন। জয়াবতী মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করে যেমন মাছের গলায় ছুরী ঠেকিয়েছে, অমনি মাছ দুটুক হয়ে ঝনাৎ করে বাঁটা জোড়াটা পরে গেল। মঙ্গলচণ্ডীর সহচরীরা এসে যোগ দিলেন, এক দণ্ডে

সেই বৃহৎ মাছটা কোটা হয়ে গেল। জয়াবতী রক্তমাখা হাত করে গহনাসাড়ী পরে ঝম্ ঝম্ করে ঘাটে হাত ধুতে গেলেন, সকলে দেখে আশ্চর্য্য হলো। জয়দেব দেখে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসতে লাগ্‌লেন, আর মনে মনে করলেন, তাইত গহনাগুলি আবার পেলে। তার পর সাত শত ঘর বেণে বৌভোজে নিমন্ত্রণ হয়েছে, বোয়ের দৌলতে মাছ হলো, কিন্তু এত লোকের রান্না করতে কেউ গেল না, সকলেই পেছুলে। তাই দেখে জয়াবতী বল্লেন, মা, আমি রান্না কর্‌বো। তাইতে শাশুড়ী বল্লেন মা, তুমি পাঁচ বছরের মেয়ে এই অত বড় মাছ বেছে উঠলে, আর অত লোকের রান্না কি করে করবে। তাই শুনে জয়াবতী বল্লেন, তা আমি পার্‌বো, আমাকে সতের হাঁড়ি, সতের বেড়, সতের উনন, সতের কড়াই, সতের খুড়ো, সতের কাঠি এই সব সতের সতের চাই, আর কানাত টানিয়ে দেবেন, কেউ যেন রান্না দেখতে না পায়। এই সব শুনে শাশুড়ী জয়দেবকে বল্লেন, বাবা জয়দেব, বৌমা রাঁধ্‌তে চাইছে। জয়দেব বল্লেন, দাওগা, পুড়ে মরে মরুক। এই শুনে শাশুড়ী বল্লেন বৌমা রান্না করগা। সতের সতের সব ঠিক করে কানাত টানিয়ে দিলেন, জয়াবতী মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করে প্রণাম করলেন; মঙ্গলচণ্ডীর সহচরীরা এসে যোগ দিলেন, এক হাঁড়ি বসাতে সতের হাঁড়ি বস্‌ছে এক হাঁড়িতে চা'ল দিতে সতের হাঁড়িতে পড়ছে, এক কড়াই চাপাতে সতের কড়াই বস্‌ছে, এক কড়ায়ে তরকারি দিতে সতের কড়ায়ে পড়ছে, এই রকমে এক নিমিষের মধ্যে রশুই হলো। রাশীকৃত করে ভাত রেঁধে ভাতের আড়ালে জয়াবতী বসে আছেন। শ্বশুর এসে বল্লেন, বৌমা এতক্ষণ পুড়ে মরে গিয়েছে। শাশুড়ীতে শ্বশুরে দেখতে গেলেন, বৌমা রেঁধে বেড়ে বসে আছে। তাই দেখে তাঁদের খুব আহ্লাদ হলো, বোয়ের মুখের চুমো

খেলেন, বৌ শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করলেন। সাত শ বেণেকে পরিবেশন করতে কেউ আর উঠে না; তখন জয়াবতী বল্লেন, ঠাকরুণ আমি পরিবেশন করবো। তাই শুনে শাশুড়ী বল্লেন তুমি পাঁচ বছরের মেয়ে, মাছ বেছে উঠলে আবার রক্ষুষ্ট করলে, আর পরিবেশন করতে পারবে কেন। বৌ বল্লেন তা আমি পারবো। তাই শুনে জয়দেবকে বল্লেন, বৌমা পরিবেশন করতে চাইছে। জয়দেব বল্লেন, দাওগা পাতে ঢলে প'ড়ে মরে, মরুক! এই কথায় বৌকে বল্লেন, যাও মা, পরিবেশন করগা। জয়াবতী মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করে প্রণাম করলেন, মঙ্গলচণ্ডীর সহচরীরা এসে যোগ দিলেন, এক পাত পড়তে সতের পাত পড়ছে, এক পাতে ভাত দিতে সতের পাতে পড়ছে, এক পাতে তরকারি দিতে সতের পাতে পড়ছে, এই রকমে এক নিমিষের মধ্যে পরিবেশন হলো। সকলে রান্না খেয়ে ধি ধি শব্দ করতে লাগল; বলতে লাগল এমন রান্না কখন খাই নাই, দেবতার দুর্লভ রান্না হয়েছে, আবার সম্বৎসরের মধ্যে বৌমার বেটা হোক, আমরা এমনি করে এসে খাবো। সকলে পরিতোষের সহিত খেলেন, খেয়ে দেয়ে সকলে বাড়ী গেলেন। বাড়ির সকলের খাওয়া দাওয়া হলো। এই রকমে থাকেন। এক বৎসর পূরে আসছে, এমন সময় মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, পদ্মা, এই বার জয়াবতীকে সন্তান দিতে হবে, বেণেরা মেনে গিয়েছে, তা যদি না হয়, তা হলে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না। এই বলে মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় জয়াবতী ফুলমতী ছিলেন গর্ভবতী হলেন; এক মাস দু মাস তিন মাসে কাণাকাণি, চার মাসে জানাজানি, পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খেলেন, সাত মাসে ভাজা খেলেন, নয় মাসে সাধ ভাত খেলেন, দশ মাসে একটি পুত্র সন্তান হলো; পাঁচ দিনে পাঁচুটি, জয়াবতী আঁতুরে

ছেলেটিকে শোয়াইয়ে দাই অগ্নিকে আগলাতে বলে উনি কামাতে গিয়েছেন, এমন সময় দাই অগ্নির মায়া নিদ্রা এসেছে, সেই অবকাশে জয়দেব ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে বাড়ি এলেন। মা মঙ্গলচণ্ডী বল্‌লেন পদ্মা, আমার আসন কেন টলে, খেপা জয়দেব ছেলেটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, জয়াবতীর চক্ষের জল পৃথিবীতে পড়লে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না। ছেলেকে জলে ফেলে দেবা মাত্র ঘাটে আর জাঁঠে কোঁদল লেগেছে; ঘাট বল্‌ছে আমার ছেলে, জাঠ বল্‌ছে আমার ছেলে। তার পর মা ষষ্ঠী ছেলে কোলে করে বসে থাক্‌ল। এমন সময় জয়াবতী কামিয়ে তেল হলুদ মেখে জলে নেমে কাপড় কাচ্‌ছেন, এমন সময়ে কোলের কাছে ছেলেটি ভেসে উঠ্‌লো, তখন জয়াবতী দেখেন, আমারি ত ছেলে, একাজ খেপা স্বামীর, সব বুঝ্‌লেন তখন ছেলেকে কোলে করে চুমো খেলেন, বল্লেন ঘাট্‌ ঘাট ঘাট আমার, মা মঙ্গলচণ্ডীর ছেলে জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না, দূর গেলে নিকটে আসে, হারালে পায়, সাত ডিঙ্গে সতের হয়, এই কথা বলে অগ্নির কোলে ছেলে দিয়ে স্নান কর্‌লেন, ছেলেটিকে কোলে করে বাড়ি এলেন কাপড় ছেড়ে ছেলেকে মাই দিতে লাগ্‌লেন। সকলে তেল হলুদ মেখে আহ্লাদ করে বাড়ি যেতে লাগল, বা'রবাড়ি'ত জয়দেব বসে আছেন, দেখেন ত সবাই আহ্লাদ করে চলে যায়, জিজ্ঞাসা করে দেখি। একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা যে বাড়ির ভিতর হতে আস্‌ছো, বল্‌তে পার বাড়িতে আর সকলে কি কর্‌ছে, তারা বল্লে বৌমা আঁতুরে বসে ছেলেকে মাই দিচ্ছেন। তাই শুনে জয়দেব হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে চাদর খানি মুখে দিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখেন, জয়াবতী ছেলেকে মাই দিচ্ছেন, দেখে মনে

মনে করলেন, তাইত জলেও ডুবলো না। তার পর ছেলের ছয় ষেটেরতে ষষ্ঠী পূজো হলো, আট দিনে আটকুলিয়ে হলো, নয়দিনে নবগ্রহ পূজো হল, একুশদিনে ষষ্ঠী পূজো, ধুমধাম করে তেল হলুদ চিড়ে মুড়কি মুড়ি মেঠাই বাতাসা বিলি হলো, বড় বড় বহুগুণা কাপড় এই সব সকলকে দেওয়া হলো; জয়দেবের বাবা নিজে হাতে সকলকে আহ্লাদ করে বিলি করছেন, এমন সময় জয়াবতী ছেলেকে দুধ খাওয়াইয়ে দাই অগ্নিকে ছেলে দিয়ে কামিয়ে স্নান করতে গেলেন; দাই অগ্নির মায়ানিদ্রা এসেছে; এমন সময় জয়দেব আঁতুর ঘর ঢুকে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে কুমারের কুমারশাল সাজান আছে কুমার আগুন আনতে গিয়েছে, এসেই শালে আগুন দেবে। এমন সময় মা মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন পদ্মা যাও, জয়দেব ছেলেকে কুমারের শালে একটি হাঁড়িতে ছেলে রেখে আর একটি হাঁড়ি ঢাকা দিয়েছে; কুমার আগুন আনতে গিয়েছে, কিছুই জানবে না, এসেই আগুন দেবে, জয়াবতীর ছেলেটি পুড়ে যাবে, জয়াবতীর চক্ষের জল পৃথিবীতে পড়বে, আমার পূজোর প্রকাশ হবে না। পদ্মা শঙ্খ-চিলের রূপ ধরলেন; হাঁড়িশালের উপরে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলেন; যে হাঁড়িতে ছেলে ঢাকা ছিল, সেই হাঁড়িটা পাখার বাড় দিয়ে ফেলে দিলেন; ছেলেটা উঁয়া চোঁয়া করে কেঁদে উঠলো। সেই সময়ে কুমোর এসেই ছেলে দেখে আগুন ফেলে দিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে বুঝলেন, এ ছেলে জয়দেবের; তাই জানতে পেরে ছেলে নিয়ে গিয়ে জয়দেবের বাবাকে দিলেন; জয়দেবের বাবা জানলেন, এ কাজ খেপা জয়দেবের। কুমোরের মুখে আদ্যো-পান্ত সব শুনে বৌমাকে সকল কথা বলে ছেলে দিলেন। জয়াবতী ছেলে কোলে করে বলতে লাগলেন; ষাট ষাট ষাট আমার, মা

মঙ্গলচণ্ডীর ছেলে জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না, দূর গেলে নিকটে আসে, হারালে পায়, সাত ডিঙ্গে সাতের হয়, বলে মাই দিলেন, চুমো খেলেন। এদিকে শ্বশুর সদর এসে কুমোরকে তেল হলুদ মুড়ি মুড়কি সন্দেশ বহু গুনা গরদের জোড সোণার বালা মেঠাই দিয়ে খুসি করে বিদায় করলেন। তার পর বাদ্যভাণ্ড করে ষষ্ঠী পূজো হলো। •মাসিক ষষ্ঠী পূজো করে ছেলেপোয়াতি ঘরে এলেন: তিনমাসে রাঙ্গের বালা দিলেন, পাঁচমাসে লাড়ু খাওয়ালেন, ছয়মাসে অন্নপ্রাশন হবে, সকল আয়োজন হলো,—ছেলের গহনা হলো. সেই সাত শ ঘর বেণে নিমন্ত্রণ হয়েছে, জয়াবতী রান্না করতে যাবেন; সকাল সকাল ছেলেকে স্নান করিয়ে বালা চাবুকি পরালেন, সাড়ী গহনা পরালেন; মাই দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ছেলেকে শোয়াইয়ে রান্না করতে গেলেন। এদিকে জয়দেব ঘর ঢুকে ছেলেটিকে কুটি কুটি করে কেটে মাঠে ছিটিয়ে দিলেন। মা মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, পদ্মা, আমার আসন কেন টলে, জয়াবতী রাঁধতে গিয়েছে, কিছুই জানে না, জয়দেব ছেলেটিকে কুটি কুটি করে কেটে মাঠময় ছিটিয়ে দিয়েছে. একখানি মাস চিল কাকে নিলে আর ছেলের প্রাণ হবে না; তা হলে জয়াবতীর চক্ষের জল পৃথিবীতে পড়লে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না; তুমি চিলের রূপ ধরে গিয়ে ঠোঁটে করে এক এক খানি মাস কুড়িয়ে হাড়ে হাড়ে জোড়াওগা, অমৃতকুণ্ডের জল দাওগা, খাঁরবাহুনীর বাতাস দাওগা, প্রাণদান দিয়ে একটু রক্তের ফোঁটা পরিয়ে ঘরে শুইয়ে দাওগা। এই কথা শুনে পদ্মে চিলের রূপ ধরলেন, মাসগুলি কুড়িয়ে হাড়ে হাড়ে নাড়ে নাড়ে জোড়ালেন, অমৃতকুণ্ডের জল দিলেন, খাঁরবাহুনীর বাতাস দিলেন, প্রাণদান দিয়ে রক্তের ফোঁটা পরিয়ে ঘরে শুইয়ে রেখে

চলে গেলেন। জয়াবতীর রান্না করতে গিয়ে সত্ত্ব নাই ; ছেলে কি করছে একবার দেখে আসি ; বলে দেখতে এলেন ; এসে ছেলের কপালে রক্তের দাগ দেখে জানতে পারলেন, ছেলের কোন অমঙ্গল হয়েছিল ; তাই বল্লেন, ষাট ষাট ষাট আমার, মা মঙ্গলচণ্ডীর ছেলে জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না ; দূর গেলে নিকটে আসে, হারালে পায়, সাত ডিঙ্গে সতের হয় ; এই সব বলে মাই দিলেন, দুধ খাওয়ালেন ; চুমো খেলেন শাশুড়ীর কোলে দিয়ে গেলেন। সাতশ বেণে খেতে বসেছে, একা জয়াবতী পরিবেশন করলেন ; সকলে রান্না খেয়ে প্রশংসা করতে লাগ্‌ল ; এক ধ্বনিতে শতেক ধ্বনি উঠলো ; সকলের খাওয়া হলো ; যারা কুটুম এসেছিল তাদেরও বাড়ির সকলের খাওয়া হলো ; সবাই বল্লে এমন রান্না কখন খাই নাই। যে যাবার সে গেল, যে থাক্‌বার সে থাক্‌ল এই রকমে দিন গেল। রাত্রিতে সকালে সকালে খাওয়া দাওয়া হলো, জয়দেব আগে গিয়ে শোবার ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে আছেন ; জয়াবতী ছেলে নিয়ে শুতে গিয়ে দেখেন খিল দেওয়া আছে ; এত ধাক্কা দিলেন, জয়দেব উত্তর দিলেন না ; তখন এসে শাশুড়ীকে সব বল্লেন। শাশুড়ী গিয়ে জয়দেবকে বল্লেন, ছি জয়দেব, বাবা কপাট খোল, আজ লক্ষণের দিন ছেলে নিয়ে শুতে হয়। তাই শুনে জয়দেব বল্লেন, রাজার শঙ্খ চন্দন ফুরিয়েছে, আমি কাল বাণিজ্য করতে যাব, আমার সাত ডিঙ্গে ঘাটে বাধা আছে ; যদি সতের হয়, তবেই দুয়োর খুল্‌বো নহলে খুল্‌বো না। এই কথা শুনে শাশুড়ী বৌকে বল্লেন ; বৌমা কি করবে, বাছা তোমার মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানত করগা, রাত্রির মধ্যে যেন সাত ডিঙ্গে সতের হয়। জয়াবতী ছেলেকে শাশুড়ীর কোলে দিলেন, হাত মুখ ধুলেন, কাপড় ছাড়লেন, গলায় কাপড় দিয়ে মা

মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ কর্‌লেন। মা মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, পদ্মা, এত রাত্রে আমার আসন কেন টলে, জয়দেব জয়াবতীকে সন্ত দেবে না, আবার সাত ডিঙ্গে সতের কর্‌বার হুকুম হয়েছে, কাল বাণিজ্যে কর্‌তে যাবে। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় শুভদৃষ্টিতে সাত ডিঙ্গে সতের হলো, লোকজন এসে খবর দিলে, তবে জয়দেব দুয়ার খুল্লেন, জয়াবতী ছেলে নিয়ে স্বামীর কাছে শুলেন। তার পর-দিন জয়দেব বাণিজ্য কর্‌তে গেলেন, হুল্ হুল্ কুল্ কুল্ কর্‌তে কর্‌তে গঙ্গায় চলে গেলেন ; এক রাজার দেশ ছাড়িয়ে আর এক রাজার দেশ, এম্‌নি করে সাত রাজার দেশ পেরিয়ে শালবান রাজার দেশে গিয়ে উঠ্‌লেন। রাজবাড়িতে থাকেন শালবান ; রাজার বার বছরের এক আইবড় মেয়ে আছে ; পাত্র অভাবে বিয়ে হয় না ; জয়দেবকে পেয়ে সেই মেয়ের বিয়ে দিলেন,—বরকনের ভাব হলো : আমোদ আহ্লাদ করেন থাকেন ; এই রকমে বার বৎসর পূরে এলো : জয়দেবের বাড়ি বলে কিছুই মনে নাই ; মা মঙ্গলচণ্ডী পদ্মাকে বল্লেন, পদ্মা, জয়দেব বিয়ে করে সব ভুলে আছে, বারবছর পূরে এলো, জয়াবতী জয়দেবের জন্যে ভাব্‌ছে, বারবৎসর উত্তীর্ণ হলে জয়াবতীর চক্ষের জল পৃথিবীতে পড়লে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না, যাও গিয়ে, রাত্রে যখন শুয়ে থাক্‌বে, সেই সময় তুমি উলঙ্গ হয়ে চুল খুলে খাঁড়া হাতে করে দাঁড়িয়ে বল্‌বে, তোকে মার্‌বো, কাটবো, তোর সব মরেছে, স্ত্রী পুত্র সব মরে গিয়েছে, বাড়ি যা, এই বলে ভয় দেখাবে। পদ্মা তাই কর্‌লেন, রাত্রে শুয়ে আছে, এমন সময়ে পদ্মা উলঙ্গ হয়ে খাঁড়া হাতে করে দাঁড়িয়ে, তোকে মার্‌বো, কাটবো, তোর স্ত্রীপুত্র সব মরে গিয়েছে, বাড়ি যা, এই রকমে ভয় দেখালেন। ঘুম ভেঙ্গে জয়দেব ভয় পেলেন। তখন সব মনে পড়্‌লো, বুক ধড়াস ধড়াস কর্‌তে লাগ্‌ল,

স্ত্রীপুত্র সংসার সব মনে পড়্‌ল, তাইত আমার সব আছে, আমি ভুলে আছি, কালই বাড়ি যাব। রাজকন্যাকে বল্লেন আমি কাল বাড়ি যাব। পরিবার বল্লেন যেখানে সাপ, সেইখানে নেউল, তোমার সঙ্গে আমি যাব। তার পর দিন শ্বশুরকে বল্লেন, আমি আজ বাড়ি যাব। শ্বশুর বল্লেন, বেশত, আপনার বাড়ি যাবে তাতে আমার অমত নাই। এই বলে জামায়ের মত জামাইকে দিলেন, বিটির মত বিটিকে দিলেন ; জামাই বিটি চলে গেল ; নৌকাতে আস্‌ছেন ; মা মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, পদ্মা, এইবার জয়াবতীর সতীন আসছে, জয়াবতীর দুঃখ হবে, তার চক্ষের জল পৃথিবীতে পড়লে আমার পূজোর প্রকাশ হবে না, তুমি গিয়ে জল ঝড় তুফান করে জয়াবতীর সতীনের সাত নৌকা ধন সহিতে সতিনকে ডুবিয়ে দাওগা, জয়দেবের সতের নৌকা ধন ও জয়দেবকে ভাসিয়ে রেখো। এই কথা শুনে পদ্মা গেলেন ; হঠাৎ মেঘ উঠ্‌লো, ঝড় আরম্ভ হলো, জলে তুফানে কন্যার ধন সহিতে কন্যা ডুবে গেল, জয়দেবের ধন সহিতে জয়দেব ভেসে উঠ্‌লো। তার পর দেশে গিয়ে জয়দেব খবর দিলেন, আমাদের বাড়িতে খবর দাওগা, আমি এসেছি, আমি বিয়ে করিছি, সেই কন্যা আর সাত নৌকা ধন ডুবে গিয়েছে, যদি উঠে তবেই বাড়ি যাব, নইলে যে পথে এসেছি, সেই পথে যাব। এই কথা জয়দেবের মা শুনে বৌকে বল্লেন, বাছা বৌমা কি করবে, তোমার মঙ্গলচণ্ডীকে মানত করগা, সাত নৌকা ধন সহিতে কন্যা যেন ভেসে উঠে ; জয়দেব বার বছর পর বাড়ি আস্‌বে, নইলে যে পথে এসেছে সেই পথে যাবে। জয়াবতী হাত মুখ ধুলেন, কাপড় ছাড়্‌লেন, গলায় কাপড় দিয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করে মানত করলেন। মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, আবার কেন, আমিত সব দিয়েছি। জয়াবতী বল্লেন, আমার সতীনকে ভাসায়ে

দেন, নইলে আমি স্বামীকে দেখ্‌তে পাব না। এই কথা শুনে সাত নৌকা ধন সহিতে সতীন ভেসে উঠ্‌লো, তখন জয়দেব বাড়ী এলেন। জয়দেবের মা, বৌ পরিচয় করে নিলেন, সতীনের সাত নৌকা ধন আর সতীন শাশুড়ীর চত্বরে গেল; জয়দেব আর সতের নৌকা ধন জয়াবতীর চত্বরে গেল; বার বৎসর পর দেখা সাক্ষাৎ হল: কতেক দিন পর একটি কন্যা দেখে বেটার বিয়ে দিলেন; কিছুদিন বৌ বেটা নিয়ে ঘরকন্না করে সতীনকে বৌ, বেটা, মঙ্গলচণ্ডীর থলি দিয়ে, জয়দেব জয়াবতী স্বর্গে গেলেন। যে শোনে যে কয়, সে যেন স্বামী নিয়ে জয়াবতীর মতন স্বর্গে যায়।

অষ্টমঙ্গলা।

মঙ্গলবারে মহেশ্বরী, হর সঙ্গ পরিহরি,
রথভরে নামিলে আপনি।
জয় জয় ঝংকার, ধূপে ধুনে অন্ধকার,
দেবী যান যাঁহার ঔরসে।
সেবককে বর দিতে, দেবী যান কৈলাসেতে
আনন্দ দেখিয়া প্রতি ঘরে।
জয়া গো দুঃখবিমোচন, পূর গতি পূর মা
ভজ দেবী চণ্ডীর চরণ।
কুল পুত্র নাতি, দুকুল বসতি,
বিপত্তি কালে, চণ্ডীর সয় হ'য়ে
অষ্টমঙ্গলা যেবা শোনে। ১।

এই ত বুধবার, চণ্ডীর অবতার,
বুদ্ধ মন্ত্রের যার সীমা।

এ তিন ভুবনে, বসিয়ে দেবগণে,
কে জানে চণ্ডীর মহিমা।
বুদ্ধ বৃহস্পতি, বুদ্ধ ত্রিয়স্পতি,
বুদ্ধ দেন নানা পুরাণ।
জয়া গো দুঃখবিমোচন পূর গাত পূর মা
ভজ দেবী চণ্ডীর চরণ।
কুল পুত্র নাতি দুকুল বসতি
বিপত্তিকালে চণ্ডীর সয় হয়ে
অষ্টমঙ্গলা যেবা শোনে । ২ ।

বৃহস্পতিবারে অদ্ভুত কথন বিষ্ণুতে মহাদেবে লাগিল,
বিষ্ণুর চক্রের ঘায়ে, মহাদেব স্থির নহে,
সেইখানে দেখা হ'ল।
গৌরী ঝংকার, দিগম্বরী রূপ ধরি, দাঁড়াইলা মহেশ্বরী,
সেইখানে মহাদেব হইলেন দুঃখিত;
সেইখানে বিষ্ণু হইলেন লজ্জিত।
জয়া গো দুঃখবিমোচন পূর গতি পূর মা
ভজ দেবী চণ্ডীর চরণ।
কুল পুত্র নাতি দুকুল বসতি
বিপত্তিকালে চণ্ডীর সয় হয়ে
অষ্টমঙ্গলা যেবা শোনে। ৩।

শুক্রবারে মহেশ্বরী, চন্দ্রমুখ রূপ ধরি,
বামে করেন সুরাপান।

স্বর্গ মর্ত্ত্য নাগ গন্ধর্ব্ব হয়ে একমন,
শত জন্মের আরাধন, আর না করেন মন,
তিনি পান চণ্ডীর চরণ।
জয়া গো দুঃখবিমোচন, পূর গতি পূর মা
ভজ দেবী চণ্ডীর চরণ।

কুল পুত্র নাতি দুকুল বসতি,
বিপত্তিকালে, চণ্ডীর সয় হয়ে,
অষ্টমঙ্গলা যেবা শোনে। ৪।

এই ত শনিবার, ক্ষেত্র কৈলে সংহার,
দশ হস্তে দশ অস্ত্র ধরি।
রক্তবীজ মহিষাসুর, তার দর্প করিলে চুর,
রক্তে বহিল মেদিনী।
জয়া গো দুঃখবিমোচন, পূর গতি পূর মা,
ভজ দেবী চণ্ডীর চরণ।

কুল পুত্র নাতি, দুকুল বসতি,
বিপত্তি কালে, চণ্ডীর সয় হয়ে,
অষ্টমঙ্গলা যেবা শোনে। ৫।

রবিবারে মহেশ্বরী, অতি শিশু রূপ ধরি,
খেলা করেন নানা রঙ্গে, সে সব কুমারী সঙ্গে,
খেলা করেন বকুলের তলে।
পঞ্চতীর্থের জলে স্নান করিয়ে হাতে লয়ে জপ মালা।
জয়া গো দুঃখবিমোচন, পূর গতি পূর মা
ভজ দেবী চণ্ডীর চরণ।

কুল পুত্র নাতি দুকুল বসতি,
বিপত্তি কালে, চণ্ডীর সয় হয়ে,
অষ্টমঙ্গলা যেবা শোনে। ৬।

সোমবারে মহেশ্বরী, যুবক রূপ ধরি,
এই ত মধ্যম বেলা।
নাচেন ত বিকটি রঙ্গে, চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে,
কাটামুণ্ড লয়ে দেবীর খেলা।
জয়া গো দুঃখবিমোচন, পূর্ণ গতি পূর্ণ মঃ
ভজ দেবী চণ্ডীর চরণ।

কুল পুত্র নাতি, দুকুল বসতি.
বিপত্তি কালে, চণ্ডীর সয় হয়ে,
অষ্টমঙ্গলা যেবা শোনে। ৭।

মঙ্গলচণ্ডীর কথ

গদাই নমঃ পাই নমঃ চণ্ডীতে পাই,
যা শুনিলে দুঃখ ঘোচে জয় জয় হয়।
মহামায়া সঙ্কটে তারাও তারিণী,
ফুল তুল্‌ছেন ফুল পার্‌ছেন, ছয় লাড় বল্‌ছেন,
নারী তুমি বর মাগ,
বর মাগতে জানি না.
যে বর জান সেই বর মাগ,
হাতী শালে হাতী হোক,
ঘোড়া শালে ঘোড়া হোক,
রাম লক্ষ্মণ বাথার হোক।

আগু পেছু দীঘি হোক,
তালায়ে ধান শুকিয়ে ভাণ্ডারে ফেলুক,
স্বামীর কোলে, পুত্র দোলে,
মরণ হয় যেন অর্দ্ধ গঙ্গাজলে॥

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডীর কথা

প্রভাতে কুমারী কন্যা কুচ পালি কলা,
ধর্ম্ম সাক্ষী দিয়ে মায়ের হাতে জপের মালা।।
জপ তপ কর কি মা হরের ঘরণী,
আপনি তো মহামায়া পদ্মের আসন।
রক্তবস্ত্র পরিধান গলে মুণ্ডমালা,
সন্ধ্যাকালে নামিলে মা হয়ে বিষহরা।
যে বা শোনে, যে বা কয়, তারে কর পার.
সঙ্কট হতে উদ্ধার কর মা সঙ্কট মঙ্গলবার॥

বারমেসে মঙ্গলবারের কথা

আট কাটি আট মুটি সোনার মা মঙ্গলচণ্ডী।
রূপোর বাড়ী কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা।
হাঁসতে খেলতে, পাটের দোলায় দুলতে, শেঁকা শাড়ী পরতে,
নয়নে কাজল দিতে, সিঁতেয় সিন্দুর দিতে
নির্ধনীকে ধন দিতে, অপুত্রকে পুত্র দিতে
আইবড়র বিয়ে দিতে, কুড়েকে কাম করতে
অন্ধকে চক্ষু দিতে, আতুরকে ভাল করতে
দূর মানুষ নিকটে আনতে
শত্রুর ক্ষয় করতে, মিত্রের জয় করাতে,
যে যা মনে করে মন বাঞ্ছা পূর্ণ করতে,
ধূপ ধূনার বায়ু খেতে ধন পুত্র লক্ষ্মী দিতে॥

আষাঢ় মাস

মনসার কথা

এক থাকেন বেণে সদাগর ; তাঁর সাত বেটা, সাত বৌ ; জ্যৈষ্ঠ যায়, আষাঢ় আসে. সেই সংক্রান্তির দিন তাঁর বাড়ীর রাখাল, বন নাড়লেন, বন চারলেন, দুটি ডিম পেলেন। ভাত রাঁধা পালি বড় বোয়ের উঠেছে, ছোট বোয়ের পালি পরেছে ; রাখাল ডিম দুটি এনে ছোট বৌকে দিয়ে বলেন, এই ডিম দুটি পুড়িয়ে আমাকে ভেজে ভাত দাও, খেয়ে গোরু নিয়ে মাঠে যাবো। ছোট বৌ ডিম দুটি নেড়ে চেড়ে দেখে মনে করলেন, কিসের না কিসের ডিম, খেয়ে মরে যাবে, এই ভেবে ডিম দুটি চোরোতে রেখে দিলেন। ছোট বৌ রাখালকে কিছু না বলে কাঁটালের বীজ, আর বড়ি পুড়িয়ে ভাত দিলেন। রাখাল খেয়ে গোরু নিয়ে মাঠে গেল ; ছোট বৌ তার পরদিন চোরোতে ডিম দেখ্‌লেন ত, দুটি সাপের ছেঁকা হয়ে আছে। তখন মনে করলেন, ভাগো রাখালকে খেতে দি নাই নইলে মরে যেতো, সাপের ছেঁকা দুটিকে চোরো হতে দুটি ভাঁড়ে থুলেন। আপনার ভাগের আম পান, কলা পান, কাঁঠাল পান, দুধ পান, সেই সাপ দুটিকে খেতে দেন, এমনি করে মারাতে ফেলাতে পারেন না, ভাঁড়ে হতে দুটি পেলেতে রাখলেন, পেলে হতে দুটি কলসীতে রাখলেন, কলসী হতে দুটি জালায় রাখলেন, তার পর গোলাতে গন্ধতে বেড়াইতে লাগলো। ভায়াদরা বলে, ইহারা বেদে, সাপ পুষেছে, একটা কাজ কর্ম্ম করে ত, আখেঃ পাতি। গাঁয়ের কুবিদে সুবিদে আছে, তারা বেণে সদাগরের কাছে গিয়ে বললে, সদাগর তুমি বুড়ো হয়েছো, একটা ভাল কাজ

কর্ম্ম কিছু কর না কেন। তাই শুনে সদাগর মনে মনে বুঝলেন, তাই ত, আমি কোনই ভাল কাজ কর্ম্ম কিছুই ত করি নাই, তবে একটা পুকুর প্রতিষ্ঠা করবো। এই বলে একটা ভাল দিন দেখিয়ে, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পুকুর খোঁড়ালেন। চার দিকে চারটা ঘাট বাঁধান হলো, সাতশো ঘর বেণে জ্ঞাতিদিকে নেমন্তন্ন কল্লেন। তারা আখেচ পাত্‌লে, সদাগর বেদে, সাপ পুষেছে, তাঁর বাড়িতে খাবো না। এই কথা শুনে সদাগর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বড় বৌকে ডেকে বল্লেন, বড় বৌ, না, কেন, বেণের বিটি বট, না বেদের বিটি বট? তাইতে বড় বৌ বল্লেন, ঠাকুর বেণে দেখে এনে থাক; বেণের বিটি বটি, আর বেদে দেখে এনে থাক, বেদের বিটি বটি। এমনি করে ছয় বৌকে বুড়ো ডেকে ডেকে বল্লেন, ছয় বৌ ঐ এক কথা বল্লে। ঠেরে ঠুরে তাঁরা ছোট বৌকে দেখিয়ে দিলেন। তখন বুড়ো ছোট বৌকে ডেকে বল্লেন, ছোট বৌ বেণের বিটি বট, না বেদের বিটি বট? তাই শুনে ছোট বৌ বল্লেন, ঠাকুর বেদে দেখে এনে থাক, বেদের বিটি বটি, বেণে দেখে এনে থাক, বেণের বিটি বটি; ভাল মন্দ কিছুই জানি না; তোমার রাখাল জ্যৈষ্ঠ যায় আষাঢ় আসে, সেই সংক্রান্তির দিন দুটি ডিম এনে পুড়িয়ে ভিজে ভাত দিতে বল্লে, আমি দেখ্‌লাম কিসের না কিসের ডিম, খেয়ে মরে যাবে, এই ভেবে ডিম দুটি চোরোয় রেখে কাঁটালের বীজ আর বড়ি পুড়িয়ে ভিজে ভাত দিলাম, খেয়ে গোরু নিয়ে মাঠে গেল। আমি তার পর দিন দেখলাম, ডিম দুটি সাপের ডেঁকা হয়েছে; তাই দেখে দুটি ভাঁড়ে রাখলাম, মারাতে ফেলতে পারি নাই, আপনার ভাগের আম পাই, কলা পাই, কাঁটাল পাই, দুধ পাই, খেতে দি। ভাঁড়ে হতে দুইটি পেলেতে থুলাম; পেলে হতে দুটি কলসীতে থুলাম, কলসী

হতে দুটি জালায় থুলাম, তার পর যখন খুব বড় হলো, গোলাতে গন্ধতে বেড়াইতে লাগলো। ঐ সব শুনে শ্বশুর বল্লেন, মা আমার লক্ষ্মী, আমার বনের সর্প বনে এড়ে দাওগা, আমার সাত শ ঘর বেণেতে থাক। ছোট বৌ শ্বশুরের এই কথা শুনে সাপ দুটিকে দুই জালায় ভর্‌লেন, টিপি টিপি জল হচ্চে, মন্দা মন্দা বাতাস বইছে, এক জালা মাথায় কর্‌লেন, এক জালা কাঁখে কর্‌লেন, ডাল পড়ে ঢেঁকি হয়, পাত পড়ে কুলো হয়, সেই বনে গিয়ে সাপ দুটিকে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন, ভাইরে আমার লেহোড়ের কুলে কেউ নাই, আমি কর্‌লাম ডিমের উদ্ধার, তোমরা করো লেহোড়ের উদ্ধার। সাপ দুটি সর সর করে, শিশুয়া পর্ব্বতে, যেখানে মা মনসা শরণ্ খেল্‌ছিলেন, সেই থানে গিয়ে উঠ্‌লো। তখন মা মনসা সাপ দুটিকে দেখে বল্লেন, এসো এসো বাবা এসো। তাই শুনে সাপ দুটি বল্লে, যেখানে সেখানে ডিম ছাড়ো, রাখাল জাত বেড়িয়ে মারতো, পুড়িয়ে খেতো, কোনদিনে মরে যেতাম, বেণে সদাগরের ছোট বৌ পেয়েছিল, পুষে পেলে মানুষ কর্‌লে, সেই এখন এসো, বাবা এসো। ঢের ছেলে হলে তত্ত্ব তল্লাশ থাকে না। এই বলে মাকে প্রণাম করলেন। বেণে সদাগরের পুকুর প্রতিষ্ঠা হলো, সাত শ ঘর বেণেতে খেলে। তার পর সাপ দুটি মা মনসাকে বল্লে, মা আমরা একবার বেণে দিদিকে আন্‌বো। তাইতে মা বল্লেন, বাবা নরে নাগে একতিল বনে না, দোষ পাবে আর তোমরা খেয়ে ফেলবে, নরকুলে খোঁটা থাক্‌বে। তাইতে সাপ দুটি বল্লেন, না মা, আমরা খাবো না, দিদি আমাদিগকে ভাই বলেছে, আর বলেছে আমার লেহোড়ের কুলে কেউ নাই, আমি কর্‌লাম ডিমের উদ্ধার—তোমরা করো লেহোড়ের উদ্ধার, তাইতে দিদিকে একবার আনবো। দু'দিন চার

জন থাকেন আর মাকে খোঁচ্কান, নাগের খোট সামলাতে পারলেন না, তখন মা মনসা আন্‌তে বল্লেন। সাপ দুটি চিনি কিন্‌লেন, ফেনী কিন্‌লেন, আম কলা কাঁটাল কিনে ভাড়ীর মাথায় ভাড় দিলেন, বোজার মাথায় বোজা দিলেন, দুটি ভাই মনিষ্যির রূপ ধর্‌লেন, কোথা আছ মাউই, কোথা আছ তাউই, করে বেগে সদাগরের বাড়ী গেলেন। সবাই বল্‌তে লাগ্‌লো তোমরা কোথা থেকে এলে, তাইতে তাঁরা বল্লেন, আমরা তোমাদের ছোট বোয়ের মামাতো, পিষ্‌তোত, ভাই হই—মা শ্রীবিন্দাবন গিয়েছিলেন, তাই দিদিকে তত্ত্ব করতে পাঠিয়েছেন, তাই শুনে সকল লোকে বলতে লাগলো, আপনার লোক না হলে কি এত জিনিষ দিয়ে তত্ত্ব করে, আপনার লোক বটে বই কি। শাশুড়ী বল্লেন, ছোট বৌমা, তোমার ভাইদিকে রাঁধাবাড়া করে খাওয়াও। তাই শুনে তাঁরা বল্লেন, আমরা আজ ভাত খাবো না, ফলপঞ্চমী করবো। ছোট বৌ আম ছাড়ালেন, কলা ছাড়ালেন, কাঁটাল ছাড়িয়ে, দুধ জ্বাল দিয়ে ভাইদিকে খেতে দিলেন: ভাইরা খেলেন: বাড়ীর সকলের খাওয় হলে সদাগরকে বল্লেন, মা বলেছেন দিদিকে একবার নিয়ে যাবো। সদাগর গিন্নিকে বল্লেন, ছোট বৌকে ভেয়েদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। শাশুড়ী ছোট বৌকে বল্লেন, মাথা আঁচরো, সিঁদুর পর, তোলার কাপড় খানি বার করে পর। ছোট বৌ মাথা আঁচুড়ে সিঁদুর পর্‌লেন, তোলার কাপড়খানি বার করে পর্‌লেন, ভেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন, কতক দূর গিয়েছেন আষাঢ় মাস, নালা খালা ভরেছে, ব্যাং চপ্ চপ্ কর্‌ছে. ছোট ভাই দেখে বল্লেন, দাদারে দাদা, মুখের আহার যায়, তাই দেখে বড় ভাই বল্লেন, দিদি তুমি একটু বিমুখ হও। দিদি বিমুখ হলেন, তখন দুই ভাই মানুষের খোলোশ ছাড়লেন, সাপের খোলোশ

পর্‌লেন, কুলোপারা ফেণা কর্‌লেন, চপ্‌ চপ্‌ করে ব্যাং ধরে খেলেন। দিদি আড় চোখে সেইগুলি সব দেখলেন, দেখে মনে মনে কর্‌লেন, ইস্‌ আমি কালের সঙ্গে যেছি, দোষ পাবে আর খেয়ে ফেল্‌বে, ভাইদিকে কিছু বল্লেন না। তার পর তাঁরা ব্যাং ধরে খেয়ে সাপের খোলোশ ছাড়লেন, মানুষের খোলোশ পর্‌লেন, দিদিকে বল্লেন, দিদি, তুমি আমাদের কিছু দেখেছো ; দিদি বল্লেন, না ভাই, আমি কিছুই দেখিনি। তাইতে ভাইরা বল্লে, যদি কিছু দেখে থাকো, তুমি রেখো আমার ভরম, আমি রাখ্‌বো তোমার ভরম ; এই বলে যেথানে মা মনসা শয়ন খেলছিলেন, সেই শিশুয়া পর্ব্বতে গিয়ে মাকে প্রণাম কর্‌লেন। মা মনসা বল্লেন এসো, মা, তোমার আমরা উষ্টি নই, গুষ্টি নই, মা নই, মাসি নই, তুমি করেছিলে ডিমের উদ্ধার, তাই তোমার লেহোড়ের সাধ পূর্ণ করবার জন্যে তোমাকে এনেছি। ঐ দেখ বাড়ি আছে, ঐ বাড়িতে গিয়ে থাকো গা, অতুল ঐশ্বর্য্য জিনিষ আছে, যা মনে লাগবে তাই খেয়ো, যা মনে লাগবে তাই পরো, আর বৈকাল বেলায় নাগগণ চরাট করে আসবে, আম কাঁটাল কলা দুধ সব আনবে, তুমি আম ছাড়িয়ে, কলা ছাড়িয়ে, কাঁটাল ছাড়িয়ে দিও, আড়াই নুড়ো জালে দুধ আউটিয়ে তামার ডকে ডকে নাগদিকে খেতে দিও, এই রকম করে নাগেদের প্রতিপালন করো। আর ঐ বাড়িতে চারদিকে চারটা দুয়ার আছে, সেই দুয়ার তিন দিকের খুলে তোমার যা দেখ্‌তে মনে হবে তাই দেখো, কেবল দক্ষিণ দিকের দুয়ার খুলো না, এই সব বলে কয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ছোট বৌ সেই বাড়িতে থাকেন, যা মনে হয় তাই পরেন, যা মনে লাগে তাই খান, নিজে রাঁধেন বাড়েন খান, আর নাগরা চরাট করে আসেন, আম ছাড়িয়ে দেন, কলা

ছাড়িয়ে দেন, কাঁটাল ভেঙ্গে দেন, আড়াই মুড়ো জ্বালে দুধ আউটিয়ে তাঁমার ডকে ডকে ঢেলে দেন, নাগগণ খান। একদিন ভিজে ভাত মাছ চট্‌চটি করে রেখে দিলেন, তার পর দিন সকাল করে স্নান করে এসে ভিজে ভাত, মাছ চট্‌চটি দিয়ে খেয়ে, পান খেয়ে, একদিকের দুয়ার খুল্লেন তো, দেখেন, ভাল পুষ্পের বাগান, নানাজাতি পুষ্প ফুটে আছে, চুনিমুক্তায় গাছের গোড়া বাঁধান আছে, ভ্রমর গুঞ্জরাগুঞ্জরী করছে, দেখে বল্লেন আহা এমন তো কখনও দেখি নাই, সেদিকের দুয়ার বন্ধ করলেন। আর এক দিকের দুয়ার খুলে দেখ্‌লেন, আম কাঁটালের বাগান, নানা রকমের ফলের গাছ, গাছের গোঁড়া চুনিমুক্তায় বাঁধান আছে, কেউ গুটি, কেউ মুকুল, কেউ ডাঁসা, কেউ কাঁচা, কেউ পাকা, এই সব দেখে বল্লেন, আহা এমন তো কখন দেখিনি; সেদিকের দুয়ার বন্ধ করলেন। আর এক দিকের দুয়ার খুল্লেন, দিঘি সরোবর করছে, চারদিকে চারটে ঘাট, চুনিমুক্তায় বাঁধান আছে, শ্বেতপদ্ম লালপদ্ম নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে, রাজহংস কলহংস চরে বেড়াচ্ছে, ময়ূর নৃত্য করছে; এই সব দেখে বল্লেন, আহা এমন তো কখন দেখি নি: সেদিকের দুয়ার বন্ধ করলেন। মা দক্ষিণ দিকের দুয়ার খুলতে নিষেধ করেছেন, দেখি না কেন, কি আছে; এই বলে দক্ষিণ দিকের যেই দুয়ার খুলেছেন, অমনি দেখ্‌লেন, নাগের আসন, নাগের বাসন, নাগের সিংহাসন, নাগ উগুলছেন, নাগ পাড়ছেন, শতেক নাগ নিয়ে খেলা করছেন, কাম সিঁদুর পরছে, জবাফুল উড়ছে। তাই দেখে বিষের বাতাস লেগে ঢলে পড়ে গিয়েছেন, সেই খানে কাপড়ের

টের পেড়ে শুয়েছেন, আর মরে গিয়েছেন। বিকেল বেলা নাগেরা চরাট করে ক্ষুধার্ত্ত হয়ে এসে দিদিকে দেখ্‌তে পেলেন না, আম কাঁটাল কলা দুধ সব আদোত পড়ে আছে, তাই দেখে দিদিকে খুঁজতে গেলেন। তিন দিকের দুয়ার খুল্লেন তো দিদি নাই, তখন মনে কর্‌লেন, মা যে দক্ষিণ দিকের দুয়ার খুল্‌তে নিষেধ করেছিলেন, দিদি তাই খুলে থাক্‌বে। বলে দক্ষিণ দিকের দুয়ার খুলে দেখেন তো দিদি পড়ে আছে। তাই দেখে নাগেরা মাথার চুল অবধি পায়ের নখ আদিও সব জায়গা চেটে চেটে বিষ তুলে নিলেন, তখন তাড়াতাড়ি ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসে বল্লেন, ভাইরে বড় ঘুম এসেছিলো, নাগেরা বল্লেন হ্যাঁ ঘুম এসেছিল বই কি। নাগেরা বল্লে, দিদি আমাদের বড় খিদে লেগেছে, খেতে দাওসিয়ে। দিদি হাত মুখ ধুলেন, কাপড় ছাড়লেন, তাড়াতাড়ি আড়াই নুড়ো জ্বালে দুধ আউটিয়ে তামার ডকে ডকে ঢেলে দিলেন, আম ছাড়িয়ে দিলেন, কলা কাঁটাল ছাড়িয়ে দিলেন, নাগগণ ক্ষুধার্ত্ত হয়ে এসেছিলো, যেমন তাড়াতাড়ি খেতে গিয়েছেন, কারু জিব পুড়্‌লো, কারু ঠোঁট পুড়্‌লো, কারু মুখ পুড়্‌লো, কেউ মরে ভাস্‌তে লাগ্‌লো, কেউ বলে বেণে বিটিকে বেল করে খাব, কেউ বলে বেণে বেটিকে কুল করে খাবো, এই রকম করে সবাই খেতে চাইলে। ছোট বোয়ের সেই সাপ দুটি বল্লে, এখন ভাই কেউ খেয়ো না, মাকে সুধিয়ে মা যদি খেতে বলেন তবেই খাবো। এই বলে মা মনসার কাছে গেলেব, মাকে সকল কথা জানালেন, মা বেণে দিদির দোষ হয়েছে, সবাই খেতে চাইছে। তাই শুনে মা বল্লেন, না বাবা খেয়ো না,

তাইতে তো বলেছিলাম, নরে নাগে একতিল বনে না, দোষ পাবা আর খেয়ে ফেল্‌বা, নরকুলে খোঁটা থাক্‌বে। বেণে বিটিকে নিয়ে গিয়ে তার শ্বশুরশাশুড়ীর কাছে গছিয়ে দিয়ে, সেখানে যদি কোন দোষ পাও, তবে খেয়ে এসো। বেটাদিকে এই কথা বলে বিদেয় কর্‌লেন, বেণে বিটিকে ডেকে বল্লেন, মা তোমাকে দক্ষিণ দিকের দুয়ার খুল্‌তে বারণ করে-ছিলাম, তুমি সেই দুয়ার খুলে বিষের বাতাসে মরে গিয়ে-ছিলে, নাগরা চরাট করে এসে তোমাকে চেটে চেটে বিষ তুলে দিয়ে বাঁচিয়েছে, তুমি গরম গরম দুধ দিয়েছিলে, তাই খেয়ে নাগের মুখ ঠোঁট জিব পুড়ে গিয়েছে, কেউ মরে গিয়েছে, তাইতে তোমাকে খেয়ে ফেলবে তুমি বাড়ি যাও, বাড়ি গিয়ে ভেয়েদের খুব গৌরব করো। এই বলে ভাঁড়ার ঘর ঢুক্‌লেন, কুমড়ো কুঁড়লেন, যত ধন আঁটলো তত ধন দিলেন, এক অঙ্গে সমস্ত গহনা দিলেন, পায়ে নূপুর দিলেন, সাড়ি দিলেন, শেঁকা দিলেন, শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সাপ দুটি চিনি কিনলেন, ফেণী কিনলেন, আম কাঁটাল কলা কিনে, ভারীর মাথায় ভার দিলেন, বোঝার মাথায় বোঝা দিলেন, দুটি ভাই মনিষ্যিরূপ ধর্‌-লেন, দুই ভেয়ে বোনে চলে গেলেন, কোথা আছ মাউই, কোথা আছ তাউই, এই বলে সদাগরের বাড়ি গিয়ে উঠ্‌লেন, বোঝা নামালেন, আধখানা আঙ্গিনা জিনিষে ভরে গেল। শাশুড়ী ননদে বল্লে, ও মাগো, যে কড়ারে নিয়ে গিয়েছিল সেই কড়ারে রাখ্‌তে এলো, তাই শুনে পাড়াপ্রতিবাসীরা বল্লে, মন্দ কি, এক জিনিষ ফুরোতে না ফুরোতে আবার জিনিষ এলো। জিনিষপত্র সাম্‌লিয়ে শাশুড়ী বল্লেন, ছোট

বৌ, তোমার ভাইদিকে রাঁধা বাড়া করে খাওয়াও। তাইতে তাঁরা বল্লেন, আমরা ভাত খাব না, ফলপক্কমী করবো। ছোট বৌ আম কলা কাঁটাল ছাড়িয়ে, দুধ জ্বাল দিয়ে, ভাইদিকে খাওয়ালেন, খেয়ে দেয়ে ভাইরা বিদেয় হয়ে গিয়ে, বাড়ি না যেয়ে সদাগরের বাড়ির চালে বাতাচিত হয়ে বাতায় লেগে থাকলেন। এদিকে ছোট সদাগর, জল সইতে ঝারির উপরে পুঁথি রেখে পুঁথি পড়ছেন, এমন সময় মেঘ উঠেছে দেখে, ধানকাপাসে গৃহস্থ, ধান মেলা আছে দেখে, সাত যায়ে সাতটা ধামা নিয়ে ধান তুলতে গেলেন,। ছোট বোয়ের সাড়ির আঁচোল লেগে ঝারিটা পড়ে গিয়ে পুঁথি-খানা ভাসতে লাগ্লো। তাই দেখে ছোট সদাগর বল্লেন, আ মর, বেণে বিটি, বেণে করকটি এক অঙ্গে গহনা পরে এতো গিদের, আর এক অঙ্গে পরলে না জানি কি হতো। তাই শুনে ছোট বৌ বল্লেন, আরোল নাগ, পারোল নাগ, তক্ষক নাগ যার ভাই, মনসাও যার মা, এক অঙ্গে পরেছি বাজন্ত নূপুর, দুই অঙ্গের কংকের পায়। এই কথা শুনে সাপের ছোট ভাই বলছে দাদারে দাদা, দিদি বড গৌরব করছে, তাইতে বড় নাগ বল্লে, মনসাকুমারী যার মা, আমরাও যার ভাই, তারেও কি খাই, চল ভাই ফিরে ঘর যাই। এই বলে দুই ভায়ে কুলোপারা ফেণা করে এসেছিলেন, কুঁচে-পাড়া ফেণা করে শিশুয়া পর্ব্বতে মা মনসার কাছে গিয়ে মাকে প্রণাম কল্লেন। মা শোধালেন, বাবা দিদিকে খেয়ে এলে, না থুয়ে এলে ; তাইতে নাগ দুটি বল্লে, মা খাবো কি, তুমি শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দিয়েছো, তাইতে দিদি আমাদের খুব গৌরব করেছে, সেই জন্ত খাই নাই। মাকে

সকল কথা জানালেন, মা বল্লেন বেশ করেছো খাও নাই, খেলে পরে নরকুলে খোঁটা থাকতো।

এম্নি করে কিছুদিন গেল, একদিন টিপি টিপি জল হচ্ছে, মন্দ মন্দ বাতাস বইছে, সদাগরের সাত বৌয়ে সাতটা ঘড়া নিয়ে স্নান করতে গেল। বড় বৌ ঘাটে গিয়ে আগে বল্লে, আজকের মত দিন হয়, মা বাপের ঘর হয়, গরম গরম ঘি-খেঁচুড়ী হয় খাই, আর শুয়ে শুয়ে থাকি। আর একজন বল্লে, আজকের মতন দিন হয়, মা বাপের ঘর হয়, চাল কলাই ভাজা নানান মিষ্টান্ন জলপান সামগ্রী হয়, খাই আর শুয়ে শুয়ে থাকি। আর একজন বল্লেন, আজকের মতন দিন হয়, মা বাপের ঘর হয়, গরম গরম লুচি, কচুরি হয়, খাই আর শুয়ে শুয়ে থাকি। আর একজন বল্লেন, আজকের মতন দিন হয়, মা বাপের ঘর হয়, গরম গরম মিহিচালের ভাত হয়, মাছের ঝোল, এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রশুই হয়, খাই আর শুয়ে শুয়ে থাকি। আর একজন বল্লেন, আজকের মতন দিন হয়, মা বাপের ঘর হয়, গরম গরম দুধ চিঁড়ে হয়, খাই আর শুয়ে শুয়ে থাকি। আর একজন বল্লেন, আজকের মতন দিন হয়, মা বাপের ঘর হয়, গরম গরম রুটি পরমান্ন হয়, খাই আর শুয়ে শুয়ে থাকি। এই রকম করে ছয় যায়ে ছয় রকমের সাধ বলা হলো। তখন ছোট বৌকে বল্লেন, আমাদের সাধ বলা হলো, এইবার তুমি বল। ছোট বৌ বল্লেন, তোমাদের সাধ পূরণ হবে, আমার লেহোড়ের কুলে কেউ নাই কে সাধ পূর্ণ করবে, আমি আর বলে কি করবো। তাই শুনে তাঁরা বল্লেন, পাঁচ মেয়ের পাঁচ কথা, আমরাই কি খেলাম, তুই কি খেলি না, মুখেরই তো কথা,

বল্লেই বা দোষ কি। ছোট বৌ বল্লেন, তোমরা বল্‌তে বল্‌ছো তবে বলি। এই ব'লে বল্লেন, আজকের মতন দিন হয়, মনসা মা হন, জগতকুমারী এয়ো হন, নারাণতেল বিষ্ণুতেল দাসীরা আমাকে আমার স্বামীকে মাখিয়ে দেয়, চৌকিতে দুই জনাতে বসে গরম জলে স্নান করি, উনি পরেন কাঁচা পাটের জোড়, আমি পরি কাঁচা পাটের সাড়ী, ব্রাহ্মণে বিষ্ণুপূজার আয়োজন করে দেয়, দু'জনায় বিষ্ণুপূজা করি, সোণার থালে মিষ্টান্ন সামগ্রী দেয়, দুই জনাতে খাই; ব্রাহ্মণে এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধই করে, রূপোর পিঁড়ে পড়ে, বিঙ্গেরের থাল পড়ে, এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন থালে করে দেয়, সোণার কটরায় ডাল ঝোল দেয়, সোণার গেলাসে জল দেয়, দুইজনাতে খেতে বসি, উনি দেন আমার মুখে, আমি দি' তাঁর মুখে, দুজনাতে খাই, রূপোর ডাবর পড়ে, সোণার ঝারিতে জল দেয়, সোণার খড়্‌কেতে দাঁত খুঁটি, দুজনাতে আঁচাই, সোণার বাটায় পান দেয়, দুজনাতে খাই, রূপোর পালঙ্ক পড়ে, সোণার তাকিয়ে পড়ে, দুজনাতে শুই, দাসীরা গা দাবে, বাতাস করে; এই সব আমার সাধ হয়; তাই বল্লেন। তাইতে যায়েরা বল্লে, আমরা ছয় যায়ে যে সাধ না খেলাম, ছোট বৌ একলা সেই সাধ খেলে ছোট বৌ বল্লেন, তোমরা ভাই খাবে, আমি তো খাব না—তাইতে এতো সাধ। তার পর বাড়ি এলেন। সাত যায়ে কাজকর্ম্ম কর্‌তে লাগ্‌লেন। এ দিকে নাগেরা চরাট করতে এসে ছোট বৌয়ের সাধের কথা শুনে গিয়ে সেই সাপ দুটি মা মনসাকে প্রণাম করে বল্লেন, মা আজ চরাট করতে গিয়ে শুনে এলাম, বেণে দিদির যায়েরা সবাই

সাধের কথা বল্লেন, দিদি বড় অধিক্ষেপ করে বল্লেন, আমার লেহোড়ের কুলে কেউ নাই, কে সাধ পূরণ করবে। এই ব'লে মনসাকে আদ্যোপান্ত সব কথা বল্লেন, মা দিদিকে একবার আমরা আন্‌বো। তাই শুনে মা মনসা বল্লেন, একবার খেতে খেতে থুয়ে এসেছো, আবার এনে একটি দোষ পাবে, আর খেয়ে ফেল্‌বে ; নরকুলে খোঁটা থাকবে, আর আনতে হবে না। মায়ের কথা শুনে তারা চুপ করে থাকলেন। দু-চারদিন যায়, আবার খোচকান ; এই রকম করে নাগের খোট সামলাতে পারলেন না। মা মনসাকে বল্লেন, এবার আমরা আর দিদিকে খাব না, এবার ছোট সদাগরকে আর দিদিকে এনে দিদির সাধ পূরণ করবো। চিনি কিনলেন, ফেনী কিনলেন, আম কাঁটাল কলা কিনে ভাড়ীর মাথার ভার দিলেন, বোঝার মাথায় বোঝা দিলেন ; দুটি ভাই মনিষ্যির রূপ ধরলেন ; কোথা আছ মাউই, কোথা আছ তাউই, করে সদাগরের বাড়ী গেলেন। ছোট বৌয়ের ভাইদিকে দেখে শাশুরীননদে বলতে লাগলো, নিলেকোড়ের লেহোড় হলো, হপর হপর নিতে এলো, ছিল না ত ছিল না, হ'লতো নিতুই নিতুই। তাই শুনে, সকল লোকে বল্লে, এক জিনিস ফুরোতে না ফুরোতে আবার জিনিস আসছে, মন্দ কি। শাশুড়ী বল্লেন, ছোট বৌমা তোমার ভাইদিকে রাঁধাবাড়া করে খাওয়াও। তাই শুনে তাঁরা বল্লেন, আমরা ভাত খাব না, ফলপঞ্চমী করবো। ছোটবৌ কলা কাঁঠাল আম ছাড়িয়ে, দুধ আউটিয়ে খেতে দিলেন। ভাইরা খেয়েদেয়ে বল্লেন, আমরা ছোট সদাগরকে আর দিদিকে নিয়ে যাবো, মা বলে দিয়েছেন। শাশুড়ী বল্লেন, ছোট বৌ, না কেন, মাথা আঁচড়ো, সিঁদুর পর, তোলার কাপড়খানি বার করে পর। ছোট বৌ মাথা আঁচড়ালেন, সিঁদুর পরলেন, তোলার কাপড়খানি

বার করে পরলেন, ছোট সদাগর পোষাকি কাপড়খানি পরলেন, চাদরখানি গায়ে দিয়ে সবাই মেলে চলে গেলেন। যেখানে মা মনসা শরণ খেলছিলেন, সেই শিশুয়া পর্ব্বতে মায়ের কাছে গিয়ে উঠ্‌লেন। গিয়ে মাকে প্রণাম করলেন, মা ছোট সদাগরকে আর বেণেবিটিকে বল্লেন, বাপুরে আমরা তোমাদের উষ্টি নই গুষ্টি নই, মা নই, মাসী নই, তুমি করেছিলে ডিমের উদ্ধার, তাই তোমার লেহোড়ের সাধ পূর্ণ করবো। ঐ বাড়ী আছে, স্বামীতে তোমাতে থাকগা, যা মনের সাধ আছে, তাই পূর্ণ করগা। দু'জনাতে সেই বাড়ীতে গেলেন; নারাণতেল বিষ্ণুতেল নিয়ে দাসীরা বসে আছে, দু'জনাকে তেল মাখিয়ে দিলে। চৌকিতে বসে দুজনাতে গরম জলে স্নান করলেন। স্বামী পরলেন কাঁচা পাটের জোর, নিজে পরলেন কাঁচা পাটের শাড়ী, ব্রাহ্মণে বিষ্ণু-পূজোর আয়োজন করে দিলেন, দু'জনাতে বিষ্ণুপূজো করলেন। সোণার থালে নানান্ মিষ্টান্ন সামগ্রী দু'জনাতে জল খেলেন। রূপোর পিঁড়ি পড়লো, সোণার থালে এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না, সোণার কটরায় ডাল ঝোল, সোণার গেলাসে জল. দু'জনাতে খেলেন। উনি দেন এঁর মুখে, ইনি দেন তাঁর মুখে, এই রকম করে দু'জনায় খাওয়া হলো. রূপোর ডাবর পড়লো, সোণার ঝারিতে জল দিলে, সোণার খরকেতে দাঁত খুঁটলেন, দু'জনার আঁচান হলো। সোণার বাটায় পান খেলেন। রূপোর পালঙ্কে সোণার তাকিয়ে পড়লো, দু'জনাতে শুলেন, দাসীরা গা হাত পা দাবতে লাগলো। এম্নি করে প্রায় একমাস সাধ পূর্ণ করা হলো। একদিন মা মনসা বেণেবিটিকে ডেকে বল্লেন, পৃথিবীতে সকল দেবতার পূজোর প্রকাশ আছে, আমার পূজো নাই; তুমি আমার পূজোর প্রকাশ করগা; তোমার শশুর গাঁয়ের সদাগর,

তিনি যা করবেন, একথা হ'য়ে সকল লোকে তাই করবে। জ্যৈষ্ঠমাস দশহরা সিজের ডাল পুঁতবে, মনসার বাড়ি পাতবে, গোবরের বেড়া দেবে, তেঁতমেত খাবে। পুরোণ হাঁড়ি ফেলবে, নতুন হাঁড়ি কাড়বে, কেউ চিড়ে খাবে, কেউ রুটি খাবে, কেউ নতুন হাঁড়ির ভাত খাবে, কেউ একজন করবে, কেউ ঘর সহিতে করবে। আবার জ্যৈষ্ঠ যায়, আষাঢ় আসে, সেই সংক্রান্তির দিন সিজের ডাল পুঁতবে, মনসার বাঁড় পাতবে, গোবরের বেড়া দেবে, তেঁতমেত খাবে, পুরোণ হাঁড় ফেলবে, নতুন হাঁড়ি কাড়বে, কেউ চিড়ে খাবে, কেউ রুটি খাবে, কেউ নতুন হাঁড়ির ভাত খাবে, কেউ একজন করবে, কেউ ঘর সহিতে করবে। আবার আষাঢ় মাস প্রথম পঞ্চমী মনসার বাড়ি পাতবে, সিজের ডাল পুঁতবে, গোবরের বেড়া দেবে, তেঁতমেত খাবে, পুরোণ হাঁড় ফেলবে, নতুন হাঁড়ি কাড়বে, কেউ চিড়ে খাবে, কেউ রুটি খাবে, কেউ নতুন হাঁড়ির ভাত খাবে, কেউ একজন করবে, কেউ ঘর সহিতে করবে। এই রকমে মা মনসার পুজোর প্রকাশ হবে, তোমার শশুর ঢেঁড়া দিয়ে গাঁয়ের সকলকে এই কথা জানাবেন, তাহলে এইমতে মনসার পুজো সকল লোকে করবে। এই সব বলে ক'য়ে ভাঁড়ার ঘর ঢুকলেন, কুমড়ো কুড়লেন, যত ধন আঁটলো, তত ধন দিলেন। শাঁখা দিলেন, শাড়ী দিলেন, এক অঙ্গে গহনা ঝালিয়ে দিলেন, আর এক অঙ্গের নতুন নতুন গহনা দিলেন। বিটির মতন বিটিকে দিলেন, জামায়ের মতন জামাইকে দিলেন। ভাইরা চিনি কিনলেন, ফেনী কিনলেন, আম কাটাল কলা কিনলেন, ভাড়ার মাথায় ভাড় দিলেন, বোঝার মাথায় বোঝা দিলেন, দুটি ভাই মনিষ্যির রূপ ধরলেন। বেণেবিটি মা মনসাকে প্রণাম করলেন, সিজের ডাল

হাতে করলেন, মনসার বাড়ি কাঁধে করলেন, ধূপে ধুনোয় অন্ধকার করে সবাই মিলে পৃথিবীতে নামলেন। বুড়ো সদাগর আপনার দরজায় বসেছিলো, মনে করেছে কোন দেবতা আসছে, তাই মনে করে তাড়াতাড়ি করে প্রণাম করতে গেলেন। বৌ বল্লেন, না ঠাকুর আমাকে প্রণাম করো না, আমি তোমার ছোট বৌ, আমি মনসার ভবনে গিয়েছিলাম, আমি সেই ডিমের উদ্ধার করেছিলাম, তাই লেহোড়ের সাধ পূর্ণ করবার জন্যে মা মনসা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি মনসার ভবন থেকে আসছি, সকল দেবতার পূজোর প্রকাশ আছে, মনসার পূজোর প্রকাশ নাই, তাই মা মনসা আমাকে বল্লেন, তোমার শশুর গাঁয়ের প্রধান সদাগর, ঢেঁড়া দিয়ে সকলকে বলে দেবেন, জ্যৈষ্ঠমাস দশহরা সিজের ডাল পুঁতবে, মনসার বাড়ি পাতবে, গোবরের বেড়া দিবে, তেঁতমেত খাবে, পুরোণ হাঁড়ি ফেলবে, নতুন হাঁড়ি কাড়বে, কেউ চিড়ে খাবে, কেউ রুটি খাবে, কেউ নতুন হাঁড়ির ভাত খাবে, কেউ একজন করবে, কেউ ঘর সহিতে করবে : আবার জ্যৈষ্ঠ যায় আষাঢ় আসে, সেই সংক্রান্তির দিন সিজের ডাল পুঁতবে, মনসার বাড়ি পাতবে, গোবরের বেড়া দিবে, তেঁতমেত খাবে, পুরোণ হাঁড়ি ফেলবে, নতুন হাঁড়ি কাড়বে, কেউ চিড়ে খাবে, কেউ রুটি খাবে, কেউ নতুন হাঁড়ির ভাত খাবে, কেউ একজন করবে, কেউ ঘর সহিতে করবে। আবার আষাঢ় মাস প্রথম পঞ্চমী সিজের ডাল পুঁতবে, মনসার বাড়ি পাতবে, গোবরের বেড়া দিবে, তেঁতমেত খাবে, পুরোণ হাঁড়ি ফেলবে, নতুন হাঁড়ি কাড়বে, কেউ চিড়ে খাবে, কেউ রুটি খাবে, কেউ নতুন হাঁড়ির ভাত খাবে, কেউ একজন করবে কেউ ঘর সহিতে করবে। এই রকম করে মনসার পালন করতে হবে ; আমি

এই মনসার বাড়ি আর সিজের ডাল এনেছি, কোথায় রাখতে হবে দেখিয়ে দেন। শ্বশুর জায়গা দেখিয়ে দিলেন, বৌ মনসার বাড়ি সিজের ডাল নামিয়ে রেখে দিলেন, ঐ সকল কথা ঢেঁড়া দিয়ে সকলকে জানালেন। সদাগর করবে শুনে, দেখাদেখি সকল লোকে একশা হয়ে মনসার পালন করতে লাগ্‌লো। জ্যৈষ্ঠমাস দশহরা সিজের ডাল পুঁতলেন, মনসার বাড়ি পাতলেন, গোবরের বেড়া দিলেন, তেঁতমেত খেলেন, পুরোণ হাঁড় ফেল্লেন, নতুন হাঁড়ি কাড়লেন, কেউ চিড়ে খেলেন, কেউ রুটি খেলেন, কেউ নতুন হাঁড়ির ভাত খেলেন, কেউ একজন পাললেন, কেউ ঘর সহিতে পাললেন। জ্যৈষ্ঠ যায় আষাঢ় আসে, সেই সংক্রান্তির দিন কেউ সিজের ডাল পুঁতলেন, মনসার বাড়ি পাতলেন, গোবরের বেড়া দিলেন, তেঁতমেত খেলেন, পুরোণ হাঁড়ি ফেললেন, নতুন হাঁড়ি কাড়লেন, কেউ চিড়ে খেলেন, কেউ রুটি খেলেন, কেউ নতুন হাঁড়ির ভাত খেলেন, কেউ একজন করলেন, কেউ ঘর সহিতে করলেন। আবার আষাঢ় মাস প্রথম পঞ্চমী, সিজের ডাল পুঁতলেন, মনসার বাড়ি পাতলেন, গোবরের বেড়া দিলেন, তেঁতমেত খেলেন, পুরোণ হাঁড়ি ফেললেন, নতুন হাঁড়ির ভাত খেলেন, কেউ একজন করলেন, কেউ ঘর সহিতে করলেন। এই রকমে ধুমধাম করে মনসার পূজো পালন করলেন। নাগ দুইটি ফল দুধ যেমন খান তেমনি খেলেন, পৃথিবীতে মনসার পূজোর প্রকাশ হলো; নাগ দুটি সব দেখ্‌লেন, দিদির কাছে বিদেয় হয়ে মনসার ভবনে গেলেন; মা মনসাকে প্রণাম করে তাঁর পূজোর কথা সব জানালেন; শুনে মা মনসা সন্তুষ্ট হলেন। এই রকমে মনসার পূজোর প্রচার হলো।

যে এই মনসার ব্রত পালন করে তাহার সর্পভয় থাকে না।

শ্রাবণ মাস

লোটন ষষ্ঠীর কথা

এক থাকেন বেণে সদাগর। তাঁর এক ভাই, এক বোন, আর পরিবার, এক বেটা, এই থাকেন। ছোট দেওর বাপের শ্রাদ্ধ করবেন, দুহাঁড়ি দুধ দুকাঁদি কলা এনে ভাজকে বল্লেন, ভাজবৌ। না কেন? কাল বাবার শ্রাদ্ধ করবো, দই পেতে কলা পাকিয়ে রেখো। বোনকে বল্লেন, দিদি! না কেন? কাল বাবার শ্রাদ্ধ করবো, দই পেতে কলা পাকিয়ে রেখো। তাঁরা সব শুনে থাকলেন। দিদি এক বলকের দুধে দই পেতে রাখলেন, তাঁর হাঁড়িটি পূর্ণ হয়ে থাকলো। ভাজবৌ পুরুকরে দুধ আউটিয়ে দই পেতে রাখলেন, তাঁর হাঁড়িতে আধ হাঁড়ি দুধ হলো। তার পরদিন স্নান করে এসে ভাই বল্লে, দিদি! না কেন? দই কলা দাও। দিদি দই কলা বার করে দিলেন। ভাজকে বল্লেন ভাজবৌ! না কেন? দই কলা দাও, ভাজ বার করে দিলেন। দেখে দেওর বল্লেন, দিদির এক কলসী দই হলো, ভাজ বৌয়ের কেন আধকলসী দই হলো? তাইতে ভাজ বল্লেন, আমি ছেলেকে নদি দুধ খাওয়ায়ে থাকি, তাহলে আমার ছেলে মরবে। তপ্তবায়ু বইছিলো, তপ্তখেণ বইছিলো, তাইতে তাঁর ছেলেটি মরে গেল। ছেলেটিকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে সরযূ নদীর তীরে গিয়ে বসলেন, বাড়ীতে ওরা স্নান করে এসে শ্রাদ্ধশান্তি করলেন। বৌ ছেলেকে কোলে করে সারাদিন নদীর তীরে বসে কাঁদতে লাগলেন।

রাত্রি হলো; প্রথম প্রহর রাত্রে রাধাকৃষ্ণের নৌকা এলো, বৌ নৌকাখানি চেপে ধল্লেন; রাধাকৃষ্ণ বল্লেন, তুই পাপিষ্টি, তুই কেন আমার নোকা চেপে ধরেছিস, তোর যে অধিকারী সে পিছু আসছে। তাই বলাতে বৌ নৌকা ছেড়ে দিলেন; তারপর দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে শিবদুর্গার নৌকা এলো, সেই নৌকা বৌ চেপে ধল্লেন, শিবদুর্গা বল্লেন, তুই কেন আমার নৌকা চেপে ধর্‌লি, তোর যে অধিকারী সে পিছুতে আসছে; এই বলাতে বৌ নৌকা ছেড়ে দিলেন। তারপর তৃতীয় প্রহর রাত্রে ধর্ম্মরাজের নৌকা এলো। সে নৌকা বৌ চেপে ধল্লেন ধর্ম্মরাজ বল্লেন, তুই পাপিষ্টি; আমার নৌকা কেন ধল্লি, তোর যে অধিকারী সে পিছু আসছে, তাই শুনে বৌ সে নৌকা ছেড়ে দিলেন। চতুর্থ প্রহর রাত্রে ষষ্ঠীর নৌকা এলো; বৌ সেই নৌকা চেপে ধল্লেন; ষষ্ঠী বাইশ হাত কাপড় পরেছেন; হোলা শাঁখা পরেছেন, দোলা সিঁদুর পরেছেন, কাল বেড়াল বাহন করেছেন, আপন ছেলে পিঠে করেছেন, পরের ছেলেকে কোলে করেছেন, ক'রে বসে আছেন; বৌ নৌকা চেপে ধল্লে। ষষ্ঠী বল্লেন, তুই কি কখন ছেলেকে দুধ কিনে খাওয়াসনি। তাই অমন দিব্যি করেছিলি? এই কথা শুনে বৌ পা জড়িয়ে ধরে বল্লে; আমি করলাম কোণে তুমি কি করে জানলে বনে; তবে তুমিই মা ষষ্ঠী বট, এই বলে পায়ে চুল জড়িয়ে ধরলেন। মা ষষ্ঠী ছেলেকে অমৃতকুণ্ডের জল দিলেন, খার বাহনীর বাতাস দিলেন; ছেলেটি বেঁচে উঠলো। বৌকে বল্লেন, আর কিছুতেই ছেলের দিব্যি করিস্‌নে, তক্ষবায়ু বইছিল, তক্ষখেণ বইছিলো, সেই সময়ে দুধের জন্যে দিব্যি করেছিলি, তাইতে তোর বেটা মরেছিলো; বাড়ি গিয়ে জলের কলসীর পিড়ুলীতে তোর বড়শাসের লোটন আছে, ষষ্ঠী করে সাতটি লোটন পুঁতে রেখেছিলো, সেই পিড়ুলী খুঁড়ে সোনার

লোটন তোলগা, তুলে বামুনকে দিয়ে ষষ্ঠীর পূজো করিয়ে ক্ষীরের লোটন ষষ্ঠীকে দিও, তুমি গোবরের লোটন খেয়ো। এই বলে মা ষষ্ঠীর নৌকা চলে গেলো। সকাল হলে বৌ ছেলেকে নিয়ে স্নান করে বাড়ি গেলেন, ননদ দেওর সবাই দেখে আশ্চর্য্য হলেন, মনে করলেন, মরা বাঁচ্‌ল কেমন করে। বৌ ঘরে এসে জলের পিড়ুলী থেকে সাতটি সোণার লোটন তুলে বামুনকে ডাকিয়ে ষষ্ঠীর পূজো করালেন, ক্ষীরের লোটন ষষ্ঠীকে দিলেন. গোবরের লোটন নিজে খেলেন, হারাণ ধন পেলেন, মলো আবার বাঁচলো, নষ্ট ধনের অধিকারী হলেন, এই ষষ্ঠী করলেন, লুটিয়ে ঘুঁটিয়ে ছেলে বেঁচে থাকলো. ঘরকন্না করতে লাগলেন।

ভাদ্র মাস

চপেটা ষষ্ঠীর কথা

এক বেণে সদাগর; তাঁর এক বেটা, এক বৌ, সাত নাতি। দিন দেখিয়ে পাস্ত অর্ঘ্য দিয়ে একটি পুকুর খোঁড়ালেন, চারটে ঘাট বাঁধালেন, পুকুর প্রতিষ্ঠার দিন দেখালেন, পুকুরে জল উঠলো না দেখে বুড়ো ভাবতে লাগলেন, কাল পুকুর প্রতিষ্ঠার দিন, এখনও জল উঠলো না। এই ভাবতে ভাবতে বুড়োর ঘুম এলো; এমন সময় স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন বলছে তোমার বড় নাতিকে কাঠের কাছে তুমি ধরবে, তোমার বেটা তাকে কাটবে, যেমন রক্তের বিমুখ উঠবে, তেমন জল উঠবে। এই স্বপ্ন দেখে বুড়ো দুঃখিত হলেন, আর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার পরদিন সকাল বেলায় বুড়ো উঠে দুঃখিত হয়ে বসে আছেন, এমন সময় বেটা এসে বাপকে দুঃখিত দেখে মনে করলেন, আজ পুকুর প্রতিষ্ঠার দিন, পুকুরে জল উঠে নি, তাইতে বোধ হয় বাবা ভাবছেন; এই বলে বাপের কাছে গেলেন। বাপ বল্লেন, কাল আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিছি, তাইতে মন ভাল নাই, বড় ভাবনা হয়েছে। এই শুনে বেটা বল্লেন, আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন, আমা হতে হোক, কি আমার বেটা হতে হোক, তাই যাতে আপনার কার্য্য সিদ্ধি হয় তাই করবো। তাই শুনে বুড়ো বেটাকে স্বপ্নের কথা সব খুলে বল্লেন। বেটা শুনে ভারি খুসি হলেন, বল্লেন আমার তো সাত বেটা, না হয় একটা যাবে, আপনার কার্য্যসিদ্ধি যাতে হয়, তাই করবো। এই বলে বেটাকে ডেকে, মিষ্টান্ন পেট ভরে

বেটাকে খাওয়ালেন। তেল হলুদ মাখিয়ে স্নান করালেন, গলায় ফুলের মালা পরলেন, শাড়ী পরালেন, পরিয়ে বেটাকে ডেকে পুকুরে নিয়ে গেলেন। বুড়ো নাতিকে জা'ঠের কাছে ধরলেন, বেটা দা'য়ে করে আপনার ছেলেকে কেটে ফেল্লেন। যেমন কেটেছেন, অমনি রক্তের বিমুখ উঠেছে, আর ফর ফর করে জল উঠতে লাগলো। তাঁরা ছেলেটিকে জা'ঠের কাছে দিয়ে বাড়ী চলে এলেন। বুড়োর অত্যন্ত দুঃখ হলো। জলের মধ্যে দু'টি বুড়ি আছেন, একটির নাম ঘাট, একটির নাম জা'ঠ। ঘাটে জা'ঠে গণ্ডগোল লেগেছে, ঘাট বল্‌ছেন আমার ছেলে, জা'ঠ বল্‌ছেন আমার কাছে ওর বাবা কর্ত্তাধাব' রেখে গিয়েছে, ছেলে আমার। এই রকম গণ্ডগোল করতে করতে মা ষষ্ঠী ছেলেটিকে কেড়ে নিয়ে কোলে করে বসে থাক্‌লেন। এদিকে পুকুরে জল ওঠাতে, সকল আয়োজনপত্র হয়েছিল, পুকুর প্রতিষ্ঠা হলো। ছেলের মা ভোজ রাঁধ্‌ছেন, সেই দিন চাপড়া ষষ্ঠী। বৌ শ্বশুরকে বল্লেন, ঠাকুর আজ আমার চাপড়া ষষ্ঠী, যা লাগবে ঠিক করে দেন। এই কথা শুনে শ্বশুর সাতখানি ধড়া, সাতটি নারকেল, সাতটি বেল, সাতটি তাল, সাতটি পেড়া, সাতটি কলা, সাতটি আম, সাতটি মুড়ির লাড়ু, ঐ সব ঠিক করে বুড়ো আপনার কাছে রাখলেন। বৌ বাঁশের পাতা, তেল হলুদ ধর সূতো, দই ঝিঙ্গে, উষনোচা'লের নৈবিদ্যি, মিষ্টি ইত্যাদি সব ঠিক করলেন। শ্বশুর ভয়ে ভয়ে বল্লেন বৌমা, তুমি প্রতিবার যে পুকুরে ষষ্ঠী পূজো কর, সেই পুকুরে এবারও করগা। তাইতে বৌ বল্লেন, আমি এবার আপনার নতুন পুকুরে ষষ্ঠী পূজো করতে যাবো। তাই শুনে শ্বশুর ভয়ে হালতে লাগলেন; এই বার বৌ নতুন পুকুরে গিয়ে রক্তের কোন দাগ দেখতে যদি পায়, তবে গা আছড়িয়ে পড়ে

কাঁদতে লাগবে, এই কথা মনে করে বুড়ো ভাবতে লাগলেন। বৌ স্নান করে পূজোর জিনিস হাতে করে নতুন পুকুরে গেলেন। যাবার সময় শ্বশুরকে বল্লেন, আমার ছেলে ক'টিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। শ্বশুর ছয়টি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। মা ঘাটে ষষ্ঠীর পূজো করলেন, পূজো হলে ঝিঙ্গের বোঁটাতে ধর সুতো বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিলেন. সেই ধর সুতো দেখে, ছেলেকে মা ষষ্ঠী বল্লেন. ঐ দেখ তোমার মা, জলে ধর সুতো ভাসিয়ে দিয়েছে, তুমি সেই সুতো ধরে মায়ের কাছে যাও। সেই ধর সুতো ধরে মা ষষ্ঠী ছেলেকে মায়ের কোলের কাছে ভাসিয়ে দিলেন। মা ছেলে দেখে ছেলেকে বল্লেন, বাবা তুমি এখানে কি করে এলে। তাইতে ছেলে, বল্লেন, মা পাহাড়ে চল, সকল কথা বলবো। মা কাপড়ের টেবে করে ছেলের মাথা গা সব মুছিয়ে দিলেন। পাহাড়ে গিয়ে মা বেটাকে বল্লেন, বাবা আমাকে সকল কথা বল। তাই শুনে বেটা বল্লেন, আমার বাবা আজ আমাকে পেট ভরে মিষ্টান্ন খাওয়ায়ে, তেল হলুদ মাখিয়ে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে, শাড়ী পরিয়ে, জাঠের কাছে কর্ত্তাবাবা ধরলেন, বাবা দা'য়ে করে কাটলেন। যেমন রক্তের বিমুখ উঠলো, তেমনি পুকুরে জল উঠে পড়লো, তখন বাবা, কর্ত্তাবাবা বাড়ী গেলেন। তার পর জলের ভিতরে দুই বুড়ী ছিল, তারা গণ্ডগোল করতে লাগলো। এক বুড়ী বল্লে—আমার ছেলে, আর এক বুড়ী বল্লে—আমার ছেলে, ছেলের কর্ত্তাবাবা আর বাবা আমাকে দিয়ে চলে গেল, ও ছেলে আমার। এই রকম করে গণ্ডগোল করতে করতে এক বুড়ী আমাকে কোলে করে বসে থাকলো। তুমি এসে ষষ্ঠী পূজো করে ঝিঙ্গের বোঁটায় ধর সুতো বেঁধে ভাসিয়ে দিলে, আর সেই ধর সুতো ধরে আমাকে তোমার কোলের কাছে ভাসিয়ে দিলে।

ঐ সব শুনে মা অসন্তুষ্ট হলেন না ; বল্লেন, শ্বশুরের কার্য্য সিদ্ধি হলো, আমিও ছেলে পেলাম। এই বলে ছেলেগুলিকে আগে আগে নিয়ে বাড়ি গেলেন। বাড়ি এসে শ্বশুরকে বল্লেন, ঠাকুর আমার ছেলের জন্যে কি রেখেছেন দেন। শ্বশুর ভয়ে হাসতে হাসতে মনে করলেন, সাত সাত সকল ফল আছে, একটি ছেলে নাই ; এইবার বৌ জানতে পেরে, গা আছড়িয়ে পড়ে কাঁদবে। এই ভাবতে ভাবতে সাত খানি খড়া ফেলে দিলেন, সাতটি ছেলেতে কুড়িয়ে পরলেন। সাতটি নারকেল ফেলে দিলেন, সাতটি ছেলেতে কুড়িয়ে নিলেন। সাতটি বেল ফেলে দিলেন, সাতটি ছেলেতে কুড়িয়ে নিলেন। সাতটি তাল ফেলে দিলেন, সাতটি ছেলেতে কুড়িয়ে নিলেন। সাতটি পেড়া ফেলে দিলেন, সাতটি ছেলেতে কুড়িয়ে নিলেন। সাতটি কলা ফেলে দিলেন, সাতটি ছেলেতে কুড়িয়ে নিলেন। সাতটি আম ফেলে দিলেন, সাতটি ছেলেতে কুড়িয়ে নিলেন। সাতটি মুড়ির লাড়ু ফেলে দিলেন, সাতটি ছেলেতে কুড়িয়ে নিলেন। বুড়ো আশ্চর্য্য হলেন, আমি একটি ছেলেকে জা'ঠের কাছে কেটে এলাম, তবে সাত সাত যা ফেলে দিলাম, সবগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিলে কেমন ক'রে ? এই ভেবে বুড়ো একগাছি নড়ি দিয়ে এক একটি গুণলেন তো সাতটি ছেলে হলো। তখন শ্বশুর বৌয়ের পায়ের কাছে প্রণাম করতে গেলেন, মা আমি জা'ঠের কাছে তোমার ছেলেকে কেটে এসেছি, তুমি সে ছেলে কেমন করে পেলে ? তাইতে, বৌ বল্লেন, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি ছেলে পেলাম। আপনার কার্য সিদ্ধি হলো, আমিও ছেলে পেলাম, এই বলে বৌ শ্বশুরকে প্রণাম করলেন। শ্বশুর সন্তুষ্ট হয়ে বৌকে বেটাকে সাত নাতিকে আশীর্ব্বাদ করলেন। বৌ জল খেলেন, পিঠেলির চাপড়া গড়িয়ে তাই সিদ্ধ করে ষষ্ঠীকে দিলেন; নিজে খেলেন, ছেলেপিলেকে দিলেন, এই রকম করে ছেলে পিলে নিয়ে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

ভাদ্র মাস

লক্ষ্মীর কথা

এক থাকেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মা আর বেটা, বেটার এখনও বিয়ে হয় নাই। এক থাকেন রাজা; ব্রাহ্মণ প্রত্যহ রাজসভায় যান। তাঁহার মা একদিন বল্লেন, বাবা, আমাদের বড়ই দুঃখের দশা, এক দিন রাজসভায় যাও, তিনি যদি একটি টাকা দেন, তবু আমাদের দশদিন যায়। তাইতে ব্রাহ্মণ বল্লেন, মা আমি প্রত্যহ রাজসভায় যাই, যে আমার দশা, মালের মত পইতা, ছিট বস্ত্র, ইহাতে রাজা আমাকে চিন্‌বেন কেমন করে। এই বলে ব্রাহ্মণ বল্লেন, আজ মা যেতে বলেছেন, একবার গিয়ে দে'খি যদি কিছু পাই। আজ ব্রাহ্মণ রাজসভায় আবার গেলেন, গিয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে—মহারাজ আশীর্ব্বাদ, মহারাজ আশীর্ব্বাদ, চা'র বার বল্লেন, তাতে রাজা একবার ফিরেও তাকালেন না; অন্ত লোকের সঙ্গে কথা কইছেন, হাসছেন, ব্রাহ্মণকে কথা কইলেন না। ব্রাহ্মণ একটু বসে অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে উঠে এলেন। মা বল্লেন, রাজা কি বলেছেন। তাইতে ব্রাহ্মণ বল্লেন, আমি গিয়ে আশীর্ব্বাদ করলাম, কিন্তু রাজা ফিরেও তাকালেন না, অন্ত লোকের সঙ্গে হাসছেন, কথা কইছেন, আমাকে কথা কইলেন না। মা এই কথা শুনে পাঁচ গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে কাপাসের তুলো ভিক্ষে করে আন্‌লেন। সেই কাপাসটুকু ডল্লেন, ফুদলেন, চরকা দিয়ে সুতো কাটলেন, একটু সুতো নিয়ে পৈতে তুল্লেন, আর সব সুতোতে ধুতি ফোতা বোন্‌বার জন্যে তাঁতী বাড়ীতে দিলেন, কাপড়

বোনা হলে, তাঁতী বাড়ী থেকে কাপড় আন্‌লেন, কাপড়খানি কেচে দিলেন, ব্রাহ্মণ স্নান করে কাপড়খানি পরলেন, কোতাখানি গায়ে দিলেন, আহ্নিক করে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা পরলেন, পৈতে-গাছটি পরলেন, পরে রাজসভায় গেলেন, ব্রাহ্মণ গিয়ে দাঁড়াবা মাত্র আজ রাজা প্রণাম কর্‌লেন। তাইতে ব্রাহ্মণ বল্লেন, বাপ কাপাস। তাই শুনে রাজা বল্লেন, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে আশীর্ব্বাদ করতে জান না। তাইতে ব্রাহ্মণ বল্লেন, মহারাজ, আমি প্রত্যহ আপনার রাজসভায় আসি, আমার মাদের মত পৈতে আর চিট বস্ত্র দেখে আপনি চিন্‌তে পারেন না, সকলের সঙ্গে হাসেন, কথা কন, আমাকে কথা কন না; আজ আমি কাপড় পরে এসেছি তাই আপনি প্রণাম কল্লেন, তাইতে 'বাপ কাপাস' বল্লাম, কাপড়েরই তো মান হলো। এই কথা শুনে রাজার লজ্জা হলো, রাজা বল্লেন, ব্রাহ্মণ কাল এসো। ব্রাহ্মণ বাড়ি এসে মাকে বল্লেন মা রাজাকে আজ বড় কটু কথা কয়ে লজ্জা দিয়ে এসেছি। মা বল্লেন, রাজা আজ কি বলেছেন। ব্রাহ্মণ বল্লেন, আজ আমাকে রাজা প্রণাম করেছেন, তাইতে আমি 'বাপ কাপাস' বল্লাম, রাজা বল্লেন, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আশীর্ব্বাদ করতে জান না; তাইতে আমি বল্লেম, মহারাজ, আমি প্রত্যহ এই রাজসভায় আসি, আমি চিট বস্ত্র পরে আসি তাইতে আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেন না, আজ কাপড় পরে এসেছি, তাই প্রণাম কর্‌লেন। এই কথা শুনে রাজার লজ্জা হয়েছে; রাজা বল্লেন, ব্রাহ্মণ, কাল এসো। তার পর দিন ব্রাহ্মণ মনে করলেন, রাজার জন্য কি নিয়ে যাবো, পাঁচ বাগান বেড়িয়ে চাঁপার ফুল তুলে এনে কলার পাতের ঠোঙায় বেঁধে শিকেয় রাখলেন। সকাল করে স্নান আহ্নিক সেরে কাপড়খানি প'রে, এই কোতাখানি গায়ে দিয়ে একটি গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁট

ফুলের ঠোঙাটি হাতে করে মাকে বলে রাজবাড়ি গেলেন রাজবাড়ির বা'র দরজার খোঁটরে একটি পেঁচা বসেছিল। সে বল্লে, ব্রাহ্মণ তুমি কি নিয়ে যাও? ব্রাহ্মণ বল্লেন, আমি রাজার জন্যে চাঁপার ফুল নিয়ে যেছি। তাই শুনে পেঁচা বল্লে, আমাকে দাও, পরি। ব্রাহ্মণ ফুল কয়টি পেঁচাকে দিলেন। পেঁচা ফুলকয়টি পেয়ে, কাণে কপালে পরে উলুকভুলুক করে নেচে বল্লে, ব্রাহ্মণ কাল এসো। তার পর দিন ব্রাহ্মণ পাঁচ গোয়াল বাড়ি গিয়ে পাঁচ পোয়া দুধ ভিক্ষে করে আনলেন, ময়রা বাড়ি গিয়ে একটু চিনি চেয়ে আনলেন, মাকে বল্লেন মা, আমাকে এই দুধের চাঁছি করে দাও, রাজার জন্যে নিয়ে যাবো। মা দুধের চাঁছি করে দিলেন। ব্রাহ্মণ সকাল করে স্নান আহ্নিক সেরে ধুতিখানি পরলেন, যোতাখানি গায়ে দিয়ে একটি গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা পরে, কলার পাতের ঠোঙাতে করে চাঁছি নিয়ে রাজবাড়ি গেলেন, রাজবাড়ির বা'র দরজায় পেঁচা বসেছিল, বল্লে ব্রাহ্মণ রাজার জন্যে কি নিয়ে যাও, ব্রাহ্মণ বল্লেন, রাজার জন্য চাঁছি নিয়ে যাচ্ছি। তাই শুনে পেঁচা বল্লে, আমাকে দাও খাই। ব্রাহ্মণ চাঁছিটুকু পেঁচাকে দিলেন। পেঁচা চাঁছিটুকু ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে বল্লে, এ ত বড়ই মিঠে জিনিস; ব্রাহ্মণ কাল এসো। তাই বলে সেই দরজা হতে ব্রাহ্মণকে বিদেয় কল্লে, ব্রাহ্মণ বাড়ি এসে মাকে বল্লেন, রাজা বলেছেন, কাল এসো। তার পর দিন ব্রাহ্মণ বারুই-বাড়ি গেলেন, গোটাকতক পান আনলেন, বেনের দোকানে গিয়ে কিছু মশলা চেয়ে আনলেন; মাকে বল্লেন, ভাল করে চুণ খয়ের দিয়ে রাজার জন্যে পান সুতো করে দাও। মা সাতরটি পানের খিলি করে পান

সজ্জি করে দিলেন। ব্রাহ্মণ স্নান আহ্নিক সেরে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা পরে, ধুতি পরলেন, কোতাখানি গায়ে দিয়ে পানের ঠোলাটি হাতে করে রাজবাড়ি গেলেন, রাজবাড়ির বা'র দরজায় পেঁচা বসেছিল, বল্লে, ব্রাহ্মণ তুমি রাজার জন্য কি নিয়ে যাও। ব্রাহ্মণ বল্লেন, রাজার জন্যে পান নিয়ে যাচ্ছি, তাই শুনে পেঁচা বল্লে, আমাকে পানের খিলি দাও, খাই। ব্রাহ্মণ পানের খিলির ঠোলাটি পেঁচাকে দিলেন। পেঁচা ঠুক্‌রিয়ে ঠুক্‌রিয়ে খেয়ে পানের পিকে, গা লাল হয়ে গেল। তখন পেঁচা নিজের গা পানে তাকিয়ে দেখে বল্লেন, আমি ব্রহ্মহত্যা কর্‌লাম, ব্রাহ্মণের রক্ত খেলাম, এ পাপ আমার কিসে যাবে। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর কাছে না গেলে আর এ পাপ যাবে না, এই বলে ব্রাহ্মণকে বল্লে, তোমার বাড়ি রাজা কাল যাবেন, তোমার চর্‌কা কেথা, ধুকুরি, ছুতো হাঁড়ি সব গৃহস্থদের বাড়িতে সরিয়ে রাখ্‌বে। বাড়ি থেকে নাছ পর্যান্ত গোবরে কাল ক'রো, এলুনিতে ধলো ক'রো, নতুন কানি বেতের কাঠা ঠিক করে রাখ্‌বে, রাজা কাল তোমার বাড়ি যাবেন। এই শুনে ব্রাহ্মণ বাড়ি গিয়ে মাকে সব বল্লেন, কেঁথা চরকা ছুতো হাঁড়ি সব সরালেন, সাতপুকুরের একটি বর ঝারলেন, চাটি ধান বেরুলো, নাছে থেকে বাড়ি থেকে গোবরে কাল করলেন, এলুনিতে ধলো করলেন, নতুন কানি, বেতের কাঠা ঠিক করে রাখলেন, পাঁচ বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করে একপোয়া আতপ দুই খানি পাটালি, আদা বিউলি এনে সরাতে করে ঠিক করে রাখ্‌লেন। এদিকে পেঁচা বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর কাছে গেলেন। গিয়ে মাকে বল্লেন, মা, আমি ব্রহ্মহত্যা করেছি, ব্রাহ্মণের

রক্ত খেয়েছি, আপনাকে একবার পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের বাড়ী যেতে হবে। তাই শুনে লক্ষ্মী বল্লেন, আমি পৃথিবীতে যেতে পারবো না। পেঁচা বল্লেন, না মা, একবার যেতেই হবে, না গেলে আমার এ পাপ যাবে না। লক্ষ্মী বল্লেন, পৃথিবীতে নরলোকে পাঁচটা মেয়েতে কুকুরকুণ্ডুলি করবে, তা আমি সইতে পারবো না। আবার পাঁচটা মেয়েতে দুপুর বেলায় কাপাস ডলবে, তা আমি সইতে পারবো না। পাঁচটা মেয়েতে দুপুর বেলায় মাঝ দুয়ারে বসে মটমট করে উকুন মারবে, তা আমি সইতে পারবো না। আবার দুপুর বেলা কটকট করে কলাইভাজা খাবে, তা আমি সইতে পারবো না। দুপুর বেলা কাঁকাঁ করে ঘানি ডাকবে, তা আমি সইতে পারবো না। তাইতে পেঁচা বল্লে, কেউ কিছু করবে না, তোমাকে একবার যেতে হবে। বাক্যের খোঁট, সামলাইতে পারলেন না। পেঁচা লক্ষ্মীকে কাঁধে করে পৃথিবীতে আসছেন; আসতে আসতে পাঁচটা মেয়েতে কুকুরকুণ্ডুলি করে ঝগড়া করছে; তাই শুনে পেঁচাকে লক্ষ্মী বলছেন, পেঁচা, ঐ দেখ, পাঁচটা মেয়েতে কুকুরকুণ্ডুলি করছে। পেঁচা বল্লে, মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই কাণে আচ্ছাদন দাও। আবার কতকদূর গিয়েছেন; দুপুর বেলা কাপাস ডলছে; তাই শুনে লক্ষ্মী বলছেন—ঐ দেখ পেঁচা, যা আমি সইতে পারি না, তাই শুনাতে হলো। পেঁচা বল্লেন, মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই কাণে আচ্ছাদন দাও। আবার কতকদূর গিয়েছেন, দুপুর বেলা পাঁচটা মেয়েতে পা ছড়িয়ে মাঝ দুয়ারে বসে মটমট করে উকুন মারছে, কটকট করে কলাইভাজা খাচ্ছে। তাই শুনে লক্ষ্মী বল্লেন, ঐ দেখ

পেঁচা, আমি যা সইতে পারি না—তাই। পেঁচা বল্লেন, কি কর্বে মা, মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই কাণে আচ্ছাদন দাও। আবার কতকদূর গিয়েছেন, দুপুর বেলা হড় হড় করে কলাই ভাঙছে, ক্যাঁ ক্যাঁ করে ঘানি ডাকছে। লক্ষ্মী বল্লেন, ঐ দেখ পেঁচা, আমি যা সইতে পারি না, তাই শুনতে হলো:—তাইতে বলেছিলাম, পৃথিবীতে যাবো না, তুমি নিয়ে এলে। পেঁচা বল্লেন, মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই কাণে আচ্ছাদন দাও। এই রকম করে পেঁচা লক্ষ্মীকে এনে ব্রাহ্মণের বাড়িতে মধ্য মেজেতে যেখানে এলুনি দেওয়া ছিল, সেইখানে পীঁড়ির উপরে মা লক্ষ্মীকে বসালেন। ব্রাহ্মণ গলায় বস্ত্র দিয়ে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণের মা, আগে থেকে স'রে গিয়ে এক গৃহস্থের বাড়িতে বসে আছেন, একবার একবার উঁকিঝুঁকি মারছেন। ব্রাহ্মণ যে সকল পূজোর জিনিস ঠিক করে রেখেছিলেন, তাই দিয়ে লক্ষ্মীর পূজো করলেন। স্তবস্তুতি করে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণের পূজোতে স্তবস্তুতিতে লক্ষ্মী তুষ্ট হলেন, ব্রাহ্মণ সেদিন প্রসাদী আতপ কয়টি খেয়ে বারকরে থাকলেন; রাত্রিতে লক্ষ্মীকে আগলে ব্রাহ্মণ শুয়ে থাকলেন: কতক রাতে লক্ষ্মী পেঁচাকে বলছেন, পেঁচা আমাকে কি খাওয়ালে, আমার পেট গরগর করছে। পেঁচা বল্লেন, মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই কোণ চেপে বোসো। লক্ষ্মী তুই কোণে চেপে বসলেন, তুই দিকে দুটো রাম লক্ষণ বাথার হলো। আবার কতক রাতে লক্ষ্মী বলছেন, পেঁচা আমাকে কি খাওয়ালে, আমার গা নেকার নেকার করছে; তাইতে পেঁচা বল্লেন, মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই কোণে উদ্গার

কর। লক্ষ্মী দুই কোণে উদ্‌গার করলেন, চুণি মুক্তো প্রবাল এই সব হলো। আবার শেষ রাতে ভোরের সময় লক্ষ্মী পেঁচাকে ডাকছেন, পেঁচা তুমি ওঠ, আমাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলো. দিন হলে আমাকে নরলোকে দেখতে পাবে, এই সময়ে আমি যাব। তাই শুনে পেঁচা বল্লেন, ব্রাহ্মণ উঠুন, তাঁকে বর দেন, সুদৃষ্টিতে তাকান,—তবে নিয়ে যাব। পেঁচা ব্রাহ্মণকে ডাকলেন; এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাকে ব্রাহ্মণ উঠলেন; হাত মুখ ধুয়ে কাচা কাপড় প'রে এসে, লক্ষ্মীকে মুখ ধোয়ালেন, স্তবস্তুতি করলেন, গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করলেন। পেঁচা বল্লেন, মা এইবার ব্রাহ্মণকে বর দেন। লক্ষ্মী বল্লেন, আমি শঙ্খে আছি, চক্রে আছি, গদায় আছি, পদ্মে আছি, এক অংশ ব্রাহ্মণে আছি, এক অংশ রাজাতে আছি। তামাক করো না, অহঙ্কার করো না, দুঃখী দেখে খেতে দিও, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিও, রুখু মাথায় তেল দিও। পেঁচা বল্লেন, মা লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণেরে একবার সুদৃষ্টিতে তাকান। লক্ষ্মী সুদৃষ্টিতে তাকালেন, ব্রাহ্মণের ওঁ'র চৌরি দক্ষিণ দুয়োরি বাড়ি হ'ল, দাসদাসী গো-মহিষ হ'ল, দীঘি সরোবর করতে লাগলো, ব্রাহ্মণের দুঃখের দশা গেল। ব্রাহ্মণের মা, গৃহস্থের বাড়ি থেকে টুকি মারতে লাগলেন; বেটার চোখে চোখ পড়ায় বলতে লাগলেন, আমি এমন কুপুত্র পেটে ধরেছিলাম যে, তালপাতের টাটি ছিল, ভেরেণ্ডার খুঁটি ছিল, তাও রাজা নিয়ে গেল। তাই শুনে ব্রাহ্মণ বল্লেন, মা, রাজা আমাদিগকে সব দিয়ে গিয়েছেন, চরকা ছুতো হাঁড়ি কেঁথা সব ফেলে দিয়ে বাড়ি এসো। এদিকে লক্ষ্মী পেঁচার পিঠে আরোহণ করে বৈকুণ্ঠে গেলেন। ব্রাহ্মণের মা বাড়ি এলেন। ব্রাহ্মণ মাকে বল্লেন, আমি লক্ষ্মীর ভোগ দেব, তুমি স্নান করে এসে ভোগ

রাঁধ, আমি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করে আসি। এই বলে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করতে গেলেন; মা স্নান করে এসে ভোগ রশুই করলেন; ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীর ভোগ দিলেন; ব্রাহ্মণভোজন হলো, মেয়ে ছেলে অনেক লোকের খাওয়া হলো। যাচন্ত কন্যা এনে বিয়ে করলেন। মাকে পরিবারকে বল্লেন, দেমাক করো না, অহঙ্কার করো না, দুঃখী দেখে খেতে দিও, নিবস্ত্রকে বস্ত্র দিও, রুখু মাথায় তেল দিও, লক্ষ্মী ঘরে অচলা হয়ে থাকবেন। এই সব শিখালেন। কতক দিন পর ব্রাহ্মণের ছেলেপিলে হলে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

এই কথা যে শোনে যে কয়, তার দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডন হয়। শঙ্খে আছি, চক্রে আছি, গদায় আছি, পদ্মে আছি, এক অংশ ব্রাহ্মণে আছি, এক অংশ রাজাতে আছি, এই বলে প্রণাম করতে হয়।

আশ্বিন মাস

জলাধার-কথা

আশ্বিনমাস কৃষ্ণপক্ষ নবমী তিথি, মা ভগবতী বড় দিদি বোধনকে বলছেন, পৃথিবীতে নরলোকে আমার নাম করছে কি না, তুমি গিয়ে দেখে এসে আমাকে বলবে। এই কথা শুনে বোধন নবমীর দিন ঘটে আরোহণ করে পৃথিবীতে এলেন; ঢাক ঢোল বাজিয়ে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে, ধূপধুনা দিয়ে ব্রাহ্মণে আনলেন; ঘরের কোণে বসে থাকলেন: নানা উপচারে বোধনের পূজো হলো; যার যেমন সাধ্য সে তেমন পূজো দিতে লাগলো; বলিদান হলো, চণ্ডী শুনতে লাগলেন, হোম হলো, এই রকম করে প্রত্যহ পূজো খেয়ে চণ্ডী শুনে সব ভুলে গেলেন। মা ভগবতী ছোট দিদি চতুর্থীকে বলছেন, বড় দিদিকে পৃথিবীতে দেখতে পাঠালেম, তিনি ত এলেন না, ছোটদিদি. তুমি একবার পৃথিবীতে গিয়ে দেখে এস, নরলোকে আমার নাম করছেঁ কি না। তাই শুনে শুক্লপক্ষের চতুর্থীর দিন. চতুর্থীঠাকরুণ পৃথিবীতে আসছেন। আসতে আসতে প্রথমে শাঁকারিবাড়ি এসে শাঁকারিকে বল্লেন. আমাকে একজোড়া শাঁকা দাও। তাতে শাঁকারি বল্লেন, এ সব শাঁকা দেবার যো নাই, এ শাঁকা মা দুর্গার। তাই শুনে ফিরে এসে বেণের দোকানে গিয়ে বল্লেন, আমাকে কিছু পানমশলা ঝালমশলা সিঁদূর দাও৷ দোকানী বল্লেন, এ সব জিনিস দেবার যো নাই, মা দুর্গার জন্যে এনেছি। তাই শুনে চতুর্থী বলছেন, আ মর, যেখানে যা চাইছি, সেই বলছে মা দুর্গার জিনিস, আমার নাম তো

কেউ করে না। আবার ময়রাবাড়ি গেলেন, আমাকে এক-খানি সন্দেশ দাও। ময়রা বল্লে, এ সন্দেশ মা দুর্গার, ইহা দেবার যো নাই। তার পর কাপড়ের দোকানে গেলেন, আমাকে একখানি কাপড় দাও। কাপুড়ে বল্লে, এ কাপড মা দুর্গার জন্যে এনেছি, এ কাপড় দেবার যো নাই। আবার বাসনের দোকানে গেলেন, গিয়ে বল্লেন, আমাকে কিছু বাসন দাও। তারা বল্লে, আমরা এ বাসন মা দুর্গার জন্যে এনেছি, ইহা দেবার যো নাই। এই রকম করে যার দোকানে চাইতে যান, তিনিই বলেন, মা দুর্গার জিনিস। তাইতে চণ্ডী বল্লেন, আ মর, পোড়ামুখোরা আমার নাম কেউ করে না, খালি মা দুর্গা মা দুর্গা করছে। এই বলে যার বাড়িতে মা দুর্গার পূজো হবে, বোধন এসেছে, সেই বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে দেখলেন, দুয়োরে সিঁদুর তেল আর খড়ি গিরি দিয়ে এলুনি দেয় নাই। তাই দেখে বল্লেন, আ মর, বেটাখাগরা বেটার গলা কেটে একটু রক্ত বার করে দুয়োরে দিতে পারে নাই, এলুনি দিতে পারে নাই। ঢাক ঢোল বাজিয়ে ধূপধূনা দিয়ে চারখানি ডালে লাল কাপড় পরিয়ে ব্রাহ্মণে নিয়ে এসে, ঘরে চৌকির উপরে বসালেন, পূজা হলো, রাত্রে ভোগ খেয়ে ভগবতীর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে বল্লেন, পৃথিবীতে গেলাম, সবাই মা দুর্গা দুর্গা করছে; যে দোকানে যে জিনিস চাইতে গেলাম, সেই আমাকে কিছু দিলে না; সবাই বলছে, এই জিনিস মা দুর্গার, দেবার যো নাই, আমার নাম কেউ করছে না। বড় দিদি গিয়ে এক কোণে বসেছেন, আর মজা করে পূজো খাচ্চেন, চণ্ডী শুনছেন, তিনি তো এলেন না। তাই শুনে ভগবতী হাস্য করলেন। ষষ্ঠীর দিন শিবের কাছে বিদায় নিয়ে গোধূলি লগ্নে

মানের পাতায় নয়খানি ডালে আরোহণ করে বাদ্যভাণ্ড করে ধূপধূনা দিয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে পৃথিবীতে এলেন, ডালে গন্ধ হ'ল। তার পরদিন সপ্তমী পূজো; ঘটে আরোহণ করে মা ভগবতীকে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আনা হ'ল; যথাসাধ্য নানান্ ফলমূল নৈবেদ্য পক্কান্ন ভোগ হ'ল, ষোড়শ উপচারে পূজো হ'ল, বলিদান হ'ল, স্তবপাঠ, সহস্রনাম পাঠ, হোম ইত্যাদি নানা উপচারে পূজো হ'ল, কুমারী পূজো হ'ল, ব্রাহ্মণভোজন হ'ল, এই রকমে সপ্তমী পূজো নির্ব্বাহ হ'ল। সন্ধ্যার সময়, নানাবাদ্য সহকারে আরতি হ'ল, পরে নানারকমে ফলমূল মিষ্টান্ন দ্বারা মায়ের জলযোগ হ'ল, রাত্রে লুচি সন্দেশ ক্ষীর ইত্যাদি পাকি ভোগ হ'ল, ব্রাহ্মণভোজন হলো। তার পরদিন মহাষ্টমী; অষ্টমীর পূজো হ'ল; সন্ধিপূজো, ষোড়শ উপচারে পূজো, ভোগ বলিদান হ'ল, কুমারী পূজো, ব্রাহ্মণভোজন হ'ল, সন্ধ্যার সময় নানাবাদ্য সহকারে মায়ের আরতি হ'ল, জলযোগ হ'ল, রাত্রে পাকি ভোগ হলো, ব্রাহ্মণভোজন হ'লা। পরদিন মহানবমী; ষোড়শ উপচারে মায়ের পূজো হলো, মহানৈবেদ্য চিনির আমান্ন পক্কান্ন মিষ্টান্ন পাকি ভোগ হ'ল, বলিদান হ'ল, স্তবপাঠ, সহস্রনামপাঠ, চণ্ডীপাঠ হ'ল, কুমারীপূজো ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'ল, হোম হয়ে পূর্ণাহুতি হ'ল, সন্ধ্যার সময় নানাবাদ্য সহকারে মায়ের আরতি হ'ল, জলযোগ হ'ল, রাত্রে পাকি ভোগ হয়ে ব্রাহ্মণভোজন হ'ল। পরদিন বিজয়াদশমী; মায়ের পূজো হ'ল, চিড়েদই আচার সিদ্ধি, মিষ্টান্ন পক্কান্ন ইত্যাদি মায়ের ভোগ হ'ল, পিঠেলির আরতি হ'ল, ব্রাহ্মণের বাড়িতে কাঁচি ভোগের সঙ্গে পাঁন্নবট্টি অন্ন, বোঙ্গাটুনি পোড়া, রাঙান'টের শাকের আচার দিয়ে অম্বল, এই খেয়ে মায়ের যাত্রা হ'ল। সাঁইয়ে বাঁশে করে

বেহারার কাঁধে মা কৈলাসে চল্লেন। বেহারারা মদ মাস খেয়ে ঢলতে ঢলতে যেয়ে মালীর মালঞ্চে পড়লেন ; মালী মালঞ্চ দিয়ে ঢাকলে। আবার কতকদূর যেতে যেতে কুমোরের কুমোরশালে গিয়ে পড়লেন ; কুমোর কুমোরশাল দিয়ে ঢাকলে। আবার কতকদূর যেতে যেতে নাপিতের ভাঁড়ে গিয়ে পড়লেন ; নাপিত ভাঁড় দিয়ে ঢাকলে। আবার কতকদূর যেতে যেতে জেলের জালে গিয়ে পড়লেন ; জেলে জাল দিয়ে ঢাকলে। আবার কতকদূর যেতে যেতে ধোবার পাটে গিয়ে পড়লেন ; ধোবা পাট দিয়ে ঢাকলে। এইবার কৈলাসপর্ব্বতে গিয়ে বেহারারা মাকে শিবের কাছে দিয়ে বাড়ি এলো। তেত্রিশকোটি দেবতা চালিতে এসেছিলেন ; তাঁরা সকলে বল্লেন, মা ভগবতী পৃথিবীতে গিয়েছিলেন, মদ মাস খেয়েছেন, বেহারার কাঁধে চড়েছেন, মাকে একবার পরীক্ষা নিতে হবে। ভগবতী বল্লেন, আমার পরীক্ষা নেও, আমি পরীক্ষা দিচ্ছি। এই বলে' একখান আগুর কলার পাতে, কলার মুজ মুখে দিয়ে বমি করলেন ; বমির সঙ্গে আতপ চাল মটরের দাল, তিল ঘৃত বিল্বপত্র, মিষ্টান্ন পক্কান্ন, পাঁয়ষট্টি অন্ন, ব্যেঙ্গাটুনি পোড়া, রাঙ্গানটের শাকের আচার দিয়ে অম্বল, এই কয়টি জিনিস বমির সঙ্গে বেরুলো। তখন ভগবতী দেবতাদিকে বল্লেন, দেখুন, আপনারা যেমন যজ্ঞস্থলে যা খেয়েছেন, আমিও তাই খেয়েছি ; তবে আমার বারতি খাওয়ার মধ্যে কেবল পাঁয়ষট্টি অন্ন, ব্যেঙ্গাটুনি পোড়া, রাঙ্গানটের শাকের আচার দিয়ে অম্বল, এই খেয়েছি। এই কথা শুনে আর বমি দেখে দেবগণ লজ্জিত হলেন ; সকলেই বল্লেন, ভগবতীর দোষ নাই। এই বলে শিবের বামে ভগবতীকে বসিয়ে দিলেন ; দেবগণ আপন আপন বাহনে চ'ড়ে আপন আপন স্থানে গেলেন।

কার্ত্তিক মাস

যমপুকুরের কথা

উদ্ধনার মা রুক্মিনী, গাঁয়ের ওরে ঘরখানি, মাটি বেটাটি বৌটি থাকেন। শাশুড়ী বৌকে বল্‌ছেন, বৌ,—না কেন,—গৃহস্থদের বাড়ি থেকে আগুন আনগা। গৃহস্থরা যমপুকুরের ব্রত কর্‌ছে, কথা শুন্‌ছে; বৌ গিয়ে একটু আগুন চাইলেন। তারা বল্লে, আমরা এখন উঠবো না, ব্রত করছি, কথা শুন্‌ছি। তাই শুনে বৌ বল্লেন, এ ব্রত কর্‌লে কি হয়। গৃহস্থরা বল্লে এই ব্রত কর্‌লে ধর্ম্ম হয়, পুণ্যি হয়, জেয়ন্ততে মাছ ভাত খায়, মরলে স্বর্গে যায়। তাই শুনে বৌ বল্লে, আমিও ঐ রত কর্‌বো। গৃহস্থরা বল্লে, তোর শাশুড়ী দুরন্ত দস্থি, তোকে আর কর্‌তে হবে না। তাতে বৌ মান্‌লেন না, তাঁদিকে বল্লেন, আমি লুকিয়ে কর্‌বো, শাশুড়ীকে বলবো না। গৃহস্থরা প্রথমে পুকুর খুঁড়িয়ে দিলেন; কেউ হেলেঞ্চা কল্‌মী দিলেন, কেউ পঞ্চশস্য দিলেন, কেউ দিলেন সুপারিটি, কেউ দিলেন হলুদখানি, কেউ দিলেন কড়ি কড়াটি, কেউ দিলেন কপ্‌টেখানি, কেউ দিলেন প্রদীপটি, কেউ দিলেন পিঠেলিটুকু, কেউ দিলেন ধানের গাছ, কেউ দিলেন চারদিকে চারটে কলার তেউড়, কেউ দিলেন নৈবিদ্যিখানি; এই রকম করে সকলে দিয়ে থুয়ে বৌয়ের ব্রত করা কথা শোনা হল। তার পর স্নান করে আগুন নিয়ে বাড়ি এলেন। শাশুড়ী বল্লেন, বৌ,—না কেন,—আগুন আনতে এত দেরী হ'ল কেন। বৌ বল্লে, গৃহস্থদের গরুর পাল যাচ্ছিল, তাই দেখ্‌ছিলাম।

বৌ দুই চার দিন সকাল সকাল গৃহস্থদের বাড়ি যেয়ে

ব্রত করে এলেন। একদিন শাশুড়ী বল্‌ছেন, বৌ আমার নিত্যি নিত্যি গৃহস্থের বাড়ি যায় কেন। বিক্কির বিক্কির করে কেন, ডা'ন মন্ত্র পড়ে কেন, চীল কাক ওড়ে কেন, খোল-করতাল বাজে কেন, আজ ত আমি দেখ্‌ব। এই বলে বৌকে বল্লেন, আজ আমি গৃহস্থের বাড়ি আগুন আন্‌তে যাব। তাই শুনে বৌ বল্লে, ঠাকুরুণ, তুমি বুড়ো মানুষ, যেয়ো না, পড়ে মর্‌বে। শাশুড়ী মান্‌লেন না; ঘষি হাতে করে গৃহস্থদের বাড়ি আগুন আন্‌তে গেলেন। গৃহস্থরা ব্রত কর্‌ছেন, কথা শুন্‌ছেন, বল্লেন, আমরা উঠ্‌বো না। তাই শুনে উদ্ধনার মা বল্লে, এ ব্রত কর্‌লে কি হয়। গৃহস্থরা বল্লেন, এই ব্রত কর্‌লে ধর্ম্ম হয়, পুণ্যি হয়, জেয়ন্তে মাছ ভাত খায়, ম'লে স্বর্গে যায়। এই কথা শুনে উদ্ধনার মা বল্লেন, এ পুকুরটি কার? গৃহস্থদের বৌ বল্লে ওটি গিন্নির; ওটি কার? ওটি ননদের; ওটি কার? ওটি দিদির; ওটি কার? ওটি কাকীর; ওটি কার? ওটি পিসীর; ওটি কার? ওটি আমার; ওটি কার? ওটিও আমার। তাইতে উদ্ধনার মা বল্লেন, সবারি একটা একটা পুকুর, তোর কি করে দুটো হলো; বল ওটি কার? পীড়া-পীড়ি কর্‌তে কর্‌তে গৃহস্থদের বৌ বল্লেন, তোমারি বৌয়ের ঐটি। তাই শুনে উদ্ধনার মা বল্লেন, মর মর বেড়ালের বেটি, একা উদ্ধনার ধন, খেতে বিলাতে মন, তাই এখানে এসে, ব্রত কর্‌তে এসেছে। এই বলে ঢেলা দিয়ে গো-কাড় দিয়ে পুকুর বুজিয়ে দিলেন, হেলেঞ্চা কলমীর শাক রেঁধে খেলেন, পিঠেলিটুকু এনে আঁস্‌কে তুলে খেলেন, সুপারিটি পানে দিয়ে খেলেন, হলুদখানি তরকারিতে দিয়ে খেলেন, পঞ্চশস্যর ডা'ল রেঁধে খেলেন, প্রদীপের তেলটুকু মুখে বুলালেন, কড়িকড়াটি ভাঁড়ারে ফেলালেন। বৌ তার

পরদিন সকালবেলায় যমপুকুর নিকাতে গেলেন। গৃহস্থরা বল্লেন, তোর শাশুড়ী পুকুর বুজিয়ে দিয়েছে, আমরা তখনি মানা করেছিলাম, তা শুনিস্ নাই। বৌ তাই শুনে কাঁদেন কাটেন থাকেন। এই রকম করে কাঁদ্‌তে কাট্‌তে সে বছর গেল। আশ্বিন গেছে কাত্তিক আস্‌ছে; সকল লোকে সংক্রান্তির দিন ব্রত কর্‌ছে; তাই দেখে বৌ বল্‌ছেন, কোথা ব্রত কর্‌বো, কোথা কথা শুন্‌বো, শাশুড়ী আমার কলা আদাড়ে যায় না। কলা আদাড়ে যমপুকুর খুঁড়ে ব্রত করেন, কথা শোনেন, দু'চার দিন যেতে না যেতে শাশুড়ী জান্তে পেরেছেন, বল্‌ছেন, বৌ আমার নিত্য নিত্য কলা আদাড়ে যায় কেন, বিজির বিজির করে কেন, ডা'ন মন্ত্র পড়ে কেন, চীল কাক ওড়ে কেন, খোল-করতাল বাজে কেন, আজ তো আমি দেখ্‌বো। বৌকে বল্লেন, বৌ,—না কেন,—কলাকাঁদিটা পেকে আছে, কেটে আনিগা। বৌ বল্লেন, ঠাক্‌রুণ, তুমি যেও না; আমি কেটে আনিগা। শাশুড়ী বল্লেন, না, পেছেটা কাকালে কর্‌লেন, কেদেখান হাতে করে কলা আদাড়ে গেলেন; এক পা, দু পা, তিন পা দিতে পুকুরে পা পড়েছে। তখন বল্‌ছেন, মর মর বেড়ালের বেটি, একা উদ্ধনার ধন, খেতে বিলাতে মন, এখানে এসে ব্রত করেছে।› এই বলে পুকুরে যা কিছু ছিল, সব নিয়ে ঢেলা গো-হাড় দিয়ে পুকুর বুজিয়ে বাড়ি এলেন। হেলেঞ্চা কল্‌মির শাক রেঁধে খেলেন, পঞ্চশস্যর ডা'ল রেঁধে খেলেন, সুপারিটি বেড়ে পানে খেলেন, হলুদখানি বেটে তরকারিতে দিয়ে খেলেন, পিঠেলিটুকুর আঁস্‌কে তুলে খেলেন, প্রদীপের তেলটুকু মুখে বুলালেন, কড়িকড়াটি ভাঁড়ারে থুলেন। কাঁদতে কাটতে সে বছর গেল। আশ্বিন গেছে কার্ত্তিক আসছে; সকল লোক ব্রত করছে; বৌ

মনে মনে করছেন, শাশুরী আমার বাঁশ আদাড়ে যায় না, সেইখানে গিয়ে ব্রত করবো, কথা শুনবো। এই বলে পুকুর খুঁড়িয়ে নিলেন, ব্রতের যা সব লাগে দিয়ে থুয়ে ব্রত করলেন, কথা শুনলেন। এম্নি করে দু'চার দিন যায়; শাশুড়ী জানতে পেরে বল্‌ছেন, বৌ আমার নিত্য নিত্য বাঁশ আদাড়ে যায় কেন, বিজির বিজির করে কেন, ডা'ন মন্ত্র পড়ে কেন, চীল কাক ওড়ে কেন, খোল করতাল বাজে কেন, আজ তো আমি দেখবো রাত পোয়ালে বৌকে বল্লেন, বৌ,—না কেন,—বাঁশের পাতা কুড়িয়ে আনিগা। বৌ বল্লেন, ঠাকুরুণগো, তুমি যেও না, আমি যাই। সে কথা শাশুড়ী শুন্‌লেন না; ঝাঁটাগাছটা হাতে করলেন, পেছেটা কাঁখে করলেন; বাঁশ আদাড়ে গেলেন, এক পা দু'পা তিন পা দিতে পুকুরে পা পড়েছে, আর বল্‌ছেন, মর মর বেড়ালের বেটি, একা উদ্ধনার ধন, খেতে বিলাতে মন, এখানে এসে ব্রত করেছে। এই কথা বলে ঢেলা গো-হাড় দিয়ে পুকুর বুজিয়ে দিয়ে, যা কিছু ছিল বাড়ি নিয়ে এসে, হেলেঞ্চা কলমীর শাক রেঁধে খেলেন, পঞ্চশস্যর ডা'ল রাঁধলেন, হলুদখানি বেটে তরকারিতে দিলেন, সুপারিটি বেড়ে পানে খেলেন, পিঠেলিটুকু তুলে আঁস্‌কে করে খেলেন, কড়ি কড়াটি ভাঁড়ারে থুলেন, প্রদীপের তেলটুকু মুখে বুলালেন। বৌ কাঁদেন কাটেন থাকেন। কাঁদতে কাটতে সে বছর গেল। আশ্বিন গেছে কার্ত্তিক আস্‌ছে, সকল লোকে ব্রত করছে, বৌ ভাবছেন, কোথা ব্রত করবো, কোথা কথা শুনবো, শাশুরী আমার হেঁশেল কোণে যায় না; সেইখানে পুকুর খোঁড়ালেন, পুজো করলেন, কথা শুনলেন। এই রকম করে দু'চার দিন পুজো করেন, কথা শোনেন, থাকেন। শাশুড়ী জানতে পেরে বলছেন, বৌ আমার নিত্য নিত্য হেঁশেল নিকোতে যেয়ে বিজির বিজির করে কেন, ডা'ন মন্ত্র

পড়ে কেন, আজ ত আমি দেখবো। বল্লেন, বৌ,—না কেন,—আজ আমি ভিজে ভাত খেয়ে হাটে যাবো। বৌ বল্লেন, ঠাকুরুণগো, ভিজে ভাত খেও না, আমি সকাল করে ভাত রেঁধে দিচ্ছি। এই বলে বৌ তেল গামছা ঘড়া নিয়ে সরোবর ঘাটে স্নান করতে গেলেন। শাশুড়ী প্রদীপের তেলটুকু মুখে বুলালেন, ছোঁচ পেলের জল মাথায় ঢাল্লেন, পরণের কাপড়খানা চালে ফেল্লেন, কাপড় প'রে হাঁড়ি নামাতে গেলেন, এক পা দু'পা তিন পা দিতে পুকুরে পা পরেছে। মর মর বেড়ালের বেটি, একা উদ্ধনার ধন, খেতে বিলাতে মন, হেঁশেলের কোণে ব্রত করতে এসেছে। এই বলে ঢেলা ডুম্‌ড়ি দিয়ে পুকুর বুজিয়ে দিয়ে হেলেঞ্চা কলমীর শাক রেঁধে খেলেন, পঞ্চশস্যর ডা'ল রাঁধলেন, হলুদখানি বেঁটে তরকারিতে দিলেন, সুপারিটি বেড়ে পানে খেলেন, পিঠেলিটুকুর আঁসকে তুলে খেলেন, কড়ি কড়াটি ভাঁড়ারে থুলেন, প্রদীপের তেলটুকু মুখে বুলালেন, ভিজে ভাত খেয়ে হাট চলে গেলেন। বৌ স্নান করে এসে হেঁশেল ঘরে ঘড়া থুতে গিয়ে দেখেন ত পুকুর নাই; কাঁদেন কাটেন থাকেন। তা করতে উদ্ধনা বাড়ি এলেন। বৌ স্বামীকে বল্লেন, আমি চার বছর ব্রত করলাম, শাশুড়ী চার অবস্থা করলেন, আমাকে টাকা পয়সা দাও, মাঠে গিয়ে পুকুর প্রতিষ্ঠা করবো। এই বলাতে উদ্ধনা টাকা কড়ি নিয়ে দু'জনাতে মাঠে গেলেন, সকল জিনিসের আয়োজন হ'ল, পুকুর খোঁড়ালেন, চারটে ঘাট বাঁধালেন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নেমন্তন্ন হ'ল, জ্ঞাতি নেমন্তন্ন হ'ল, কোলাহল শব্দ হ'তে লাগলো, পুকুর প্রতিষ্ঠা হ'ল, তিনটে ঘাট প্রতিষ্ঠা হ'ল, একটা হতে বাকি আছে, খোল-করতাল বাজচে, সংকীর্ত্তন হচ্ছে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জ্ঞাতি ভোজন হচ্ছে, কাঙ্গালীদিকে মাথা ভরে তেল দিচ্ছেন, আঁচল ভরে জলপান

দিচ্ছেন, ভারে ভারে তরকারি যাচ্ছে, দুধ দই সন্দেশ চিড়ে মুড়ি মুড়কি সব ভারে ভারে যাচ্ছে। তাই দেখে উদ্ধনার মা হাট হতে বাড়ি এলেন, একবার ঘর একবার বা'র করছেন, এত জিনিসপত্র কোথা যায়, কোলাহল শব্দ হচ্ছে কোথা। কি হ'ল জানতে না পেরে সকল লোককে সুধাইতে লাগলেন, তোমরা কোথা যাচ্ছ। তারা বল্লে, তোমারি বেটা তোমারি বৌ পুকুর প্রতিষ্ঠা করছে, সংকীর্ত্তন করছে, খোল-করতাল বাজছে, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাচ্চে, বৈষ্ণবভোজন করাচ্চে, জ্ঞাতিভোজন করাচ্চে, কাঙ্গালীকে মাথা ভরে তেল দিচ্চে, আঁচল ভরে জলপান দিচ্চে, এত ধূম তুমি জান না। এই কথা শুনে উদম চুল বাঁধলেন না, ন্যাংটা কাপড় পর্লেন না, এক হাতে গো-হাড় এক হাতে ঢেলা নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন, বাতাসে কাপড় উড়্ছে, এছুটে নথ ছিঁড়্ছে : গিয়ে যে সব লোক খেতে বসেছিল, তাদের কারু পাতে থুথু দিলেন, কারু পাতে গর দিলেন, সকলের খাওয়া হলো না, সংকীর্ত্তনেদিকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন, গো-হাড় ঢেলা পুকুরে ফেলালেন, বৌ বেটাকে মার্তে মার্তে বাড়ি নিয়ে এলেন ; সকল লোকে বল্লে এমন কর্কশা শাশুড়ী তো কখন দেখি নাই। যমরাজা এই সব দেখে একটি ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে দিলেন ; বলে দিলেন, উদ্ধনার মা কেমন শ্রদ্ধাভক্তি করে দেখে এসগা। ব্রাহ্মণ উদ্ধনার বাড়ি এসে উদ্ধনার মাকে বল্লেন, কাল হ'তে একাদশী করে আছি, আজ পারণ করাও। তাই শুনে শাশুড়ী বৌকে বল্লেন, মুগ খেয়েছি খোসা আছে, কলা খেয়েছি চোঁকা আছে, আখ খেয়েছি চিবে আছে, পানিফল খেয়েছি কাঁটা আছে, মুড়ি খেয়েছি খুদ আছে, খই খেয়েছি ধান আছে, ছুতো হাড়িতে জল আছে, ব্রাহ্মণকে খেতে দাও।

বৌ শাশুড়ীর জিনিসগুলি খেতে দিয়ে বল্লেন, দান দান যে দেয় তার হয় পুণ্যি, হাতে করে যে দেয় তার হাত ধন্যি। এই বলে নিজে মিছরির সরবৎ, মুগের ডা'ল, ভিজে পানিফল, কলা আদা আখ শসা নারকেল ছানা মাখন মণ্ডা ইত্যাদি কাঁচাসন্দেশ, খিরসা মুড়িমুড়কি চিড়ে-ভাজা খণ্ড এই সব আর সুবাসিত জল ব্রাহ্মণকে খেতে দিলেন। ব্রাহ্মণ বৌয়ের খাবারগুলি গিন্নির খাবারগুলি চাদরে বেঁধে রাখলেন। তার পর ব্রাহ্মণ বল্লেন, গিন্নি, আমি এইখানে রশুই করে খাবো। তাই শুনে বৌকে বল্লেন, আকাঁড়ি চাল, খেসারির ডাল, নুনের দাটি, তেলের কাঁ'ট্, ও হাঁড়ি, বেগুনের খাড়া, মূলোর মাথ', ভিজে কাঠ, ছুতো হাঁড়ির জল, এই সব ব্রাহ্মণকে রশুই করতে দাওগা। তাই শুনে বৌ সেই সব ব্রাহ্মণকে যোগাড় করে দিয়ে বল্লেন, দান দান যে দেয়, তার হয় পুণ্যি, হাতে ক'রে যে দেয়, তার হাত ধন্যি। এই বলে বৌ নিজে ব্রাহ্মণকে রশুই করতে যোগাড় ক'রে দিলেন। ভাল মিহি আতপ চাল, মুগের ডা'ল, তেল, লবণ, কড়াইয়ের দা'ল বেঁটে দিলেন, আলু, বেগুন, মূলোর তরকারি বানিয়ে দিলেন, কড়াই ঝান্না হাতা বহুগুনা চন্দনাদি কাঠ, সুবাসিত জল, ঘৃত দধি দুধ মিষ্টি এই সব দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই সব রশুই করে সন্তুষ্ট হয়ে আহার কল্লেন। রাত্রে ব্রাহ্মণ বল্লেন, গিন্নি, আজ আমি এইখানে শুয়ে থাকবো। গিন্নি বৌকে বল্লেন, ঢেঁকিশালে ময়া কেলা তালাই আছে, বালিশ আছে, সেইখানে খুদিপিঁপড়ে উঠেছে, সেই জায়গায় শুতে দাওগা। বৌ তা না দিয়ে ঔরি চৌরি দক্ষিণ দুয়ারি ঘরে আপনার ছপ্পর খাটে আশে পাশে বালিশ দিয়ে বিছানা ঝাড়লেন ঝুড়লেন,

ঝালর লাগা মশারি টাঙিয়ে বিছানায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে, হাত পা টিপ্‌তে লাগলেন। ব্রাহ্মণের ঘুম এলো; বৌ চলে গেলেন। সকাল বেলায় ব্রাহ্মণ উঠে গিন্নিকে বল্লেন, আমি মুখ ধোব। গিন্নি বৌকে বল্লেন, চোঁচ পেলের জল আছে, ঘুঁটের ছাই আছে, ঝাঁটার কাঠি আছে, নেতা কানি আছে, ব্রাহ্মণকে মুখ ধুতে দাওগা। বৌ সে সব দিলেন, নিজে সুবাসিত জল, দাঁতনকাঠি, গামছা দিলেন। তাইতে ব্রাহ্মণ মুখ ধুলেন। ব্রাহ্মণ গিন্নিকে বল্লেন, আমি বাড়ি যাবো, পথ দেখিয়ে দাও। গিন্নি যে পথে বনজঙ্গল কাঁটা, সেই পথ দেখিয়ে দিলেন, যে পথে বাঘ ভালুক গণ্ডার আছে সেই রাস্তা ধরিয়ে দিয়ে এলেন। বৌ তাই দেখে ছাই ফেলবার ছুতনো করে, বাড়ি হতে গিয়ে ব্রাহ্মণকে বল্লেন, ঠাকুর, ও পথে যেও না; ভাল পথ দেখিয়ে দিলেন; ব্রাহ্মণকে বলে দিলেন, এই পথে যাও, সোণার ঝাঁটায় ঝাঁট পড়েছে, চন্দনের ছড়া পড়েছে, রোদ লাগলে ছায়া পাবে, ছায়া হ'লে রোদ পাবে, খিদে লাগলে খেতে পাবে, মানুষের আলো পাবে, এই সব বলে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই পথে গিয়ে, যমপুরী যমরাজার কাছে গিয়ে সকল কথা বল্লেন। বৌটি বড় ভাল, শ্রদ্ধাভক্তিও আছে, শাশুড়ীর শ্রদ্ধাভক্তি নাই, যে রকম অবস্থা করে খেতে দিয়েছিলেন, সব বল্লেন। বৌ ভাল ভাল খাবার দিয়েছিল, তাও বল্লেন। তাই শুনে যমরাজা আর একটি ব্রাহ্মণকে ডেকে বল্লেন, উদ্ধনার মায়ের কাছে গিয়ে বলগা, তোমাকে যেতে হবে, যমরাজার তলপ হয়েছে। এই কথা শুনে ব্রাহ্মণটি উদ্ধনার মায়ের কাছে গিয়ে বল্লেন, যমরাজের তলপ্ হয়েছে, তোমাকে যমপুরী যেতে হবে। এই কথা শুনে উদ্ধনার মা বল্লেন, আমার বেটা, বৌ, ঘরকন্না, আমি এ সব ফেলে কোথা

যাবো। তাইতে ব্রাহ্মণ বল্লেন, তা কি হয়, যমরাজার তলপ, যাবো না বল্লে হবে না, যেতে হবে। তাইতে উদ্ধনার মা বল্লেন, যাই যাই, থাক থাক থাক। এই ব'লে একখান কাণি পরে' মিছে করে বারে বারে বাহি্ যেতে লাগলো, দুটো কলার বাগ্‌রো এনে দুই দুয়ারে দুটো পুঁতলেন, দুটো ঝিনুক এনে ফুটিয়ে দুই দুয়োরে বসালেন, বৌকে ডেকে বল্লেন, খেও না দেও না, চালে কাক বসতে দিও না, ভিখিরীকে ভিক দিও না, সাত হাঁড়ি খুদ থাকলো, দুই মাগ ভাতারে যথাকালে খেও, হাত থাক্‌লো মারবে, চোক থাক্‌লো দেখবে। এই সব বৌকে বল্লেন। ব্রাহ্মণ উদ্ধনার মায়ের গলায় এক গাছ দড়ি বেঁধে হড়্‌ হড়্‌ করে কাঁটা খোঁচের আদার দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন। বুড়ি বল্লে, আমি এ পথে যাব না, ভাল পথে যাবো। তাইতে ব্রাহ্মণ বল্লেন, ভাল পথ বোয়ের, তুই যেমন পথ দেখিয়েছিস্ তেম্নি পথে চল ; এই ব'লে যোমপুরী নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা গুয়ের গ'ড়েতে চুবাইতে লাগলো, লোহার ডাঙ্গে বেরেইতে লাগলো, বুড়ি যন্ত্রণাতে পুত পুত করে তাকাইছে, আর "জল খাবো" "জল খাবো" করছে, ছোঁচ পেলের জল খেতে দিলে তাইতে বল্‌ছে, আমি এ জল খাবো না, ভাল জল খাবো। তারা বল্লে, ভাল জল বোয়ের, তুই যেমন জল দিয়েছিস তেম্নি খা। বুড়ি ভাত খাবো ভাত খাবো করছে, আঁকারী চাল খেঁসারীর দাল নুনের মাটি, গুঁয়া হাঁড়ি, ভিজে কাঠ, তেলের কা'ট, মুলোর মাথা বেগুনের খাঁসা, ছুতোহাঁড়ির জল এই সব দিলে, তাইতে বুড়ি বল্লে, আমি ভাল ভাত ব্যঞ্জন খাবো। ভাল ভাত দাল বোয়ের, তুই ভাল ভাত ব্যঞ্জন কোথা পাবি, যা দিয়েছিস্ তাই খা। তার পর বুড়ি শোব শোব করছে, টিঁস্‌কেলে খুদি পিঁপরে

উঠেছে, মরা ফেলা তালাই বালিস, তাইতে শুতে দিলে বুড়ি বলছে, ভাল বিছানায় শোবো; তাইতে তারা বল্লে, ভাল বিছানা বোয়ের, তুই যেমন বিছানা দিয়েছিস্ তেম্নি বিছানায় শো। এদিকে বৌ বাড়িতে একখান তেঁনা কাণি প'রে, হাতে একখান লগা নিয়ে, সমস্তদিন কাক তাড়িয়ে বেড়ান, চালে কাক বসতে দেন না, তুই মাগ ভাতারে খিদে লাগলে যথাকালে সেই খুদ রেঁধে খান, ভিখারীকে ভিক দেন না, এই রকম ক'রে থাকেন। সকল লোকে ব'ল্‌তে লাগলো, শাশুরীর এক গুণ ছিল, বৌ যে আবার বেশী কৃপণ হ'লো, বৌ তো এমন ছিল না, এই ব'লে সকল লোকে নিন্দে করতে লাগলো। একদিন একটি অতিথ ভিক্ষে ক'রতে এসে বৌকে বল্লে, মাগো ভিক্ষে দাও, তাইতে বৌ বল্লেন, আমি ভিক্ষে দোবো না, আমার শাশুরী যোমপুরী গিয়েছে, হাত চোক রেখে গিয়েছে, ভিক্ষে দেওয়া দেখতে পেলে আমাকে মারবে, তাই শুনে অতিথ বল্লেন, যোমপুরী গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না, তোমার শাশুরীর চোক হাত দেখি, এই ব'লে দেখ্‌লেন, অতিথ দেখে বৌকে বল্লেন, ওদুটো তালের বাগ্‌ড়া, আর ঝিনুক, তুমি ফেলে দাও গা, ভাল ক'রে খেও, ধর্ম্ম পুণ্যি ক'রো, দু'হাত্তা দান করো, এই বলে বৌকে শিখাইলেন। বৌ তাল বাগড়া ঝিনুক ফেলে দিলেন, ভাল ক'রে খান দান, ধর্ম্ম পুণ্যি করেন, ভিক্ষে দেন, দান করেন, থাকেন। উদ্ধনার মিতে মরেছে, তাঁকে যোমপুরী নিয়ে গিয়েছে, সেখানে চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বল্লেন, এখনও তোমার পরমায়ু আছে, তুমি বাড়ি যাও, তাই শুনে উদ্ধনার মিতে যাবেন, এমন সময় উদ্ধনার মা চিন্‌তে পেরে, হাত উস্‌কিয়ে ডেকে বল্লেন, আমার বড় আবস্থা করছে; তাইতে তিনি বল্লেন, কি আবস্থা করেছে,

উদ্ধণার মা বল্লেন, আমাকে গু গ'ড়েতে ডুবোইছে, লোহার ডাঙ্গে বেরেইছে, জল খেতে চাইলে ছোঁচপেলের জল দিছে, ভাত চাইলে আঁকারী চাল, খেঁসারীর দাল, ওঁয়া হাঁড়ি নুনের মাটি, তেলের কা'ট, ভিজে কাঠ, ছোঁট পেলের জল এই সব দিছে, শুতে চাইলে মরা ফেলা তালাই টিঁস্‌কেলে খুদি থাকে সেইখানে শুতে দেয়, ভাল চাইলে বলে ভাল বোয়ের। আমি ধর্ম্ম পুণ্যি করি নাই, কাউকে কিছু দিই নাই, উদ্ধনকে বল গা আমাকে এই সব প্রহার কর্‌ছে, যাতে আমার উদ্ধার হয় তাই করে। তাই শুনে উদ্ধনার মিতে বল্লেন, কি কর্‌লে উদ্ধার হবে বলো, উদ্ধনাকে বল্‌বো। তাইতে উদ্ধনার মা বল্লেন, আমি ছেলেমানুষে অজ্ঞানে একগাছি ছেঁড়া তাঁত ব্রাহ্মণকে দিয়ে আবার কেড়ে নিয়ে খুদের হাঁড়িতে রেখেছি, সেই গাছটি ব্রাহ্মণকে দান করতে ব'ল্‌বা, ব্রাহ্মণকে দিলে সেই গাছটি সোণার গুণো হবে, তাই ধরে আমি স্বর্গে যাবো। আর বৌ যে পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলো, তিনটি ঘাট প্রতিষ্ঠা ক'রে একটি বাকি ছিল, আমি সেই ঘাট প্রতিষ্ঠা করতে দি নাই, সেই ঘাট আমার নামে উদ্ধনাকে ব্রাহ্মণকে দান করতে ব'লবা, তা হ'লে আমার উদ্ধার হবে, এই সব ব'লে ক'য়ে মিতেকে বিদেয় দিলেন। উদ্ধনার মিতে যোমপুরী থেকে বাড়ি গিয়ে, উদ্ধনাকে সকল কথা বল্লেন, তোমার মায়ের যোমপুরীতে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, খুব প্রহার কর্‌ছে। তিনি বলেছেন, উদ্ধনাকে বলোগা, আমার খুদের হাঁড়িতে একগাছি ছেঁড়া তাঁত আছে, সেই তাঁত আমি ছেলে বেলায় অজ্ঞানে ব্রাহ্মণকে দান করে কেড়ে নিয়েছিলাম, সেই গাছটি ব্রাহ্মণকে দান ক'রে দিতে ব'লো, সেই গাছটি সোণার গুণো হবে, তাই ধরে আমি স্বর্গে যাবো। আমি কাউকে কিছু

দান করি নাই, বৌ যোমপুকুরের যে পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারি তিনটি ঘাট প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল, একটি আমি প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে দিই নাই, সেইখানি আমার নামে ব্রাহ্মণকে দান করতে ব'ল্‌বা, এই সব উদ্ধনাকে ব'ল্লেন। উদ্ধণা যেয়ে পরিবারকে সকল কথা বল্লেন। তাই শুনে পরিবার বল্লেন, ছাই দোব, পাঁশ দোবো, চার বছর ব্রত কর্‌লাম, চার আবস্থা করলে। উদ্ধনা বল্লেন, আমি গয়া যাবো, কাশী যাবো, যাতে মায়ের উদ্ধার হয় তাই কর্‌বো, এই ব'লে রাগ করে ঘরে খিল কপাট দিয়ে শুয়ে থাকলেন, সকল লোক বল্‌তে লাগ্‌লো, তোর স্বামি গয়া কাশী যাবে, তোর দশায় কি হবে, তোরি শাশুরী বটে, যাতে উদ্ধার হয় তাই করগা, এই কথা শুনে বৌ উদ্ধনাকে তোলাইলেন, তিল তুলসী সব যোগার করে দিলেন, উদ্ধনা সব নিলেন, খুদের হাঁড়ি থেকে সেই তাঁত গাছটি নিয়ে বামুনকে ডেকে নিয়ে সেই পুকুরে গেলেন, যে ঘাটটি প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই, সেই ঘাটটি ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ ক'রে দান করলেন. সেই তাঁতগাছটি ব্রাহ্মণকে দান করে দিলেন, সেই গাছটি সোণার শুণো হলো, তাই ধ'রে উদ্ধনার মা স্বর্গে গেলেন। যে শোনে কয়, সে যেন উদ্ধনার মায়ের মতন হয় না, বোয়ের মতন হয়।

যোম পুকুরের শেষ অংশের কথা

উদ্ধনার মায়ের উদ্ধার হয়ে স্বর্গে গেলেন, উদ্ধনার পরিবারের ছেলে হলো। ছেলে বড় হলে বিয়ে দিলেন, বেটার বৌ হলো, নাতি হলো, সুখে ঘর কন্না করেন, কিছু দিন পর স্বর্গে থেকে বিষ্ণু দূত এসে উদ্ধনাকে উদ্ধনার পরিবারকে সশরীরে রথে ক'রে যে পথে সোনার ঝাঁটায় ঝাঁট পড়্‌ছে, চন্দনের ছড়া পড়্‌ছে, সেই পথে পুষ্প বরিষণ করতে করতে দুই স্ত্রী পুরুষকে স্বর্গে নিয়ে গেলো। যে শোনে যে কয় সে যেন উদ্ধনার মায়ের মতন হয় না। বোয়ের মতন যেন স্বর্গলাভ হয়।

পৌষ মাস

ইথুর কথা

এক দামাই-পোড়া দরিদ্র বাহ্মণ। তাঁর দুইটি মেয়ে—একটির নাম উন্‌নো আর একটির নাম ইস্‌নে। একদিন পরিবারকে এক মণ চাল, এক চৌটী গুড় এনে দিয়ে ব'ল্লেন আমাকে পিঠে গ'ড়ে দাও, একখান যদি বিটিদিকে দিস্ তো বনবাস দোব। পরিবার চালকুটে এনে সব ঠিক ক'রে বিটিদিকে ঘুম পাড়িয়ে পিঠে গড়্‌তে বসেছেন। যেমন একখান ছেঁক ছেঁক করে দিয়েছেন অম্নি শব্দ পেয়ে বড় বিটি এসে বল্লে, মা কি কর্‌ছো দাও, মা ব'ল্লেন, থাস্‌নে তোর বাবা বনবাস দেবে। মেয়ে বল্লে, আমাকে দাও খেয়ে শুয়ে থাক্‌বো, বাবা জান্তে পার্ব্বে না। মা প্রথমকার সেইখানি দিলেন, খেয়ে শুতে গেল। আবার একখানি যেমন ছেঁক করে দিয়েছেন, অম্নি ছোট বিটি গিয়ে মাকে বল্লে, আমাকে একখান দাও। মা লুকিয়ে একখান দিলেন, খেয়ে শুতে গেলো। তার পর এক মণ চেলের পিঠে গড়া হলো। দামাই পোড়া বামুন এসে আঙ্গুর কলার পাত পেড়ে খেতে ব'স্‌লেন। যত দেয় তত খান কিছুতে পেট ভরে না, পরিবারকে বল্লেন আমার পেট ভর্‌লো না, নিশ্চয় তু বিটিদিকে খেতে দিয়েছিস্। এই কথা শুনে শেষকার একখান ছিল, পরিবার রাগ ক'রে সেইখান পাতে দিয়ে বল্লেন, এক মণ চেলের পিঠে তুমি সব খেলে, বিটিদিকে আমি খেতে দিই নাই। বামুণ সে কথা শুন্‌লেন না, বল্লেন কাল বনবাস দেবো, সকালবেলায় মেয়ে দুটির হাত

ধ'রে বনবাসে নিয়ে গেলেন, বনে গিয়ে কোলে ক'রে বসে আছেন ; মেয়েদের খিদে লেগেছিলো, ঘুম এসেছে দেখে বাপ একটা গাছের শেকড়ে মাথা নামিয়ে দিয়ে আল্‌তার শুঁটি মাথাটের কুটি ছিটেইতে ছিটেইতে বাড়ী এলেন।

তাঁরা দুই বুনে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখেন তো বনে আছেন। ছোট বুন বড় বুনকে ব'ল্‌ছেন, দিদি আমরা পিঠে খেয়েছিলাম তাই বাবা আমাদিকে বনবাস দিয়ে গিয়েছেন। তার পর রাত্রি হ'লো ; বাঘ ডাক্‌ছে, ভালুক ডাক্‌ছে, দুই বুনে বল্লেন, হে সত্যিকালের বৃক্ষি, তুমি দুভিত হও, তোমার ভেতরে আমারা ঢুকি। সত্যিকালের বৃক্ষি দুভিত হ'লো ; তাঁরা তার ভিতরে ঢুক্‌লেন, রাত্রিটা থাক্‌লেন। ভোর হ'লে কাক কোকিল চলাবল ক'র্‌তে লাগ্‌লো তখন তাঁরা বল্লেন, হে সত্যিকালের বৃক্ষি, তুমি দুভিত হও, আমরা বা'র হই। সত্যিকালের বৃক্ষি দুভিত হলেন, তাঁরা বেরুইলেন। সেই বনে ইন্দ্রের সাত কন্তা ইথুনারাণ ঠাকুরের ব্রত কর্‌ছেন। তাই দেখে দুই বুনে বল্লেন, তোম্‌রা কিসের পুজো কর্‌ছো, ইহা কর্‌লে কি হয় ? তাঁরা বল্লেন, এই ব্রত কর্‌লে দুঃখু দারিদ্র্য ঘোচে, যে যা মনে করে, মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তাই শুনে বল্লেন, আমরা এই ব্রত কর্‌বো। তাতে তাঁরা সব যোগাড় করে দিলেন, কড়ার লাড়ু কড়ার চ'য়ো কড়ার কলা মূলো আর আতব সন্দেশ দিয়ে ফলমূল ধুপদীপ এই সব দিয়ে পুজো হলো, কথা শুনা হলো, তার পর ইন্দ্রকন্তারা বল্লেন, তোম্‌রা দুই বুনে বর মেগে লাও। দুই বুনে বর মাগলেন, আমার বাপের ঘরে ভাত হোক, দুঃখু দারিদ্র্য ঘুচুক। বড় বুন বল্লেন, আমি যেন রাজার রাণী হই—ছোট বুন বল্লেন আমি যেন পাত্রের রাণী হই, এই সব বর মেগে নিলেন।

তার পর এসে ছোট বুন বল্লেন দিদি আজ আম্‌রা কি খাবো ভাত কোথা পাব, কিছুই খাবার নাই, হেলেঞ্চা কলমী তুলে আনিগা। এই বলে হেলেঞ্চা কলমী তুল্‌তে গেলেন। যেমন জলে নেমে তুল্‌তে গিয়েছেন, অমি একখান সোণার ঘাড় মোড়া পেলেন। পেয়ে আহ্লাদ ক'রে দিদিকে বল্লেন, দিদি এই সোণাখান নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেবোগা, তা হলে বাবা আমাদিকে ভাল বাস্‌বে। এই বলে দুই বুনে সেই আলতার কুটি মাথাটের শুঁটি দেখে চিন্‌তে চিন্‌তে বাড়ী এলেন। এসে মাকে বল্লেন, এই দেখ সোণা এনেছি, মা বল্লেন কাল থেকে কোথা গিয়েছিলি? তাতে তাঁরা বল্লেন আমাদিকে বাবা বনবাস দিয়েছিলেন, সেই বনে ইন্দ্র-কন্যারা ইথুনারাণ ঠাকুরের ব্রত কর্‌ছিলো, তাই দেখে আমরা কড়ার লাড়ু কড়া চ'রো নৈবিদ্যি ধুপ দীপ দিয়ে পূজো ক'রে ব্রত ক'রে কথা শুনিছি, হেলেঞ্চাকলমী শাক তুল্‌তে যেয়ে এই সোণা-খান পেয়েছি, বাবা এলে বাবাকে দেবো। এই সকল কথাই মাকে বল্লেন, এমন সময় বাপ বাড়ী এলে আহ্লাদ ক'রে বাপকে বল্লেন, বাবা আম্‌রা হেলেঞ্চা কলমী তুল্‌তে যেয়ে সোণা পেয়েছি এই নাও। বাপ সেই সোণা দেখে আর কন্যাদিকে দেখে ভারি গরম হয়ে বল্লেন, কোন রাজার বাদ্‌সার ঘর মেরে সোণা এনেছে, বনে দিয়ে এলাম, তবু বাড়ী এলো. কাল রাত পোয়া-ইলে যার মুখ আগে দেখবো তাকে তুদিকে দেবো, এই সব বলে ভারি মুখ কর্‌লেন। রাত পোহাইলো সকাল বেলায় উঠে বাহ্যি ফির্‌তে গিয়েছেন, বাহ্যি ফিরে আস্‌ছেন এমন সময় দেখেন তো দুখানি পাল্কি যেছে, জিজ্ঞাসা করে জান্‌লেন একখানি রাজার পাল্কি, একখানি পাত্রের পাল্কি, তাই শুনে বল্লেন বাপু দাঁড়াও তো আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে। তাঁরা বল্লেন কি

প্রতিজ্ঞা? বামুণ বল্লেন আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, রাত পোয়ালে যার মুখ দেখবো তাকে কন্যা দেবো, তাই তোমাদিকে বলছি আমার দুটি কন্যা তোমাদিকে দেবো। এই ব'লে দুটি কন্যাকে এনে বড় কন্যাকে রাজার সঙ্গে বরমালা ক'রে দিলেন, ছোটটার সঙ্গে পাত্রের বরমালা ক'রে দিলেন। তাঁরা কন্যা দুটিকে নিয়ে চলে গেলেন, রাস্তায় যেতে যেতে ছোট বোন বড় দিদিকে বল্লেন, দিদি আজ রবিবার ইথু নারাণ ঠাকুরের ব্রত ক'র্‌তে হবে। তাতে বড় বুন বল্লেন কোথা কড়ার লাড়ু কোথা কড়ার চোরো, পথে যেছি, এ রবিবারে ব্রত হবে না, বিয়ে করে নিয়ে যেছে, লোকে বল্‌বে টেঁটা কনে টেঁটা বর, দোলা করে চরবর। আস্‌ছে রবিবারে ব্রত করা যাবে, এই বলে চেতল মাছের ঝোল দিয়ে বামুণে ভাত রেঁধে দিলে দুই বর কনেতে খেলেন, লোকজনের খাওয়া হলো, ইথু নারাণ ঠাকুরের কোপ হলো। ছোট বুন চাকর চাকরাণীকে ব'লে পূজোর সকল জিনিস আনালেন, কড়ার লাড়ু কড়ার চ'রো দিয়ে সেই পথেই পূজো ক'রে কথা শুনে বার ক'রে থাক্‌লেন। পাত্র আর লোক জন ভাত খেলেন। সকলে বাড়ী গেলেন। প্রতি রবিবারে পাত্রের রাণী ইথুর পূজো করেন, কথা শোনেন, এই রকম করে পাত্রের খুব উথুল্‌তে লাগলো। রাজার রাণী তিনি আর ইথুর পূজো করেন না। দুই বুনের দুটি ছেলে হলো। রাজার দেখতে দেখতে সব গেলো, ইথু নারাণ ঠাকুরের কোপে প'ড়ে হাতিশালে হাতি গেলো ঘোঁড়াশালে ঘোঁড়া গেলো, রামলক্ষ্মণ বাথা'র দাস দাসী গো মহিষী সব গেলো, রাজা ভাবেন এত কষ্ট কেন হলো। ছেলে বড় হয়েছে, দুন তেলের কাণি পর'নে, ভাল ক'রে খেতে পান না, বড় দুঃখের দশা হ'লো। একদিন ছেলে মাকে বল্লে আমাদের কি কেউ আপনার

লোক নাই, মাসিপিসি থাক্‌লে ছুদিন যেতাম। তাই শুনে মা বল্লেন ঐ যে পাত্র আমাদের বাড়ী বেড়াইতে এলেন, তাঁরি পরিবার তোমার মাসিমা হন। এই কথা শুনে পুকুরের পাহাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, পাত্রের রাণীর স্নানের জন্য দাসীরা সেই পুকুরে জল নিতে এসেছে, তাদিকে দেখে ছেলেটি বল্লেন, তোমরা কার জল নিতে এসেছো? দাসীরা বল্লে, আমরা পাত্রের রাণীর জন্যে জল ভ'র্‌তে এসেছি। তাই শুনে ছেলেটি বল্লেন, পাত্রের রাণীকে গিয়ে বলগা, তাঁর বুনপো এসেছে। দাসীরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে, কদাচার চেহারা হয়েছে, রুখুমাথা থাবড়াইলে ধূলা উড়্‌ছে, পরনে নুন তেলের কাণি, গায়ে লোহার অলঙ্কার, দেহ মলিন হয়েছে। দাসীদের দেখে বড় দয়া হলো, বল্লে, গিয়ে রাণীমাকে বলিগা তাঁর বুনপো এসেছে, এই ব'লে বাড়ী এলেন। পাত্রের রাণী দাসীদিকে তিরস্কার ক'রে বল্লেন, সেই অবধি তেল মেখে ব'সে আছি, তোরা ঘাটে কি কর্‌ছিলি, কোথা ছিলি? দাসীরা বল্লে, রাণীমা ভয়ে কই কি নির্ভয়ে কই? তাতে রাণী বল্লেন, নির্ভয়ে কও। দাসীরা বল্লে, একটি ছেলে ঘাটে দাঁড়িয়েছিল, কদাচার চেহারা, রুখু মাথা, নুন তেলের কাণি পর'নে, আমাদিকে দেখে বল্লে তোম্‌রা কার জল ভ'র্‌ছো, আম্‌রা ব'ল্লাম পাত্রের রাণীর জল ভ'র্‌ছি, তাতে বল্লে তোমাদের রাণীমাকে বলগা আমি তাঁর বুনপো এসেছি, তাই কথা শুন্‌তে দেখ্‌তে আমাদের দেরী হলো। রাণী তখন সব বুঝলেন, বল্লেন, মা ইথু নিন্দে করেছেন, ছায়ে খারে গিয়েছেন, বাঁশে পাটে গিয়েছেন, তাতে এত দুর্দ্দশা হয়েছে, দাসীদিকে ব'লে দিলেন, তেল গামছা কাপড়-টার বালা দিলেন, বুনপোকে তেল মাখিয়ে কাপড় গয়না পরিয়ে নিয়ে আস্‌তে বল্লেন, দাসীরা সব নিয়ে থুয়ে ঘাটে গিয়ে

ছেলেকে বল্লে, তোমার মাসিমা এই সব দিয়েছেন, স্নান করে পরিয়ে নিয়ে যাবো। তাই শুনে ছেলের আহ্লাদ হলো, তেল মেখে স্নান ক'রে, কাপড়টার বালা পরে মাসির কাছে গেলেন। মাসিমা নিজের বুনের তত্ত্ব নিলেন, দুঃখের কথা সব শুনে বল্লেন, তোমার মা ইথু নিন্দে করেছেন, ছারে খারে গিয়েছেন, বাঁশে পাটে গিয়েছেন, তাতে এত দুঃখু হলো, এই বলে বুনপোকে আর নিজের ছেলেকে জল খেতে দিলেন। বুনপোর জলখাবারে ছাই মাটি প'ড়তে লাগলো। মাসিকে দেখালেন, মাসি বল্লেন দুই ভেয়ে উহুলে বুহুলে খাও। দুই ভেয়ে ওদল বদল করে খেলেন। এম্নি করে ভাত জল খাবার যা খেতে দেন, বুনপোর খাবারে ছাই মাটি পড়ে, উহুলে বুহুলে খেতে বলেন; রাত্রে শুয়ে থাকে, ইথুনারাণ ঠাকুর এসে বুনপোকে খড়মের বাড়ি মারেন আর বলেন কড়ার লাড়ু কড়ার চোরোর ধন খেতে এলি, যা, তোর রাজার ধন খাগা, এই রকম ক'রে প্রত্যহ রাত্রে মারেন, একদিন মাসিকে বল্লেন, মাসিমা আমাকে প্রত্যহ রাত্রে একজন গেরুয়া কাপড় প'রে, মাথায় জটা, হাতে সোটা নিয়ে, খড়মের বাড়ি মারে, আর বলে যা তোর রাজার ধন খাগা, এখানে কড়ার লাড়ুর কড়ার চোরোর ধন খেতে কেন এলি। এই রকম করে বলে, আমি বাড়ী যাবো আর এখানে কত মার খাবো? তাই শুনে পাত্রের রাণী বুনের জন্যে নতুন কাপড় সেঁকা কিছু কিছু অলঙ্কার দিলেন, বুনপোকে কাপড় পোষাক সব দিলেন, একটি পুঁটুলী বেঁধে একজন দাসীকে ব'লে দিলেন, ছেলেটিকে বাড়ীতে রেখে দিয়ে আয়। তাই শুনে ছেলেকে নিয়ে, পুঁটুলী হাতে ক'রে, যেতে লাগলো, একটু গিয়ে ছেলে বল্লে, আর তো এইটুকু, আমি একলাই যাবো, তুমি বাড়ী যাও, এই বলে দাসীকে বিদেয় করে দিলেন, দিয়ে

পুঁটুলীটি হাতে ক'রে শাড়কুড়ের কাছে গিয়েছেন আর ইথুনারাণ ঠাকুর নমঃনম বর্ণে, তাঁমাহন কর্ণে, গেরুয়াবস্ত্র পরনে, হাতে শোঁটা করে স্বর্গে থেকে নেমে ছেলেটিকে খড়মের বাড়ি মেরে পুঁটুলীটি কেড়ে নিয়ে ছেলেকে নুনতেলের কাণি পরিয়ে আগে-কার সেই লোহার অলঙ্কারগুলি পরিয়ে চলে গেলেন। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে বাড়ী গেলেন, মা ছেলেকে দেখে বল্‌তে লাগ্‌লেন আ—মর! মাসি নিরেণী ছেলেকে আমি যেমন বেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেই বেশে পাঠিয়েছে, রুখু গা, গায়ে ধূলা, সেই নুনতেলের কাণি পর'নে, আমার ছেলেকে কিছু দেয় নাই এই সব বল্‌তে লাগ্‌লেন। তাতে ছেলে বল্লে, মা মাসি-মাকে গাল দিও না, মাসিমা বেশ দিয়েছিলো, আমাকে তোমাকে কাপড় গয়না কত টাকা সব দিয়েছিলো পথে আস্‌তে আস্‌তে এক ঠাকুর আমাকে খড়মের বাড়ি মেরে সব কেড়ে নিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো কড়ার লাড়ুর ধন নিয়ে কোথা যাবি, যা তোরা রাজার ধন খাওগা, তিনি এই সব ব'লে আমার সব কেড়ে নিয়ে আগেকার এই বেশ পরিয়ে দিলেন, তুমি ইথু নিন্দে করেছো ছারেখারে গিয়েছো, বাঁশে পাটে গিয়েছো, তাতে আমাদের এই দশা—মাকে সব কথা বল্লেন। তার পর কিছুদিন বাদ আর দুঃখু সইতে না পেরে মা বেটাতে পরামর্শ কর্‌লেন, আর আধাপেটি খেয়ে কতদিন থাক্‌বো, মা বেটায় যেয়ে বুনের বাড়ীতে থাকিগা। এই পরামর্শ ক'রে দুই মা বেটায় সেই কদাকার রূপে পুকুরের পাহাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন, পাত্রের রাণীর স্নানের জল নিতে দাসীরা এলো তাদিকে বল্লেন, তোমরা কার জল ভ'র্‌ছো? তাতে দাসীরা বল্লে পাত্রের রাণীর জল ভ'র্‌ছি। তাই শুনে উনি বল্লেন, তোমাদের পাত্রের রাণীকে বলগা, তাঁর দিদি এসেছে।

দাসীরা গিয়ে বল্লে, মা আপনার দিদি আর সেই বুনপো পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, আপনাকে বল্‌তে ব'ল্লেন তিনি আপনার কাছে আস্‌বেন, তাঁর চেহারা দেখে আমাদের দুঃখ হ'ল, নুনতেলের কাণি পর'নে, মাথায় থাবড়াইলে ধুলো উড়্‌ছে, গায়ে লোহার অলঙ্কার, দেখ্‌তে কদাকার হয়েছেন। তাই সব দাসীদের মুখে শুনে বল্লেন ইথু্‌ নিন্দে করেছেন, ছারেখারে গিয়েছেন, বাঁশে পাটে গিয়েছেন, এই সব ব'লে বল্লেন তেল গাম্‌ছা নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে গহনা শাঁকা কাপড় দিয়ে বল্লেন এই সব পরিয়ে নিয়ে এসগা। দাসীরা সব নিয়ে থুয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে কাপড় গহনা শাঁকা আর ছেলেকে কাপড় পরিয়ে নিয়ে এলো। বুনকে দুঃখের কথা সকুলি বল্লেন, তাই শুনে বুন বল্লেন, ইথুনিন্দে করেছো ছারেখারে গিয়েছো বাঁশে পাটে গিয়েছো, সেই পথে ইথুর ব্রত কর্‌লে না, তাতে ইথুনারাণ ঠাকুরের কোপ হয়েছে, সেইজন্যে তোমার সব গেল। আস্‌ছে রবিবারে ইথুর ব্রত কর্‌বে, তা হ'লে তোমার আবার সব হবে. এই সব বলা কহা হলো। বুনপোকে জল খেতে দিলেন, ছাই মাটি পড়্‌তে লাগ্‌লো। দুই ছেলেতে ওদল বদল করে খেলেন, দুই বুনে জল খেতে বসেছেন, বুনের জল খাবারে ছাই মাটি পড়্‌তে লাগ্‌লো, উদ্‌লে বুদ্‌লে খেলেন। এম্নি ক'রে বুনপো আর দিদিকে যা খেতে দেন ছাই মাটি পড়ে, উদ্‌লে বুদ্‌লে খান ; তার পর রবিবার দিন দিদিকে বল্লেন, দিদি আজ ইথুনারাণ ঠাকুরের পূজো ক'র্‌বে আজ কিছু খেও না, এই ব'লে পাত্রের রাণী পূজোর উদ্যোগ কর্‌তে গেলেন। সব ঠিক হ'লে দিদিকে ডাক্‌লেন,— দিদি স্নান করে এসো ইথুর ব্রত কর্‌বে, তাতে দিদি বল্লেন আজ আমার ব্রত করা হবে না, ছেলেরা কলা খেয়ে চোঁকা ফেলি-

ছিলো, তাই আমি মুখে দিয়েছি, তাই শুনে বুন বল্লেন তাতে তোমার কি পেট ভর্‌লো, আস্‌ছে রবিবারে হবে। এই বলে উনি কড়ার লাড়ু কড়ার চোড়ো কলা মুলো আতব ফলমূল মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়ে পূজো ক'রে কথা শুন্‌লেন, সেদিন বার ক'রে থাক্‌লেন। এই রকম ক'রে দেখতে দেখতে আবার রবিবার এলো। দিদিকে বল্লেন আজ যেন কিছু খেও না, ইথুর ব্রত কর্‌তে হবে। এই বলে উনি জায়গা ধুয়ে পূজোর যোগাড় ক'রে দিদিকে ডাক্‌লেন, দিদি এস ব্রত করিগা, দিদি বল্লেন আজ আমার ব্রত করা হবে না ছেলেরা মুড়ি ছড়িয়েছিলো, আমি একটি মুড়ি মুখে দিয়িছি। তাই শুনে বুন বল্লেন, প্রতি রবিবারে এই রকম ক'র্‌বে, তবে আর ব্রত করা হয় না দেখ্‌ছি। তাই বলে উনি পূজো ক'র্‌তে গেলেন, পূজো হলো কথা শোনা হলো, সেদিন বার ক'রে থাক্‌লেন। আবার রবিবার এলো আজ বল্লেন, দিদি আজ যেন কিছু খেওনা স্নান ক'রে এসে ব্রত কর্‌বে, এই কথা বলে উনি পূজোর যোগাড় কর্‌তে গেলেন, সব ঠিক ক'রে দিদিকে ডাক্‌লেন দিদি স্নান করা হয়েছে, এস ব্রত করিগা। তাতে দিদি বল্লে, আজ আমার ব্রত করা হবে না, দাসীরা কলাই ভাজ্‌ছিলো সেই মাশকলাই একটি খেয়েছি। এই কথা শুনে বুনের ভারি রাগ হ'লো, বল্লেন, ইথুনিন্দে করেছো আলিক্ষিতে পেয়েছে, নইলে একটা কলাই মুখে দিয়ে কি পেট ভর্‌বে, এই বলে উনি ব্রত ক'র্‌তে গেলেন, ইথুর পূজো ক'রে কথা শুনে বার ক'রে সে দিন থাক্‌লেন। তার পর ৬ দিন পর রাণীর মায়ের বড় দুঃখু হওয়াতে আর দামাই পোড়া বামুণ পরিবারকে বড় মারপিঠ করে, একে ঘরে ভাত নাই তাতে স্বামীর এই মার খেতে হয়, বড় কষ্ট হয়। একদিন মনে কর্‌লেন, আমার তো দুই কন্যা আছে, দুইজনাতেই

রাণী, তাদেরি কাছে দিন কতক থাকিগা। এই বলে বিটির বাড়ী এলেন। এসে দেখেন বড় বিটি রাজার রাণী হ'য়ে সব গিয়েছে, বুনের বাড়ী এসেছে, ছেলেদিকে দেখ্‌লেন। অনেক দিন পর বিটিরা মাকে দেখলেন, বাপের জন্যে জিজ্ঞাসা করলেন, তার পরদিন রবিবার হবে, মাকে দিদিকে পাত্রের রাণী বল্লেন, কাল তোমাদিকে ইথুর পুজো ক'রে ব্রত করতে হবে, মাকে বল্লেন দিদি ইথুনিন্দে করেছিলেন তাতে ছারেখারে গিয়েছেন, তিন রবিবার ব্রত করাবার ঠিক কর্‌লাম. উনি একটা না একটা কিছু মুখে দিয়ে ব্রত করেন না, আজ চুলে চুলে কাপড়ে কাপড়ে বেঁধে শুয়ে থাক্‌বো। এই বলে সেদিন রাত্রে মাকে দিদিকে কাপড়ে কাপড়ে চুলে চুলে হাতে হাতে পায়ে পায়ে ছেঁদে বেঁধে শুয়ে থাক্‌লেন, রাত পয়াল, উঠলেন না, দাসীদিকে বল্লেন ইথুর পুজোর যোগাড় করে দাও। এই বলে উনি মাকে দিদিকে আগুলে শুয়ে থাক্‌লেন, দাসীরা পুজোর যোগাড় ক'রে ডাকলে, তখন মাকে দিদিকে নিয়ে স্নান ক'রে এলেন, কাপড় ছেড়ে তিন জনাতে ধুপ দীপ নৈবিদ্য কড়ার লাড়ু কড়ার চ'ড়ো ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে পুজো ক'রলেন, কথা শুন্‌লেন, এত স্তব স্তুতি ক'রলেন, আজ কিছুতেই ইথুনারাণ ঠাকুর নাম্‌লেন না, আকাশে থেকে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, টেঁটা কনে টেঁটা বর দোলাকরে চড়বড় যা চেতোল মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাগা, এখানে কড়ার লাড়ুর কড়ার চোড়োর ধন কেনে খেতে এলি? রাজার রাণী হ'য়ে ইথুর পুজো করতে কেনে এলি? এই রকম করে বল্‌তে লাগ্‌লেন। পাত্রের রাণী কত স্তব স্তুতি করাতেও নামলেন না। তখন পাত্রের রাণী আপনার জিব কেটে সল্‌তে ক'রে প্রদীপ দিলেন, হাঁটুর মালুইচাকি কেটে তাইতে করে ধুপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চামর

চলাইতে লাগ্‌লেন। তখন ইথুনারাণ ঠাকুর পূজোর কাছে নাম্‌লেন, সকলে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম কর্‌লেন, মাকে বল্লেন বর মেগে নাও। মা বর মাগ্‌লেন, দামাই পোড়ার ঘরে ভাত নাই ভাত হোক্ আমাকে নিয়ে যাক। দিদিকে বল্লেন, দিদি বর মেগে নাও। দিদি বর মাগলেন, আমার বিমুখ রাজা সুমুখ হোক, যেমন ছিলো তেম্নি হোক, দুঃখ্ দারিদ্র্য খণ্ডন হোক, এই ব'লে বর মাগলেন, প্রণাম করলেন। তারপর ইথুনারাণের দয়াতে পাত্রের রাণীর জিব মালুইচাকি আবার সব হলো। এদিকে দামাই পোড়া বামুনের ঘরে ভাত হয়েছে, হাতি ঘোঁড়া দাস দাসী সব হয়েছে, তখন বামুনের পরিবারকে মনে পড়লো, ঘোঁড়ার ওপোরে চ'ড়ে, একটা চরচড়ের ফোঁটা কপালে পরে ছোট বিটির বাড়ি গেলেন, গিয়ে ঘোঁড়া থেকে নেমে বাড়ির ভেতর গিয়ে কপালের উপরে চোক তুলে পরিবারকে ধমাধম্ মারতে লাগলেন, আর ব'লতে লাগলেন জামাই ভাতি পেটে লাথি তিন দিন বাদ উতি শুতি, আমার ঘরে ভাত হয়েছে, লোক জন দাস দাসী গো মহিষী সব হয়েছে, তু এসে এখানে কি করছিস, বাড়ি আয়। ছোট বিটি বলছেন, বাবা অমন করো না মাকে পাঠিয়ে দিছি, একটু থেমে খেয়ে দেয়ে যাবেন, কড়ার লাড়ু কড়ার চোড়োর ধন গিদের ক'রো না, আবার থাকবে না। এই রকম করে বিটি বল্লেন তখন থেমে স্নান আহ্নিক করে জল খেলেন, ভাত খেলেন, খেয়ে যাবার ঠিক হলো, মায়ের মতন মাকে দিলেন, বাপের মতন বাপকে দিলেন, মাকে ব'লে দিলেন প্রতি রবিবারে ইথুনারাণ ঠাকুরের কড়ার লাড়ু কড়ার চোড়ো কলা মূলো আতব সন্দেশ ধূপদীপ দিয়ে পূজো ক'রো গিদের ক'রো না। রবিবারের দিন বার ক'রে থেক। এই সব ব'লে ক'য়ে বাপের সঙ্গে মাকে পাল্কি ক'রে পাঠিয়ে

দিলেন। দামাই পোড়া বামুন বাড়ি এলেন, তাঁর পরিবার প্রতি রবিবারে ইথুর পুজো করেন, কথা শোনেন, বার করেন, থাকেন। এম্নি করে সুখ হ'লো দারিদ্র্যদশা ঘুচলো, সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন। এদিকে রাজার ঘরে আবার ভাত হয়েছে, ইথুনারাণ ঠাকুরের দয়ায় হাতিশালে হাতী হয়েছে, ঘোঁড়াশালে ঘোঁড়া হয়েছে, রামলক্ষ্মণ বাখার হয়েছে, দাস দাসী গো মহিষী সব হয়েছে, তখন রাণীকে মনে পড়েছে, ছেলেকে মনে পড়েছে, পাত্র প্রত্যহ রাজ-সভায় যান, বসেন, হাঁসেন, কথা কন, এই রকম করে যান। এক-দিন রাজা পাত্রকে ব'ল্লেন, ভাই তুমিও বনকন্যা বিয়ে করেছিলে, আমিও বনকন্যা বিয়ে করেছিলাম, তবে তোমার এত উথ্‌লতে লাগলো, কেমন করে আর আমারই বা সব গেল, আবার হলো কেমন ক'রে, আমার স্ত্রীপুত্র তোমাকে এনে দিতে হবে, তা যদি না দিতে পারো, তবে তোমার জানবাচ্চা গা'ড়বো। এই কথা শুনে পাত্রের ভয় হলো, তিনি বল্লেন তোমার পরিবার কোথা গিয়েছে কোথা পাব, তাইতে রাজা বল্লেন যেখানে পাও আনতে হবে। এই কথা শুনে বাড়ি গেলেন, পাত্রের রাণী স্বামীর স্নানের খাবার সব ঠিক ক'রে রেখে বেলা হয়েছে, বারে বারে পাত্রের জন্যে ঘর বা'র করছেন, তা করতে পাত্র বিমর্ষভাবে মলিন বদনে পরিবারের কাছে গেলেন, পরিবার বল্লেন আজ এত মলিন দেখ্‌ছি কেন? তাইতে পাত্র বল্লেন, রাজার ঘরে ভাত হয়েছে তাই পরিবারকে মনে পড়েছে, আমি রাজসভায় যেমন যাই, তেম্নি গিয়েছিলাম, রাজা আমাকে বল্লেন আমার ছেলেকে আর পরি-বারকে যেখানে পাও এনে দিতে হবে, দিতে না পারলে জানবাচ্চা গা'ড়বো, তাইতে ভাবছি কোথা পাবো যে এনে দোব্বো। এই কথা শুনে রাণী বল্লেন তার আর ভয় কি, রাজা বাটিয়ে দিয়েছিলেন

আমি আবৃরিয়ে রেখেছি, তুমি খেয়ে দেয়ে রাজার কাছে যাও, গিয়ে বল গা, তুমি বাটিয়ে দিয়েছিলে আমি আবৃরিয়ে রেখেছি। আপনার পদধূলি আমার বাড়িতে না প'ড়লে আমরা রাণীকে পাঠাবো না, এই সব ব'লে ক'য়ে দিলেন। পাত্র ঘোড়ায় চ'ড়ে রাজ সভায় গেলেন। রাজা চন্দ্র সূর্য্য খাঁড়া নিয়ে বসে আছেন। পাত্র যদি আজ পরিবারকে না আনতে পেরে আমার সভায় আসে তা হলে এই খাঁড়া দিয়ে কেটে ফেলবো। এমন সময় পাত্র ঘোড়ায় চ'ড়ে রাজসভায় গেলেন। রাজা পাত্রকে একলা দেখে আর ঘোড়ায় চ'ড়ে আসা দেখে সেই চন্দ্র সূর্য্য খাঁড়া নিয়ে কাটতে গেলেন। পাত্র মিত্র সকলে বল্লেন, রাজা মহাশয় থামুন, কাটবেন না। উনি যখন ঘোড়ায় চ'ড়ে আজ এসেছেন, তখন কোন ভাল খবর দেবেন। এই বলে পেছুদিক থেকে এক জন খাঁড়া কেড়ে নিলেন। তখন পাত্রকে বল্লেন আমার রাণী আর ছেলে কই? তাইতে পাত্র বল্লেন, মহারাজ আপনার যখন ভাত ছিলো না তখন আপনি বাটিয়ে দিয়েছিলেন, যদি হাড়ি মোছোলমানে যেতো তা হ'লে কি হ'তো? আপনি বাটিয়ে দিয়েছিলেন আমি আবরিয়ে রেখেছিলাম। সেই তো আজ আমার মাথা থাকলো। আপনার পদধূলি আমার বাড়িতে না প'ড়লে আপনার পরিবার ছেলেকে দোব না। তাই শুনে রাজার লজ্জা হলো। পরিবার আর ছেলে আছে শুনে ভারি আহ্লাদ হলো। বল্লেন আপনি আমার ভার নিতে পার্ব্বেন? লোক জন যাবে, তাদের ভরম রাখবেন? পাত্র বল্লেন, তা আমি সব পারবো। তাইতে রাজা বল্লেন কা'ল যাবো। পাত্র রাজার কাছে বিদেয় হয়ে বাড়ি এসে পরিবারকে সকল কথা বল্লেন। রাজা আসবেন বলে সকল উদ্যোগ হতে লাগলো, ব্রাহ্মণে সন্দেশ ক'রলে, লোক জনের রান্না ক'রলে, পাত্রের রাণী রাজার জন্যে

নিজে রগুই করলেন, পাত্রের আর রাজার এক সঙ্গে খাবার জায়গা হলো, রাজা রথে চ'ড়ে হাতী ঘোড়া লোকজন ছাতা-আরাণী সব নিয়ে সেজে গুজে পাত্রের বাড়ি এলেন। পাত্র আদর করে রাজাকে তুলে এনে বসালেন। তামাক দিলেন, লোকজন সকলকে বসালেন, রাজাকে খাবার জন্যে অন্দরে নিয়ে গেলেন, এক সঙ্গে খাওয়া হলো, আঁচিয়ে পান খেলেন। সেইখানে একটা গালিচে পেতে রাজাকে বসিয়ে পাত্র বাইরে গেলেন, পাত্রের রাণী ভগ্নিপতির কাছে এসে মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক ভৎসনা করলেন, তুমি স্ত্রী পুত্রকে বাটিয়ে দিয়েছিলে আমি আবরিয়ে রেখেছিলাম, সেই তো আজ দিতে পা'রলাম, নইলে যদি হাঁড়ি মোছোলমানে যেতো তা হলে আমার স্বামীর মাথা কাটা যেতো, এই কালের বিচার। এখন ঘরে ধন হয়েছে, তাইতে মনে পড়েছে, ইথুনারাণ ঠাকুরের কড়ার লাড়ু কড়ার চোড়োর ধন, বিয়ে করে আসছিলে পথে রবিবার ইথুর পূজো ক'র্‌তে হবে দিদিকে বলে-ছিলাম, দিদি বল্লেন এ রবিবারে হবে না, পথে কোথা কড়ার লাড়ু চোড়ো পাব, লোকে বলবে টেঁটা কনে টেঁটা বর দোলা করে চরবর, আমার ব্রত করা হবে না। এই বলে চেতোল মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছিলো ; আমি পথে লোকজনকে ব'লে পূজোর সব আনিয়ে পূজো ক'রে কথা শুনে ব্রত করেছিলাম, বার করে-ছিলাম। দিদি বাড়ি গিয়ে আর ব্রত করেন নাই, ইথুনারাণ ঠাকুরের কোপে তোমার রাজত্ব সব গিয়েছিলো, আবার এখানে এনে দিদিকে ব্রত করালাম, সেই তোমার আবার সব হলো। এই বলে সকল কথা বল্লেন। রাজাকে ছেলে দেখালেন, রাণীর সঙ্গে দেখা করালেন, রাণী বল্লেন আজ বুঝি তোমার মনে পড়লো, ভাগ্যে বোন ছিলো, সেই আবার সব হলো। এই সব

কথা বার্ত্তা হলো। রাজা সদরে গেলেন, লোকজনের খাওয়া হলো, রথসজ্জা হলো, পাত্রের রাণী দিদিকে শাঁখা দিলেন, সাড়ী দিলেন, দিদির মতন দিদিকে দিলেন, ছেলের মতন ছেলেকে দিলেন, রাজার মতন রাজাকে দিলেন। দিদিকে বলে দিলেন আর যেন ভূলো না, ধন পেয়ে গিদের গরব করো না, প্রতি রবিবারে কড়ার লাড়ু কড়ার চোড়ো দিয়ে ধুপদীপ নৈবিদ্য কলা মুলো মিষ্টি দিয়ে ইথুনারাণ ঠাকুরের ব্রত ক'রো, কথা শুনো, বার ক'রে থেকো, তা হলে কখন দুঃখু কষ্ট হবে না, এই সব ব'লে ক'য়ে দিলেন, রাণী ছেলে রাজা সকলে বাড়ি গেলেন, বাড়ি গিয়ে প্রতি রবিবারে ধূমধাম ক'রে ইথুর পূজো করেন, কথা শোনেন, বার ক'রে থাকেন। এই রকম ক'রে সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'রতে লাগলেন।

পৌষ মাস

লক্ষ্মীর ব্রতকথা

এক থাকেন রাজা আর রাণী, তাঁর দুই বেটা, এক জনের নাম ধূপরাজ, আর একজনের নাম সুপরাজ। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ধন কুবেরকে বল্লেন, সকল দেবতার পূজোর প্রকাশ আছে, আমার পূজো নাই, রাজার কাছে গিয়ে বলগা তিনি রাজা তিনি ক'রলে সকল লোকে ক'রবে। ঘরের মেঝেতে গোবোরে কালো ক'রে এলুনীতে ধলো ক'রবে, পিঁড়ে পেড়ে নতুন কানি, বেতের কাঠায় ধান দিয়ে লক্ষ্মী পেতে পূজো ক'রতে হবে। উনি রাজা সতের মণ ধান দেবেন, কেউ সতের আড়ি দেবে, কেউ সতের সের দেবে, কেউ সতের পোয়া দেবে, কেউ সতের আঁজল দেবে, কেউ সতের মুঠো দেবে। এই রকম করে ধান দিয়ে ফল মূল নৈবিদ্য আদা বিউলী ধূপদীপ দিয়ে পূজো ক'রবে। আমি শঙ্খে আছি, চক্রে আছি, গদায় আছি, পদ্মে আছি, এক অংশ ব্রাহ্মণে আছি, এক অংশ রাজায় আছি। এই সব বলে দিলেন। ধন কুবের মর্ত্তে এলেন। রাজবাড়ি রাজসভায় রাজার কাছে গিয়ে বল্লেন, রাজা আমি ধনকুবের, লক্ষ্মীর পূজো নাই সকল দেবতার পূজো আছে, তাই লক্ষ্মীর ভবন থেকে এলাম, তুমি রাজা তুমি করলে সবাই ক'রবে। এই ব'লে রাজাকে পূজোর যা যা লাগবে সব বল্লেন। রাজা বল্লেন তুমি অন্দরে রাণীর কাছে গিয়ে বলগা, তিনি লক্ষ্মীর পূজো করবেন। এই কথা শুনে ধনকুবের অন্দরে রাণীর কাছে গেলেন, রাণী ব'সে ব'সে সুপোরী বারছিলেন, ধন

কুবের রাণীর কাছে গিয়ে বল্লেন, আমি লক্ষ্মীর ভবন থেকে এলাম, আমার নাম ধনকুবের, লক্ষ্মী আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, সকল দেবতার পূজো আছে, লক্ষ্মীর পূজোর প্রকাশ নাই, তুমি রাজার রাণী, তুমি লক্ষ্মীর পূজো ক'রলে সবাই করবে। মেঝেতে গোবোরে কালো কর্ব্বে এলুনীতে ধলো কর্ব্বে, পিঁড়েতে বেতের কাঠা দিয়ে নতুন কানি, ধান দিয়ে লক্ষ্মী পাতবে, তুমি রাজার রাণী সতের মণ ধান দেবে, কেউ সতের আড়ি দেবে, কেউ সতের সের দেবে, কেউ সতের পোয়া দেবে, কেউ সতের আঁজলা দেবে, কেউ সতের মুঠো দেবে, এই রকম করে ধান দিয়ে লক্ষ্মী পেতে ধূপ দীপ নৈবিদ্য আদা বিউলী, ফলমুল মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে লক্ষ্মীর পূজো করবো। তাই শুনে রাণী ব'ল্লেন আমার কোলে ধূপরাজ রূপরাজ দুই পুত লাফ পাড়ছে, হাতী ঘোড়ার চেঁচানীতে ঘুম হয় না, ধনকড়ি তালায়ে শুকোচ্ছে, আমি এখন কোথা লেতের কানি বেতের কাঠা ক'রে বেড়াবো। দাসীদিকে বল্লেন, দরোয়ানকে বল গা এই বেটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বা'র ক'রে দিয়ে আসুক। তাই শুনে দাসীরা দরোয়ানদিকে ব'ল্লে। ধনকুবেরকে গলাধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রতে গিয়ে দুয়োরের দান কাঠে মাথা লেগে কপাল কেটে গেলো, রক্ত প'ড়তে লাগলো, কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মীর ভবনে গেলেন, লক্ষ্মী গো মা, নারায়ণ গো বাবা, অন্যের আরতে যেয়ে ফুলচন্দন পাই, তোমার আরতে যেয়ে ঝাঁটা বারুন খাই, রাজার রাণীর কাছে গিয়েছিলাম, প্রথমে তোমার পূজোর যাতে প্রকাশ হয় তাই সকল কথা ব'ল্লাম, এই রকম করে লক্ষ্মীর পূজো ক'রো, বেতের কাঠা নতুন কাণি ধান এই সব যা যা লাগে সব বলাতে রাণী বল্লেন আমি কোথা লেতের কাণি বেতের কাঠা করে বেড়াবো, আমার ধূপরাজ রূপরাজ

দুই পুত কোণে লাফ পাড়ছে, হাতি ঘোড়ার চেঁচানীতে ঘুম হয় না, তালায়ে ধনকড়ি শুকোচ্ছে, এই বলে দরোয়ান দিয়ে এই আমার আবস্থা করেছে। তাই শুনে লক্ষ্মী বল্লেন, এত অহঙ্কার হয়েছে, কিছুই থাক্‌বে না। এই ব'লে লক্ষ্মীর কোপ হলো, হাতী-শালে হাতী গেলো, ঘোড়াশালে ঘোড়া গেলো, রাম লক্ষ্মণ বাথার গেল, দাস দাসী গো মহিষী ধনকড়ি সব উড়ে পুড়ে গেলো। একদিন রাজাতে রাণীতে দু'জনা বাসর ঘরে বসে পাশা খেলছেন, রাণীর মুখ দিয়ে আগুন উঠে বাসর ঘর পুড়ে গেলো, তখন রাজা ভাবলেন এমন হলো কেন! লক্ষ্মীর ভবন থেকে সেই যে ধনকুবের এসেছিলো বোধ হয় রাণী তাঁরি কোন আবস্থা করে থাকবে। তাইতে লক্ষ্মীর কোপে আমার সব গেলো। আর আমারও রাণীতে কাজ নাই, এই বলে সহর কোটালকে ডাক হলো। সহর কোটাল এসে ব'ল্লে মহারাজ কি হুকুম, তাইতে রাজা বল্লেন রাণীকে নিয়ে গিয়ে কেটে এনে আমাকে রক্ত দেখিও। সহর কোটাল রাণীকে নিয়ে এক বনে গেলেন। সহর কোটাল মনে ক'রলে রাণী অন্ন দিয়েছেন খেয়েছি, বস্ত্র দিয়েছেন প'রেছি, সে রাণীকে আজ কেমন করে কাটবো? এই ভেবে রাণীকে বনে রেখে একটা শেয়াল কুকুর কেটে রাজাকে রক্ত দেখালেন। রাণী বনে একটি গাছের গোড়ায় ব'সে আছেন, সেই গাছের উপরে দুইটি বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী পাখীর ছানা আছে, পাখি দু'টি সাত সমুদ্র পার হ'য়ে চরাট করতে গিয়েছে। সেই গাছের গোড়া দিয়ে একটা চিতি সাপ ছানা দুটিকে খেতে যেছিলো, রাণী তাই দেখে, আপনার গায়ে সোণার অলঙ্কার লোহা হয়েছে, সেই লোহার কঙ্কণ ফেলে সাপটিকে মেলেন, বিষ-নাড়ীটি ফেলে দিয়ে সেই কঙ্কণ দিয়ে কুটি কুটি ক'রে কেটে ছানা দুটিকে

খেতে দিলেন, আর পাখি দু'টির জন্যে কিছু রেখে দিলেন। পাখি দুটি চরাট করে আসতে আসতে মধ্য সমুদ্রে মুখ হতে আহার খসে প'ড়লো, তাইতে বল্লেন আজ কোন পাপিষ্ঠ এসে গাছের গোড়ায় বসেছে, তাই মুখের আহার খ'সে পড়লো। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী এসে ছানা দুটিকে বল্লে আজ কোন পাপিষ্ঠ গাছের গোড়ায় এসে ব'সেছে, তাই মুখের আহার খ'সে গেলো। তাইতে ছানা দুটি বল্লে আমরা পেট ভরে খেয়েছি তোমাদের জন্যে আছে খাও। গাছের গোড়ায় সাপ আস্‌ছিল, তাইতে ঐ মেয়েটি হাতের লোহার কঙ্কণে ক'রে সাপটিকে মেরে কুটি কুটি করে আমাদিকে খেতে দিয়েছে। তাই শুনে পাখি দুটি বল্লে আমরাও তাই ভাবছিলাম, আহার খ'সে গেল কি খেতে দেব। এই বলে সেই মাংসগুলি দুজনাতে খেলেন, ছানা দুটি সুধাইলেন, মা, ঐ মেয়েটি কে, তাইতে বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী বল্লেন, উনি রাজার রাণী, ধনকুবেরের আবস্থা করেছিলো, তাইতে লক্ষ্মীর কোপে প'ড়ে সব গিয়েছে। গায়ে সোণার অলঙ্কার লোহা হয়েছে, কদাকার চেহারা হয়েছে। তাই শুনে ছানা দুটি বল্লে, তবে কিসে ভাল হবে? তাইতে পাখি দুটি বল্লেন ছেলে পিলেকে কথা ক'য়ে এড়ান পাবার যো নাই। এই ব'লে বল্লেন যদি রাণী লক্ষ্মীর ভবনে যেতে পারেন তবে ভাল হবে। তার পর ছানা দুটি বল্লে, কি করে লক্ষ্মীর ভবন যেতে হয়? তাইতে মা-পাখী বল্লেন আমি আর তোমার বাবা ঝটাপটি ক'রে পড়বো, আমাদের পিঠের উপরে রাণী যদি পানটির মতন পাতুলী হন, শুয়োটির মতন শুটুলী হন, হ'য়ে আমাদের পিঠে আরোহণ ক'রতে পারেন, তা হ'লে আমরা সাত সমুদ্র তের রুদ্র পার হ'য়ে সরযূ নদীর ঘাটে গিয়ে নামিয়ে দেব। সেই ঘাটে লক্ষ্মীর দাসীরা লক্ষ্মীর

স্নানের জন্যে জল ভ'রতে আসবে। তাদের সঙ্গে লক্ষ্মীর ভবনে যেতে পারলে তবে সব ভাল হবে। সেই কথাগুলি রাণী গাছের তলায় ব'সে সব শুনলেন। রাত্রি হলো বাঘ ভালুক ডাকছে, রাণীর ভয় হ'লো, একটি বৃক্ষকে বল্লেন হে সত্যি কালের বৃক্ষি, তুমি দুভিত হও, আমি তোমার ভেতরে প্রবেশ করি। সত্যিকালের বৃক্ষি দুভিত হলেন, রাণী তার ভেতরে প্রবেশ কল্লেন। আবার ভোর হ'য়েছে. কাক কোকিল ডাকছে, চলাবল করছে, রাণীর ঘুম ভাঙ্গলো, সত্যিকালের বৃক্ষি তুমি দুভিত হও আমি বা'র হই, এই বলাতে সত্যিকালের বৃক্ষি দুভিত হ'লেন, রাণী বেরিয়ে এলেন। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী দুটি পাখি ঝটাপটি করে শুয়ে পড়লেন, রাণী পানটির মতন পাতুলী হলেন, গুয়োটির মতন গুটুলী হলেন, পাখীর পিঠে আরোহণ করলেন, পাখি দুটি উড়ে গেল, সাত সমুদ্র তের রুদ্র পার হয়ে সরযূ নদীর ঘাটে রাণীকে নামিয়ে দিলেন। রাণী নেমে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় লক্ষ্মীর স্নানের জল নেবার জন্যে সাত জন দাসী সাতটা ঘড়া নিয়ে ঘাটে এলো। তারা রাণীকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে নুন তেলের কানি প'রে, গায়ে লোহার অলঙ্কার, রুখু মাথা গায়ে খড়ি উড়ছে, মুখে আগুন উঠছে, কদাকার চেহারা। তাই দেখে দাসীরা বলাবলি করলে এমন মানুষ ত কখন দেখি নাই, উনি কে বটেন। রাণী দাসীদিকে বল্লেন, তোমরা কার জল ভ'রছো? তাইতে দাসীরা বল্লে আমরা মা লক্ষ্মীর জল ভ'রছি। তাই শুনে রাণী বল্লেন কোন্ কলসী শিয়ের, কোন্ কলসী উড়ের, কোন্ কলসী পায়ের, কোন্ কলসী হাতের, কোন্ কলসী গায়ের, কোন্ কলসী বুকের, কোন্ কলসী মুখের। দাসীরা প্রত্যেক অঙ্গের জল দেখিয়ে দিলে,

যে কলসী শিরের সেই কলসীতে দাসীদিকে না জানিয়ে রাণী আপনার হাতের মাণিক অঙ্গুরী এখন লোহার অঙ্গুরী হয়েছে সেইটি খুলে সেই কলসীতে দিলেন। দাসীরা বাড়ী এলো লক্ষ্মী তেল মেখে ব'সে আছেন, ভারি বিরক্ত হ'য়েছেন, দাসীদিকে দেখে বক্‌তে লাগলেন। এতক্ষণ ঘাটে কাকে দেখ্‌ছিলি কার সঙ্গে আস্‌নাই করেছিস। আমি সেই অবধি তেল মেখে ব'সে আছি, তোদের আমোদের এই সময়? এই সব বলে তিরস্কার কল্লেন। দাসীরা মাথায় জল ঢালতে লাগলো, যেমন মাথায় জল ঘড়াটি ঢেলেছে অমনি লক্ষ্মীর মাথায় ঠক করে অঙ্গুরীটি প'ড়ে লক্ষ্মীর পর্শে মাণিক অঙ্গুরী হ'য়েছে। লক্ষ্মী অঙ্গুরী নামিয়ে দেখে বল্লেন, কোন্ রাজার সঙ্গে ভাব করেছিস, এই দেখ মাণিক অঙ্গুরী দিয়েছে। তাই শুনে দাসীরা লজ্জিত হ'য়ে লক্ষ্মীকে বল্লে মা, ভয়ে কই কি নির্ভয়ে কই। তাইতে লক্ষ্মী বল্লেন নির্ভয়ে কও। দাসীরা বল্লে, সরযূ নদীর ঘাটে আমরা জল আনতে গেলাম, গিয়ে দেখি একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর পরনে নুন তেলের কানি, রুখু গা মাথা, মুখে আগুন উঠছে, গায়ে সব লোহার অলঙ্কার, দেখতে কদাকার চেহারা। সেই আমাদিকে বল্লে তোমরা কার জল ভ'রছো, আমরা ব'ল্লাম লক্ষ্মীর জল ভ'রছি। তাইতে কোন্ কলসী কোথাকার সব সুধাইলে, আমরা সব ব'ল্লাম। সেই বোধ হয় এই অঙ্গুরী শিরের কলসীতে দিয়ে থাকবে। এই সব শুনে লক্ষ্মী বল্লেন তিনি রাজার রাণী আমার কোপে প'ড়ে তাঁর এই দুর্দ্দশা হয়েছে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড ক'রেছি, তেল গামছা শাঁখা শাড়ী নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে এই সব পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসোগা। দাসীরা সব নিয়ে গিয়ে রাণীকে বল্লে লক্ষ্মীর

কাছে তোমাকে যেতে হবে, তেল মেখে স্নান করে শাঁখা শাড়ী গহনা প'রে আমাদের সঙ্গে লক্ষ্মীর ভবনে এসো। দাসীদের মুখে এই কথা শুনে রাণী স্নান কর্‌লেন, শাঁখা শাড়ী প'রে দাসীদের সঙ্গে লক্ষ্মীর কাছে গেলেন। লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম ক'রলেন। লক্ষ্মী বল্লেন তুমি রাজার রাণী ধনকুবেরের অবস্থা করেছিলে, তাই তোমার সব গিয়েছে। এই সব ব'লে দাসীদিকে বল্লেন জল খেতে দাও। জল খেলেন লক্ষ্মীর প্রসাদা ভাত খেলেন, এই রকম ক'রে থাকেন। একদিন রাণী মনে ক'রলেন, লক্ষ্মীর সকল কাজে লোক নিযুক্ত আছে আমি কি কাজ ক'রবো? এই ভেবে পাইখানা দেখে নিলেন, হাড়ি এসে ময়লা ছাপ করে। তাই দেখে রাণী শেষ রাত্রে উঠে লক্ষ্মার পাইখানা ছাপ ক'ল্লেন। জিবে দিয়ে চেটে নিলেন, চুল দিয়ে মুছে নিলেন, বেশ ক'রে ঝাট পাট দিয়ে পরিষ্কার করে থুয়ে এলেন। হাড়ি পাইখানা ছাপ ক'রতে এসে দেখলে বেশ পরিষ্কার হয়ে আছে। দেখে চ'লে গেলো, এই রকম ক'রে ১০।১৫ দিন রাণী রাত থাকতে উঠে, এই রকম করে ময়লা ছাপ করে রাখেন। একদিন লক্ষ্মী দাসীকে বল্লেন এখন আমার পাইখানা ছাপ কে করে? বেশ পরিষ্কার হয়ে থাকে, তাইতে দাসীরা বল্লে আমরা জানি না। হাড়িকে ডেকে সুধাইলেন, লক্ষ্মীর পাইখানা ছাপ কে করে? তাইতে হাঁড়ি বল্লে আমি আজ ১০।১৫ দিন সকাল বেলায় ময়লা ছাপ ক'রতে এসে ময়লা দেখতে পাই না, ফিরে ফিরে যাই। তাই শুনে দাসীরা বল্লে তবে ঐ মেয়েটি ভোরে ওঠে, সেই বোধ হয় ময়লা ছাপ ক'রে থাকে। তাই শুনে লক্ষ্মী রাণীকে ডেকে বল্লেন, তুমি রাজার রাণী হয়ে আমার পাইখানা ছাপ ক'রছো কেন? আমার

কোপে প'ড়ে তোমার সব গিয়েছে নইলে তোমারি কত দাসদাসী খাটতো। তাইতে রাণী বল্লেন, আমার আপনার কাছে কত অপরাধ হয়েছে, আপনার ময়লা ছাপ ক'রেছি তাতে আমার কষ্ট কি? আমি আপনার কাছে বেশ সুখে আছি। এই কথা ব'লে গলায় কাপড় দিয়ে লক্ষ্মীকে প্রণাম করলেন, লক্ষ্মী বল্লেন তোমার লঘু পাপে গুরু দণ্ড হলো। এইবার বর নাও, তাইতে রাণী বর নিলেন, আমার বিমুখ রাজা সমুখ হোক. যেমন ছিলো তেম্নি হোক। লক্ষ্মী তথাস্তু বল্লেন। লক্ষ্মীর দয়া হলো, সুদৃষ্টিতে তাকাইলেন। রাণীর সেখানে সেই সব ওরী চৌরী দক্ষিণ দুয়ারী দালান হলো, হাতিশালে হাতী হলো, ঘোড়াশালে ঘোড়া হলো, রামলক্ষ্মণ বাথার হলো, দাসদাসা গো মহিষী সব হলো, রাজার তখন মনে প'ড়লো, রাণী কই। সেই সহরকোটালকে ডাক হ'লো, সহরকোটাল এসে হাজির হলো। রাজা ব'ল্লেন রাণীকে যেখানে পাও এনে দাও, নইলে তোমার জানবাচ্ছা গাড়বো তাই শুনে সহরকোটাল.বল্লে, মহারাজ আপনি রাণীকে কাটতে বলেছিলেন, আমি যদি কাটতাম তা হলে কি হতো? আপনি যখন কেটে রক্ত দেখাতে ব'ল্লেন আমি মনে ক'রল রাণীকে কি করে কাটবো? এই ভেবে রাণীকে বনবাস দিয়ে কুকুর শেয়াল কেটে আপনাকে রক্ত দেখালাম। আজ এই তলপ, রাণীকে যদি না পাই তবে আমার জানবাচ্ছা যাবে। এই ব'লে সহরকোটাল বাড়ী হ'তে বেরিয়ে সেই বনে গেল। যে গাছে বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী থাকে, সেই গাছের তলায় গিয়ে বসে আছে, সেই ছানা দুটি কেঁচোর মেচোর ক'রে উঠলো, সহরকোটাল একখানি পাত-টাঙ্গি নিয়ে বসে বসে আপনার পায়ের গোদের গেঁজগুলি কেটে কেটে ছানা-

গুলিকে খেতে দিলেন। আর কিছু বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর জন্য রেখে দিলেন। পাখী দুটি চরাট করতে গিয়ে আহার নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে আস্‌ছে, মধ্য সমুদ্রে মুখের আহার খ'সে প'ড়্‌লো। তাইতে ব'ল্লে কোন্ পাপিষ্ঠ এসে গাছের গোড়ায় ব'সেছে, মুখের আহার খ'সে প'ড়্‌লো। তার পর বাসায় এসে ছানা দুটিকে ব'ল্লে কোন্ পাপিষ্ঠ এসে গাছের গোড়ায় ব'সেছে? মুখের আহার খ'সে প'ড়েছে। তাইতে ছানা দুটি ব'ল্লে, ঐ বুড়ো আপনার পায়ের গোদের গেঁজ কেটে আমাদিকে খেতে দিয়েছে, তোমাদের জন্যে রেখেছে, খাও। পাখী দুটি খেলে। তার পর ছানা দুটি বল্লে, ঐ বুড়ো এসে গাছের গোড়ায় ব'সে আছে কেন? তাইতে পাখী দুটি বল্লে, সেই রাজার রাণীকে খুঁজতে এসেছে। তাই শুনে ছানা দুটি বল্লে কি ক'রে রাণীর দেখা পাবে? তাইতে পাখী দুটি বল্লে, রাণী তো লক্ষ্মীর ভুবনে আছেন, রাজা নিজে এসে যদি নিয়ে যেতে পারেন, তবেই রাণীর দেখা পাবেন। ছানা দুটি বল্লে রাজা কি ক'রে তবে লক্ষ্মীর ভুবনে যাবেন? তাইতে পাখি দুটি ব'ল্লে ছেলেপিলেকে একটি কথা ক'য়ে এড়ান পাবার যো নাই। তাই ব'লে ব'ল্লে আমি ব'সে আছি এই ডালে, যদি মণ মণ কাঠের দা হয়, আর তোমার মা ব'সে আছে সেই ডালে পবন কাঠের বোটে হয়, এক রেতের মধ্যে হাজার হাজার ছুতোর এসে যদি তাই গড়াইতে পারে, তাইতে চ'ড়ে যদি রাজা লক্ষ্মীর ভুবনে যেতে পারেন, তাহলেই রাণীর দেখা পাবেন। এই সব কথা শুনে সহরকোটাল পাক-টাঙ্গি দিয়ে দুটো ডালে মেরে থুয়ে রাজাকে ব'লতে গেলো। রাজবাড়ী গিয়ে রাজাকে বল্লে, মহারাজ রাণীর উদ্দেশ ক'রে এলাম। রাজা বল্লেন রাণী কোথায় আছেন? সহরকোটাল

ব'ল্লে রাণী বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর ভুবনে আছেন। বনে এক বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী পাখি দুই ডালে বসে আছে। সেই ডাল কেটে এক রেতের মধ্যে হাজার হাজার ছুতোর লাগিয়ে মণ মণ কাঠের লা পবন কাঠের বোটে এই তৈয়ের করিয়ে আপনি যদি যেতে পারেন, তবেই রাণীর দেখা পাবেন। তাই শুনে রাজা হুকুম দিয়ে হাজার হাজার ছুতোর আনিয়ে লোকজন নিয়ে সেই বনে গেলেন। সহরকোটাল গিয়ে দুটি ডাল দেখিয়ে দিলে একটিতে মণ মণ কাঠের লা হলো আর একটিতে পবন কাঠের বোটে হলো। রাজা তাইতে চ'ড়লেন নদীতে চল চল ক'রে নৌকা চ'লে গিয়ে সেই ঘাটে লাগলো। সেই ঘাটে নৌকা বাঁধা থাক্‌লো। রাজা নৌকাতে বসে থাকলেন। লক্ষ্মীর স্নানের জল ভ'রবার জন্যে সাত দাসীতে ঘাটে এলো, রাজা তাদিকে সুধাইলেন, তোমরা কার জল ভ'রছো। তাইতে দাসীরা বল্লে আমরা মা লক্ষ্মীর জল ভ'র্‌ছি। তাই শুনে রাজা ব'ল্লেন তোমাদের মা লক্ষ্মীকে বলগা এই ঘাটে এক রাজা এসেছেন। দাসীরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে, রাজাটি দেখতে বেশ সুন্দর পুরুষ, সঙ্গে অনেক লোকজন এসেছে। সব দেখে গিয়ে লক্ষ্মীকে বল্লেন, মা লক্ষ্মী আজ সরযূর ঘাটে এক রাজা এসেছেন, আমাদিকে বল্লেন তোমরা কার জল ভ'রছো, আমরা বল্লাম মা লক্ষ্মীর জল ভ'রছি। তাই শুনে রাজা বল্লেন তোমাদের মা লক্ষ্মীকে বলগা, রাজা এসেছেন। রাজা দেখতে বেশ সুন্দর, নৌকা লাগিয়ে ব'সে আছেন। এই সব কথা শুনে লক্ষ্মী বল্লেন, হ্যাঁ এখন তো রাজা আস্‌বেন, গাই বাঁধলে বাছুরের দেখা পায়, বাছুর বাঁধলে গেয়ের দেখা পায়, ঝি বাঁধলে জামায়ের দেখা পায়। এখন রাণী এসেছেন তাই রাজার মনে প'ড়েছে। এই বলে দাসীদিকে বল্লেন,

গরদ তেল গামছা নিয়ে যাও, রাজাকে স্নান করিয়ে গরদ পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। দাসীরা সব নিয়ে গুয়ে রাজার কাছে গেলেন, রাজাকে তেল গামছা গরদ দিলেন, রাজাকে চাকরেরা তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিলে। রাজা গরদ প'রে গলায় সোণার কুড়ুল বেঁধে পদব্রজে লক্ষ্মীর ভুবনে লক্ষ্মীর কাছে গেলেন। গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে সোণার কুড়ুল গলায় বেঁধে ভক্তিপূর্ব্বক লক্ষ্মীকে প্রণাম কল্লেন, স্তবস্তুতি কল্লেন, লক্ষ্মী বড় সন্তুষ্ট হ'লেন। লক্ষ্মী বল্লেন, রাজা তোমার কোন দোষ নাই. নির্ব্বুদ্ধি রাণী ধনকুবেরের অপমান ক'রেছিলো, তাইতে আমার কোপে প'ড়ে তোমার সব গিয়েছিলো। আবার রাণী আমার ভুবনে এসেছিল তাই আমার দয়ায় পুনরায় তোমার রাজ্য হ'লো। পৃথিবীতে সকল দেবতার পূজোর প্রকাশ আছে. আমার পূজো নাই। তুমি রাজা তুমি আমার পূজোর প্রকাশ করগা. তুমি ক'রলে সকল লোকেই করবে। পৌষ মাস শুক্লপক্ষ বৃহস্পতিবার গোবোরে কালো ক'রো, এলুনীতে ধলো ক'রো, বেতের কাঠা নতুন কানি, ধান দিয়ে মধ্য মেজেতে পিঁড়ে কিম্বা চৌকি পেতে লক্ষ্মী পাতবে, তুমি রাজা সতের মণ, কেউ সতের সের দেবে, কেউ সতের আড়ি দেবে, কেউ সতের পোয়া দেবে, কেউ সতের আঁজল দেবে, কেউ সতের মুঠো দেবে, এই রকম যার যেমন সাধ্য হবে, সে তেমনি দিয়ে লক্ষ্মী পূজো করাবে। লক্ষ্মীর কাছে পিতলের সাজ কড়ি আয়না চিরুণী শাঁখা সিন্দুরের কৌটা কাঠের পেঁচা এই সব সাজিয়ে দেবে, পূজোর ফুল তুলসী দূর্ব্বা ঠিক ক'রে দেবে, সতের ধান খুঁটে চাল বা'র ক'রে সতের দূর্ব্বা দিয়ে তুলোয় ক'রে অর্ঘ্য ক'রে দেবে, ভোগের আতবের নৈবিদ্য

ফলমূল মিষ্টান্ন চিনি আদা বিউলী আট ভাজা, হুই সতের চাঁছির পুলি, দধি ক্ষীর ইত্যাদি দ্বারা যার যেমন সাধ্য, সে তেমন দিয়ে পূজো ক'র্‌বে। ব্রাহ্মণের পূজো করা হ'লে স্তবস্তুতি ক'রবে, কথা শুনবে, প্রণাম ক'রবে, ঘরের যিনি গিন্নি তিনি আতব চালের ভাত খেয়ে বার ক'রে থাক্‌বে। এই রকম ক'রে লক্ষ্মীর পূজো ক'রো। শঙ্খে আছি, চক্রে আছি, গদায় আছি, পদ্মে আছি, এক অংশ ব্রাহ্মণে আছি, এক অংশ রাজাতে আছি। দুঃখী দেখে খেতে দিও, নিবস্ত্রকে বস্ত্র দিও, রুখু মাথায় তেল দিও, গিদের কোরো না, অহঙ্কার কোরো না, তাহ'লে আমি তোমার ঘরে অচলা হয়ে থাকবো। এই সব কথা লক্ষ্মী রাজাকে রাণীকে শিখিয়ে দিলেন। রাজা রাণী লক্ষ্মীকে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম কল্লেন। মা লক্ষ্মীর ভোগ হলো, রাজারাণীতে প্রসাদ পেলেন, লোকজন সকলের খাওয়া হলো, লক্ষ্মী রাজার মতন রাজাকে দিলেন, রাণীর মতন রাণীকে দিলেন, লোকজন সকলকে খুসি ক'রে বিদেয় করলেন। মা লক্ষ্মী রাজাকে বল্লেন, রাণী যখন তোমার বাড়ী থেকে এখানে আসেন যতদূর এসেছেন রাণীর মুখের আগুনে ধানের আর শস্তের যত জমি আছে সব পুড়ে গিয়েছে, অমৃতকুণ্ডুর জল নিয়ে যাও, দুহাতে ছিটাতে ছিটাতে যেও, তাহলে আবার ধান শস্য সব হবে। এই বলে রাজাকে বিদেয় ক'রলেন। রাজারাণী প্রণাম ক'রে গিয়ে নৌকাতে উঠে বসলেন, লোকজন সব বস্‌লে। নৌকা চল চল ক'রে চ'লে গিয়ে সেই বনে লাগলো। সেইখানে রথসজ্জা করা ছিল। তাইতে চ'ড়ে রাজারাণী বাড়ী গেলেন। বাড়ী গিয়ে ধুপরাজ ধূপরাজকে রাণী কোলে নিলেন। তারা মাকে প্রণাম ক'রলে, রাজা গিয়ে ঢেঁড়া দেওয়াইলেন,

বলে দিলেন এই বলে ঢেঁড়া দিও সকল দেবতার পূজোর প্রকাশ আছে, লক্ষ্মীর পূজো নাই, এবার থেকে পৌষ মাসে চৈত্র মাসে ভাদ্র মাসে দিন দেখিয়ে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পূজো ক'রতে হবে, গোবরে কালো ক'র্‌বে, এলুনীতে ধলো ক'র্‌বে মধ্য মেজেতে পিঁড়ে পেতে ধান দিয়ে বেতের কাঠা, নতুন কাপি দিয়ে লক্ষ্মী পাতবে, কেউ সতের মণ ধান দেবে, কেউ সতের আড়ি দেবে, কেউ সতের সের দেবে, কেউ সতের পোয়া দেবে, কেউ সতের আঁজল দেবে, কেউ সতের মুঠো দেবে, এই রকম ক'রে যার যেমন সাধ্য সে তেমন দিয়ে লক্ষ্মী পাতবে, আয়না চিরুণী শাঁখা সিঁন্দুরের কোটো কড়ি পিতলের সাজ এই সব দিয়ে লক্ষ্মী পেতে ভোগের নৈবিদ্য ফলমূল মিষ্টান্ন সস্তিক দুই সতের পুলি আদা বিউলী পান দই ক্ষীর এই রকম যার যেমন জুটবে তেম্নি দেবে, সতের তুলশী, সতের দূর্ব্বা সতের চাল, তুলো দিয়ে অর্ঘ্য ক'রে ফুল চন্দন ধূপদীপ দিয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা লক্ষ্মীর পূজো করাবা। আলাদা সতের নৈবিদ্য দ্বারা ধনকুবেরের পূজো ক'রবে, পূজো হ'লে কথা শুনে গিন্নিকে সকলকে প্রণাম করতে হবে, সে দিন বাড়ির গিন্নিকে আতব চেলের ভাত খেয়ে বার ক'রে থাকতে হবে, বৈকালে লক্ষ্মীর জলযোগ হবে, রাত্রে লুচি সন্দেশ দুধ ক্ষীর যার যেমন সাধ্য সে তেম্নি ভোগ দেবে, রাত্রে একজন লক্ষ্মীকে আগুলে শুয়ে থাকতে হবে, ভোরের সময় গিন্নি উঠবেন, ঘরে দুয়োরে জল দিয়ে লক্ষ্মীর মুখ ধোবার জল, খরকে, মুখ মোছা দেবেন দিয়ে, প্রণাম ক'রে লক্ষ্মী মাথায় করবেন। এই মতে যিনি লক্ষ্মীর পূজো করবেন, লক্ষ্মী তাঁর ঘরে অচলা হয়ে থাকবেন। দুঃখী দেখে খেতে দিও, নিবস্ত্রকে বস্ত্র দিও, রুখু মাথায় তেল দিও, গিদের ক'রো না, অহঙ্কার ক'রো

না, তা হলে লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। ঐ সমুদায় কথা ব'লে গায়ে ঢেঁরী দেওয়া হলো, সকল লোকে জান্‌লে, রাজা লক্ষ্মী পূজো কর্‌বেন। তাই দেখাদেখি উদ্যোগ ক'রে যার যেমন সাধ্য সে তেমি দিয়ে লক্ষ্মীর পূজো করালেন। রাজা রাণীকে ঐ প্রকার ক'রে লক্ষ্মীর পূজোর উদ্যোগ করতে বল্লেন, ব'লে রাজা নিজে একখান ঘরে লক্ষ্মীর নামে ভাণ্ডার সাজালেন, ভাণ্ডারে সকল প্রকার জিনিষ দিলেন, চাল দাল নুন তেল ভাজাপোড়া ঘি ময়দা চিনি আতব ফলমূল তরি-তরকারী দই দুধ ক্ষীর ছানা মাখন লুচি সন্দেশ পক্কান্ন ইত্যাদি পান পান-মশলা ঝাল-মশলা হাঁড়ি কাঠ রূপোর বাসন কাঁসার বাসন পেতোলের বাসন পাথরের বাসন ইত্যাদি শাল শাড়ী কাপড় গরদ তসর গামছা খাট বিছানা বালিশ মশারি, সোণার গহনা হীরার গহনা জড়োয়ার গহনা এই সব দিয়ে ভাঁণ্ডার সাজিয়ে দিলেন। রাণী ঘরের মেজেতে এলুন দিয়ে পিঁড়ে পেতে নতুন কাণি ধান কাঠা দিয়ে সাজ শেকা আয়না চিরুণী সিন্দূরের কৌটো কড়ি ইত্যাদি দিয়ে লক্ষ্মী পেতে রাখলেন। ভোগের জন্যে একখানি মাঁটির সরাতে একপোয়া আতপ একখানি পেটিলা চাটি মটরের দাল আদা আর গোটাকতক ভাজাপোড়া সস্তিক দুইসতের পুলি এই ঠিক ক'রে রাখলেন। ব্রাহ্মণ পূজো করতে এলেন, আগে পঞ্চদেবতার পূজো হলো, সভের নৈবিদ্য দিয়ে ধনকুবের পূজো হলো লক্ষ্মীর পূজো স্তব স্তুতি কল্লেন সকলে প্রণাম ক'রে কথা শুনলেন। রাণী আতপ চেলের ভাত খেয়ে বার করে থাকলেন। ব্রাহ্মণ পূজো ক'রে যখন বাড়ি যান তখন রাজা সদরে দাঁড়িয়েছিলেন, ব্রাহ্মণকে দেখে বল্লেন, ব্রাহ্মণ, রাণীর লক্ষ্মীপূজো ক'রে কি নিয়ে যেছো দেখি, ব্রাহ্মণ দেখাইলেন, একখানি সরাতে একপোয়া আতপ একখানি

পেটলী কিছু আদা বিউলী আটভাজা সন্তিক। এই দেখে রাজা বল্লেন, আ-মর নির্ব্বংশীর বিটি. এতোতে লজ্জা নাই, এই সামান্য জিনিষ লক্ষ্মীকে দিয়েছে। আচ্ছা, তোমার রাণীর লক্ষ্মী পূজো ক'রলে, এবার আমার লক্ষ্মীপূজো করতে হবে, এগুলি তোমার বাড়ীতে রেখে এসোগা। ব্রাহ্মণ সেগুলি বাড়িতে রেখে এলেন, রাজা ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, সেই ভাণ্ডার লক্ষ্মীর নামে উৎসর্গ করে দিতে বল্লেন। ব্রাহ্মণ তিল হরিতকী নিয়ে সঙ্কল্প ক'রে তুলসী দিয়ে লক্ষ্মীকে সেই ভাণ্ডার উৎসর্গ ক'রে দিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে বল্লেন, গরুগাড়ী এনে এই সব জিনিস বাড়ী নিয়ে যাও। তাই শুনে বাড়ি গিয়ে গরুগাড়ী ঠিক ক'রে ব্রাহ্মণ মাকে বল্লেন মা, রাজা যে ভাণ্ডার লক্ষ্মীকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন, তা আনলে বসে থাবা, শুয়ে বিলোবা এত জিনিষ রাজা দিয়েছেন। যেখানে যা হাঁড়ি কলসী আছে আজাড় ক'রে রাখ. এই বলে ব্রাহ্মণ গাড়ী নিয়ে রাজবাড়ী গেলেন, ব্রাহ্মণের মা যেখানে যা হাঁড়ি কুঁড়ি ছিল আঁঠায় কাঠায় ছুতো হাঁড়ি যত যা ছিল, সব এনে ঠিক ক'রে রাখলেন, ব্রাহ্মণ রাজবাড়ী থেকে গাড়ীতে ক'রে যে সব জিনিষ আনলেন তাতে হাড়ি কলসী সব ভ'রে গেল। মা বেটাকে বল্লেন, বাবা রাজাকে বলগা আর জিনিষ রাখতে আমাদের জায়গা নাই, এখন যা এনেছো এই জিনিষ ফুরোক, ফুরোলে আবার আনবে, এখন সেই ভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রেখে দেন. এই ব'লে শিখিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার কাছে গিয়ে সেই কথা বল্লেন, রাজা কুলুপ দিয়ে নিজের কাছে চাবি রাখলেন, আর বল্লেন, তোমার যখন যে জিনিষের দরকার হবে তাই নিয়ে যেও। ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বাড়ী গিয়ে জল খেলেন, রাজা অন্দরে গিয়ে লক্ষ্মীকে প্রণাম ক'রে স্তব স্তুতি কল্লেন, লক্ষ্মীর

প্রসাদ খেয়ে জল খেলেন। এইরকমে অনুসারে পৌষমাসের লক্ষ্মী পূজো হ'লো। বৈকালে রাজা লক্ষ্মীর জন্যে নানারকমের ফলমূল কাঁচাসন্দেশ ক্ষীর ইত্যাদি জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, রাজা নিজে দেখতে লাগলেন, রাণীর এতোতে সেই নজর ঘোচে না, তাতে রাজা নিজে সব দেখেন। সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি হলো, রাত্রে লুচি সন্দেশ দুধ নানারকমের পক্কান্ন দ্বারা লক্ষ্মীর ভোগ হ'লো। রাণী সকাল বেলায় লক্ষ্মী মাথায় ক'রলেন। এই রকম ক'রে পৌষমাসে, চৈত্রমাসে, ভাদ্রমাসে, বছরে তিনবার দিন দেখিয়ে বৃহস্প'তবারে লক্ষ্মীর পূজো ক'রতে লাগলেন। রাজার দেখা দেখি সকলেই যার যেমন সাধ্য সে তেমি ক'রে পূজো করতে লাগলো, এই রকমে লক্ষ্মীর পূজোর প্রকাশ হলো। লক্ষ্মীর দয়াতে রাজার একগুণ ছিলো দ্বিগুণ হলো, ব্রাহ্মণের সেই জিনিষ উথলতে লাগলো। মানুষের দেওয়া কুলোয় না, লক্ষ্মীর দেওয়া ফুরোয় না, শঙ্খে আছি চক্রে আছি গদায় আছি পদ্মে আছি এক অংশ ব্রাহ্মণে আছি এক অংশ রাজাতে আছি, দুঃখী দেখে খেতে দিও, রুক্ষ মাথায় তেল দিও, নিবস্ত্রকে বস্ত্র দিও, গিদের কোরো না, অহঙ্কার কোরো না, লক্ষ্মীশ্রী হ'য়ে থেকো, ঘরে লক্ষ্মী অচলা হয়ে থাকবেন, এই ব'লে প্রণাম করতে হয়।

মাঘ মাস

শীতলা ষষ্ঠীর ব্রতকথা

এক থাকেন বেণে সদাগর, তাঁর এক বেটা এক বৌ। বৌ ফুলমতী ছিলেন, ঋতুমতী হলেন, ঋতুমতী ছিলেন, গর্ভবতী হলেন, সেই গর্ভে শীতলা এসে জন্মগ্রহণ ক'রলেন। বৌ সাঁজো জিনিষ যা খান তাই পেটে থাকে না উঠে পড়ে, বাসা জিনিষ খেলে পেটে থাকে। শ্বশুর পাড়াপ্রতিবাসীদিকে ডেকে বৌকে বল্লেন কি খেতে ইচ্ছে হয় বল, আমি এনে দেবো। তাতে বৌ বল্লেন সাঁজো জিনিষ পেটে থাকে না, বাসী ক'রে রেখে যা খাই তাই পেটে থাকে। এই কথা শুনে শ্বশুর বল্লেন, ভাত মুড়ি দই দুধ সব জিনিষ বাসী ক'রে রেখো তাই খাবা, বৌ তাই করেন। পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খাবেন, আগে দিন সব ক'রে রেখে দিলেন, পরদিন বাসী খেলেন। সাত মাসে ভাজা খাবেন আগে দিন ভাজা পোড়া ক'রে রেখে দিলেন, পরদিন খেলেন। ন'মাসে সাধ খাবেন, আগে দিন অন্নব্যঞ্জন রেঁধে রাখলেন, পরদিন বাসী সাধ খেলেন। পাড়াপ্রতিবাসীরা সবাই টাট্‌কা রেঁধে দিলেন ভোজ-ভাত হলো। দশমাস দশদিন হ'লে এক কন্যা হলো। কন্যা-টিকে টাট্‌কা দুধ দিলে পেটে থাকে না, বাসী ক'রে রেখে দুধ খেতে দেন। তেল, হলুদ, কাজল, যা টাট্‌কা দেন তাতে ছেলে কান্দে, বাসী ক'রে রেখে যে জিনিষ দেন ছেলে খেয়ে বেশ সুস্থ হ'য়ে থাকে। পাঁচদিনে পাঁচুটে হলো, ছয়দিনে ছয় ষেটেরো হলো, আটদিনে আটকুলিয়ে হলো, নয়দিনে নবগ্রহ পুজো হলো,

একুশদিনে ষষ্ঠীপূজো হলো, মাসিক ষষ্ঠীপূজো হলো, ছেলে পোয়াতি আঁতুড় থেকে বেরুলেন। তিন মাসে রাঙের বালা দিলেন, পাঁচ মাসে ছেলে লাড়ু খাবে, আগে দিন লাড়ু বাসী ক'রে রেখে দিলেন, পরদিন ছেলে লাড়ু খেলে। সাত মাসে অন্নপ্রাশন হবে, দিন দেখিয়ে আগেদিন অন্নব্যঞ্জন সব রশুই ক'রে বাসী রেখে দিলেন, পরদিন তাই ছেলে খেলে, আর আর রান্না হলো লোক কুটুম জ্ঞাতি সকল লোকের ভোজভাত হলো। মেয়ের নাম রাখ্‌লেন শীতুলী। মেয়েটি নয় বছরের হলো আর এক বেণে সদাগরের বেটার সঙ্গে শীতুলীর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হলো। বুড়ো বল্লেন, আমার নাত্নী গরম জিনিষ খায় না, গরম খেলে পেটে থাকে না, বাসী ক'রে সকল জিনিষ খেতে দিও, তাই শুনে শীতুলীর শ্বশুর বল্লেন, বেশ-তো তাই খাবেন, আমার ঘরে কেউ নাই বৌমা নিজে সব বাসী ক'রে রেখে খাবেন, উনিই গিন্নি উনিই ধন্নি যা ক'র্‌বেন তাই হবে। এই সব বলা-কওয়া হ'য়ে থাক্‌লো। তার পরদিন স্থির হলো, আগেদিন তেলহলুদ বাসী জল থুবড়োর অন্নব্যঞ্জন রেঁধে রাখ্‌লেন। পরদিন সব বাসী জিনিষ দিয়ে গায়ে হলুদ হলো, বাসী রান্নার থুবড়ো খেলেন। বিয়ের আগেদিন বাসরের ভাতব্যঞ্জন বিয়ের যে কিছু সব বাসী করা থাক্‌লো। বিয়ের দিন হলুদ-তেলের দিন রশুই হয়ে আর সকলের ভোজভাত হলো, রাত্রে বিয়ে হলো পাত্রকন্যার খাওয়া হলো বরযাত্রী ভোজন হলো। পরদিন সুখস্নান ক'রে বাসী জলখাবার খেয়ে পাত্রকন্যা বিদেয় হলো। শীতুলী শ্বশুরবাড়ী গেলেন সেখানে 'বাসী দুধপান্ত খেলেন, ভোজভাত হলো। এম্নি ক'রে শীতুলী আগে-দিন রেঁধেবেড়ে সকল জিনিষ বাসী ক'রে রাখেন, পরদিন তাই খান। কতকদিন পর ফুলমতী ছিলেন, ঋতুমতী হ'লেন, ঋতুমতী

ছিলেন, গর্ভবতী হলেন। পাঁচমাসে বাসী ক'রে রেখে পঞ্চামৃত খেলেন, সাত মাসে দিন দেখিয়ে আগেদিন ভাজাপোড়া বাসী ক'রে রেখে ভাজা খেলেন, নয় মাসে দিন দেখিয়ে আগেদিন রেঁধে বেড়ে রেখে দিলেন, বাসী সাধ খেলেন। অন্যান্য লোকের রেঁধে ভোজভাত হলো। এই গর্ভে শীতুলীর যাট বেটা জন্মগ্রহণ ক'রেছে। দশমাসে প'ড়লে বুড়ো শ্বশুর আর কোথাও যায় না, বোয়ের কখন সন্তান হবে এই ব'লে বাড়াতেই থাকেন। একদিন দশমাস দশদিনে বৌ সারকুড়ে ছাই ফেলতে গিয়েছেন, প্রসব বেদনা উঠে সেইখানে একটা পোড়োর ভেতরে যাটটা ছেলে হলো। শীতুলী মনে ক'রলেন পোড়োটা কিসের না কিসের, তাই মনে ক'রে টেনে সারকুড়ে ফেলে দিলেন, দিয়ে বাড়ী এলেন। শ্বশুরের ঐ সব দিকে লক্ষ্য আছে, বৌ এখুনি ধামাপারা পেট নিয়ে ছাই ফেলতে গেল আবার দেখছি তালপারা পেট নিয়ে বাড়ী এলো ইহার কারণ কি। এই ভেবে বুড়ো উঠে গেল, মা ষষ্ঠী শঙ্খচীলের রূপ ধ'রে ঠোটে ক'রে পোড়োটা চিরে দিলেন, যাটটা ছেলে কিলবিল ক'রে নড়ে কাঁদতে লাগলো, চীল কাক উড়তে লাগলো। বুড়ো লাঠিগাছটি হাতে ক'রে সারকুড়ে গিয়ে দেখলেন, পোড়ো প'ড়ে আছে, অনেক ছেলে নড়ছে। তাই দেখে লাঠিতে ক'রে এক এক ক'রে গুণ্তে লাগলেন, দেখেন তো যাট বেটা হয়েছে, বৌ ফেলে দিয়ে গিয়েছে। বাড়ী গিয়ে বৌকে বল্লেন, তোমার যাট বেটা হয়েছে। বৌ বল্লেন, কে জানে একটা পোড়োর মতন কি প'ড়লো, আমি তাই দেখে ফেলে দিয়ে এসেছি। বুড়ো মানুষ ডেকে, পেছেতে ক'রে ছেলেগুলিকে বাড়ীতে আনলেন। বৌ বল্লেন, আমার এক ঘরে ছেলে রাখা হবে না, যাটখান ঘরে যাট ছেলে থাকবে। এই কথা শুনে বুড়ো সেইখানে যাটখান কুঁড়ে ঘর ক'রে

দিলেন, শ্বশুর বৌকে বল্লেন, বৌমা পোচার পো পাঁচ ক'রে ছেলের নাড়ী কেটে দিয়ে সে যাক। বৌ বল্লেন, তা আমার হবে না, ষাটজন দাই ষাট ঘরে নাড়ী কাটবে। বুড়ো অনেক কষ্টে ষাটজন দাই খুঁজে এনে ষাটখান ঘরে ষাট ছেলের নাড়ী কাটিয়ে দিলে. ষাটজন অগ্নি এসে ষাটছেলেকে দুধ খাওয়ার তেল কাজল দেয়। এম্নি ক'রে পাঁচদিনে পাঁচুটে ছয়দিনে ষেটেরো আটদিনে আটকুলিয়ে ন'দিনে নবগ্রহ পূজো এই সব হ'লে শ্বশুর বল্লেন, বৌমা পোচার পো পাঁচ ক'রে ষষ্টিপূজো হোক্। বৌ বল্লেন, তা আমার হবে না। আমার ষাটজন পুরুত ষাটজন নাপিত চাই একসঙ্গে ষাটজনের ষষ্টিপূজো হবে। শ্বশুর ষাটজন পুরুত এনে ধুমধাম ক'রে ষষ্টিপূজো করালেন, বৌ আঁতুড় থেকে বেরুলেন। তিন মাসে ছেলেদিকে রাঙ্গের বালা দিলেন. পাঁচমাসে শ্বশুর বল্লেন, বৌমা পোচার পো পাঁচ ক'রে ছেলেদের লাড়ু খাওয়ান যাক, বৌ বল্লেন, তা আমার হবে না. আমার ষাটজন আপ্ত বন্ধুতে ষাটছেলেকে লাড়ু খাওয়াবে। শ্বশুর তাই সব যোগাড় ক'রলেন, ষাট ঘরে ষাটখান পিঁড়ি প'ড়লো, ষাটখান থালে লাড়ু ষাট গেলাশ জল ঠিক ক'রে দিলেন, লাড়ু খাওয়া হলো। ছ'মাসে অন্নপ্রাশন হবে, শ্বশুর বল্লেন, বৌমা পোচার পো পাঁচ ক'রে অন্ন-প্রাশন করিয়ে দেওয়া হোক। বৌ বল্লেন, আমার তা হবে না আমার ষাটজন পুরুত চাই, ষাটজন নাপিত চাই, ষাটজন আপ্ত-লোকে অন্নপ্রাশন করাবে। শ্বশুর তাই সব ফরমাস শুনে সব যোগাড় ক'রলেন। দিন দেখিয়ে অন্নপ্রাশন হবে, আপ্তকুটুম্ব সকলকে আনলেন, অন্নপ্রাশনের দিন ষাটছেলের ষাটজন নাপিতে একসঙ্গে মালি নামাইলে তেলহলুদ মাখিয়ে দিলে, ষাটজন পুরুতে শ্রাদ্ধ করালে, নান্দিমুখ হলো। ভোজভাত

হবে, সবাই রান্না ক'রতে লা'গলো। ষাটঘরে ষাটখান পিঁড়ি ডাবর গাড়ু গামছা বিছানা প'ড়লো। অন্নব্যঞ্জন ষাটখানা থালে ক'রে দিলে, ষাটজন আপনার লোকে একসঙ্গে ষাটছেলেকে ভাত খাওয়াইলে অন্নপ্রাশন হলো, ভোজভাত হলো, সবাই খেলে কুটুম্ব যারা এসেছিল তারা চ'লে গেল। এই রকম ক'রে থাকেন। পাঁচ বছরের হ'লে বুড়ো বৌকে বল্লেন, ছেলেরা পাঁচ বছরের হ'লো, পোচার পো পাঁচ ক'রে হাতে খড়ি দি। তাতে বৌ ব'ল্লেন, তা হবে না, ষাটজন পুরুতে পূজো ক'রবে ষাটজন পণ্ডিত চাই, একসঙ্গে ষাটজনের হাতে-খড়ি হবে। বুড়ো শ্বশুর তাই সব যোগাড় ক'রলেন, ষাটজন পুরুতে পঞ্চদেবতার পূজো ক'রলে ষাটজন পণ্ডিতকে ষাটখান নতুন কাপড় চাদর দিলেন। ষাট ছেলেকে স্নান করিয়ে ষাটখান নতুন কাপড় চাদর পরিয়ে হাতে খড়ি দিলেন। আবার কিছুদিন পর ছেলে ন'বছরের হলো। বুড়ো বৌকে বল্লেন, বৌমা ছেলেরা ন'বছরের হলো পোচার পো পাঁচ ক'রে কর্ণবেধ করা যাক। তাতে বৌ বল্লেন, আমার তা হবে না, একসঙ্গে ষাট ছেলের কর্ণবেধ হবে, ষাটজন নাপিত পুরুত চাই, ষাটখান ছোঁড়োলা হবে। এই সব শুনে বুড়ো ষাট ষাট সব যোগাড় ক'রলেন, ষাটখান ছোঁড়োলা হ'ল, ষাটজন পুরুতে ষাটজন আপনার লোকে নান্দিমুখ ক'রলে, ষাটজন নাপিতে একসঙ্গে ষাট ছেলের কর্ণবেধ ক'রলে। ধুমধাম ক'রে ভোজভাত হ'ল। এই রকম করে থাকেন। আবার কিছু দিন পরে ছেলেগুলির বিয়ের সময় হ'ল। বুড়ো বল্লেন, বৌমা একে একে ছেলেদের বিয়ে-সারি। বৌ বল্লেন, আমার তা হবে না, এক মায়ের পেটে যার ষাট বিটি থাকবে তাদেরি সঙ্গে আমার ছেলেদের বিয়ে হবে। তাই শুনে বুড়ো বল্লেন, তোমার মতন ভাগ্যিমানী কে আছে যে

ষাট বিটি প্রসব ক'রে রেখেছে। তাতে বৌ বল্লেন, যার ষাট বিটি আছে তার বাড়ীতে বিয়ে দোব, নইলে বেটাদের মালাচন্দন দিয়ে দেবো। তাই শুনে বুড়োর বড় ভাবনা হলো। বুড়ো মনে ক'রলেন, চেষ্টা ক'রে দেখি অবিশ্যি কন্যা হয়েছে। এই ভেবে একছালা টাকা গরুর পিঠে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন, গিয়ে একটি শিবের মোড়পে টাকার ছালাটি নামিয়ে ব'সবেন, এমন সময় বুড়ো দেখ্লেন, একটা মানুষে এক পাত্না আমলা, আর কটা মানুষে এক পাত্না হলুদ বাঁটা, একটা মানুষে এক পাত্না খোল ভিজে, আর কজনা এক কলসী তেল নিয়ে যাচ্চে, তার পেছু পেছু একপাল বিটিছেলে দৌড়ে দৌড়ে গুর গুর ক'রে যাচ্চে, সবার শেষে একটি বুড়ী একগাছি লাঠি দু'হাতে ক'রে ধ'রে গুড়ি গুড়ি যাচ্চে। তাই দেখে বুড়ো মনে মনে ক'রলেন, ছেলেগুলি তো দেখতে এক রকমের, এক মায়ের পেটের হয় তো ভাল হয়। একে একে গুণলেন ষাটটি ছেলে। বুড়ো বুড়ীকে বল্লেন, কোথা যেছো মা, এই ছেলে-গুলি কার? তাতে বুড়ি বল্লেন, আর কোথা যেছি, ওই ছেলে ক'টার মাথায় চেটো হ'য়েছে তাই ঘষিয়ে দিতে যেছি। তাতে বুড়ো বল্লেন, ছেলেগুলি কার? বুড়ী বল্লেন, আমারি বোয়ের ষাট বিটি হয়েছে। বৌ আবার কোট্ ক'রেছেন, যার ষাট বেটা হবে তারি সঙ্গে বিটির বিয়ে দোবো, তা যদি না পাই তো মালাচন্দন ক'রে দেবো। এই তো জ্বালা। তাই শুনে বুড়ো বল্লেন, তুমি আমাকে বাঁচাইলে, তুমি রাখলে আমাকে, আমি রাখ্বো তোমাকে। এই ব'লে বুড়ো বল্লেন, আমার বোয়ের ষাট বেটা হয়েছে, বৌ অমি কোট্ ক'রেছে, যার ষাট বিটি আছে তার বাড়ীতে বেটাদের বিয়ে দেবো। তবে ভালই হ'ল, তোমার নাত্নীদের সঙ্গে আমার নাতিদের বিয়ে দোব। এই ব'লে বুড়ো ব'সে থাকলেন, বুড়ি নাত্নিদের মাথা

ঘষিয়ে এলেন, বুড়ো সেই সঙ্গে টাকার ছালাটি নিয়ে বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। বাড়ী গিয়ে বুড়ী বৌকে বল্লেন, তোমার মতন আর এক ভাগ্যিমানীর ষাট বেটা আছে, তারি ছেলেদের সঙ্গে তোমার বিটিদের বিয়ে হবে। এই বলে বুড়োর সঙ্গে বেটাকে নিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ দিন স্থির হলো, বুড়োকে ভাল ক'রে খেতে দিলেন। বুড়ো টাকাছালাটি দিয়ে বাড়ি এসে বৌ বেটাকে বল্লেন, তোমার বেটাদের বিয়ের যোগাড় ক'রে এলাম, তোমার মতন আর এক ভাগ্যবতীর ষাট বিটি আছে, তাদেরি সঙ্গে বিয়ে হবে। বৌ শ্বশুরকে বল্লেন, ষাট ষাট সকল জিনিষ বিয়েতে চাই। শ্বশুর তাই যোগাড় ক'রলেন, ষাটখান ছোঁরোলা হ'ল, ষাটজন পুরুত ষাটজন নাপিত এলো। সেই কুঁড়েতে ষাটজনার বাসর হলো, ষাটখান ডালা সজ্জি হলো, এই রকম ক'রে বিয়েতে যা লাগে সব ষাট ষাট ক'রে হলো; একসঙ্গে ষাট জনার হলুদ ঠেকান হলো, একসঙ্গে ষাটজনার খুবড়ো খাওয়া হলো, একসঙ্গে যত বিধিব্যাভার সব সারা হলো। বিয়ের দিনে ষাটজনের একসঙ্গে খারমুচি ভাঙ্গা জলসওয়া হলো। ষাটজন পুরুতে একসঙ্গে আপনার লোকে শ্রাদ্ধ ক'রলে। ত্দিন খুব ভোজ ভাত হ'তে লাগলো। লোক কুটুম সবাই এলেন, একসঙ্গে ষাট-জনার ধূমধাম ক'রে বিয়ে যাবে, বুড়ো সবাইকে ব'লে রাখলেন, আমি রোশনাই ক'রে বিয়ে নিয়ে যাবো, যদি কারু ঘর পুড়ে যায় কেউ দুঃখু কোরবে না আমি টাকা দিয়ে ঘর ক'রে দোবো। এই সব ব'লে-ক'য়ে রাখলেন। ষাটজনার অধিবাস গেল। বাজনা ভাণ্ড ক'রে রোশনাই জেলে ষাটখান পাল্কিতে একসঙ্গে ষাট বেটাতে বিয়ে ক'রতে গেলেন। কন্যের বাড়ী গিয়ে একসঙ্গে ষাটখান ছোঁরোলাতে ষাটবেটার বিয়ে হলো, পাত্রকন্যা বাসরে গেলেন, বাসরের ভাত খাওয়া হলো, বরযাত্রীর খাওয়া হলো। সে

রাত্রি থেকে পরদিন বাসীবিয়ে। বুড়ো বেটাকে বল্লেন, আমি আগে চ'ল্লাম তুমি শেষে পাত্র কন্যা নিয়ে এসো। এই বলে বুড়ো বাড়ী এসে বৌকে বল্লেন, বৌমা বেশ বিয়ে হলো। কারু ঘর দুয়োর পোড়ে নাই। তুমি বৌ-পরিচয়ের সব ঠিক ক'রে রাখ। বৌ ষাটখান ছোঁরোলাতে পিঁড়ে পেড়ে ষাটটা কুরশী, ষাটগাছ লোহা, ষাটটা ঘট, বৌ-পরিচয়ের যে কিছু জিনিষ লাগে সব ঠিক ক'রে রাখলেন। শ্বশুর বল্লেন, বৌমা তোমার যা সাধ ছিল, আমি সব পূর্ণ করেছি আজ আমার সাধ তোমাকে পূর্ণ ক'রতে হবে। বৌ বল্লেন, যা ব'লবেন তাই করবো। তাতে শ্বশুর বল্লেন আজ ষাট ছোঁরোলায় তোমাকে ষাট হয়ে বৌ-পরিচয় ক'রতে হবে। তাতে বৌ বল্লেন, আপনার আশীর্ব্বাদ থাকেতো ক'রবো। এই বলে শ্বশুরের পায়ের ধুলো নিলেন, তারপর বৌ বেটা নিয়ে বিয়ে এলো। শীতুলী শ্বশুরকে প্রণাম ক'রে ষাট বৌ হয়ে ষাট ছোঁরোলায় বৌ-পরিচয় ক'রতে লাগলেন, শ্বশুর টুকি মেরে এ ছোঁরোলা ও ছোঁরোলা দেখ্‌তে লাগলেন, দেখেন তো সকল ছোঁরোলাতেই বৌমা বৌ-পরিচয় ক'রছেন, একা শীতুলী ষাটজন হয়েছেন। তাই দেখে শ্বশুর আশ্চর্য্য হ'য়ে বোয়ের কাছে গেলেন। বৌ বাসর ঘরে ষাট বৌ বেটা নিয়ে কোলে কোরে কুরশীতে ব'সলেন। শ্বশুর মনে করলেন বৌ আমার মানুষ নয়, মানুষ হলে কি ষাট ছেলে প্রসব করে। এই ভেবে বৌকে বল্লেন মা তুমি মানুষ নও কে বট বল। তাতে বৌ পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লেন, আপনার আশীর্ব্বাদে যা হ'য়ে থাকে। এই ব'লে ষাট সম্বরণ ক'রলেন, ক'রে এক হ'লেন। শীতুলীর বোয়েদের ধান কুড়োন, দুধ পান্ত খাওয়া হলো, বৌ-ভোজ হলো। এই রকম সব হ'লে পর অনেক দিন বাদ মা ষষ্ঠী মনে ক'রলেন, শীতুলীকে একবার ছ'লতে হবে, মায়ের পেটে থেকে

ষষ্ঠী ক'রছে, একবার দেখি আমাকে মনে আছে কি না। মাঘমাসে শীতলা ষষ্ঠীর দিন শীতুলী ষষ্ঠী ক'রতে পাল্লেন না, বৌরা ষষ্ঠীর আগেদিন পূজোর সকল জিনিষ বাসী ক'রে থুলেন, হাঁড়াতে হাঁড়াতে ভাত রেঁধে ভিজিয়ে থুলেন, পাত্‌নায় পাত্‌নায় ডাল রেঁধে থুলেন, বেশী বেশী করে ব্যঞ্জন রেঁধে থুলেন, তারপর দিন ষষ্ঠী হলো। মন্দ মন্দ বাতাস বইছে। শীতুলী বৌদিকে বল্লেন, আজ আমার হাত পা বেদনা ক'রছে, গরমজল পেলে ধুতাম আর গরম গরম আলোক মাছের অর্থাৎ মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতাম, আর নিধুয়া কাঠের আগুন ক'রে আগুন পোয়াতাম। তাই শুনে বৌরা বল্লেন যার এক বৌ তার যদি হয় আর আপনার ষাট বৌ থাকতে তা হবে না কেন? আমরা সব ক'রে দিছি। এই ব'লে গরমজল ক'রে দিলেন, শাশুড়ী স্নান ক'রলেন। তারপর বেটারা মাগুর মাছ এনে দিলেন, বৌরা গরম গরম ভাত মাছের ঝোল রেঁধে দিলেন। বৌদিকে বল্লেন, তোমরা ষষ্ঠী পূজো করগা। বৌরা ষষ্ঠী পূজো ক'রে স্বামীদিকে শ্বশুর বড়-শ্বশুরকে ভাত দিলেন, শাশুড়ী সেই মাছের ঝোল ভাত খেলেন, খেয়ে দেয়ে নিধুয়া কাঠের আগুন পোয়াতে লাগলেন। বৌরা ভিজে ভাত ব্যঞ্জন কলাই সেদ্ধ একবেলা খেলেন, রাত্রে ষাট বেটা ষাট পরিবার নিয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে আছেন। রাত্রের মধ্যে সবাই ম'রে গিয়েছেন। ষাট বেটা বৌ ঘরে ম'রে থাকলো, আথার পিঠে বেড়াল, সারকুড়ে কুকুরটি, গোয়ালঘরে গরুবাছুর সব ম'রে আছে। কেবল শীতুলী আর তার স্বামী ও বুড়ো শ্বশুর এই তিনজনে বেঁচে আছেন। সকাল বেলায় উঠে দেখেন সবাই ম'রে আছে, বেটা বৌ কেউ উঠে নাই। ডাকাডাকি ক'রে কারু সাড়া পেলে না, সবাই জানলে ম'রে গিয়েছে। রাজবাড়ী হ'তে মানুষ বাঁশ দড়ি এনে মড়া ফেলবার

জন্যে এলো। শীতুলী তাদিকে বল্লেন, আমি না আসা পর্য্যন্ত তোমরা একটি মড়া বা'র ক'রতে পাবে না। এই ব'লে স্বামীকে শ্বশুরকে দুয়োরে বসিয়ে ব'লে ক'য়ে এক কলসী তেল হলুদ নিলেন একঝাড় বাঁশের পাতা দূর্ব্বা এই সব নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে যেতে লাগলেন। "কোথা ষষ্ঠী" "কোথা মা ষষ্ঠী" এই বল্‌তে বল্‌তে কাঁদতে কাঁদতে যেতে লাগলেন, মা ষষ্ঠী এক পায়ে গোদ ক'রেছেন, উদুম চুল ক'রে বগলে একটা টোকা ক'রেছেন, ক'রে এলে এলে বেড়াইছেন। শীতুলীকে দেখে বল্লেন, মা ষষ্ঠীকে নিয়ে কি করবি, গরম গরম আলোক মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাগা, নিধুয়া কাঠের আগুন পোয়াগা গরমজলে স্নান করগা। এই সব বলাতে শীতুলী কেঁদে প'ড়ে ব'ল্লেন, আমি ক'রলাম কোণে তুমি কি ক'রে জানলে বনে, তবে তুমি মা ষষ্ঠী বট। তাতে মা ষষ্ঠী মনে ক'রলেন এ শীতুলী মায়ের পেটে থেকে ষাট ক'রছে আমিই তো ছ'লেছি, উপর তো দোষ নাই। এই মনে ক'রে মা ষষ্ঠী বল্লেন, তুই মায়ের পেটে থেকে ষাট করেছিস্, তেল হলুদ দিয়েছিস পুকুর হয়েছে, বাঁশের পাঁতা দিয়েছিস ঝার হয়েছে, দূর্ব্বা দিয়েছিস বন হয়েছে—আমিই তোকে ছ'লিছি। ছাই খেয়েছিস, পাঁশ খেয়েছিস, নাড় পুড়ে গিয়েছে, তোর দোষে বেটা বৌ সব ম'রে গিয়েছে। তাই শুনে শীতুলী চুল জড়িয়ে ষষ্ঠীর পায়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলো, মা আমার দোষ হ'য়েছে ছাই খেয়েছি, তাতে সব হারাইলাম আমার ছেলেকটি যাতে বাঁচে তাই করুন। এই বলে মা ষষ্ঠীকে দূর্ব্বা বাঁশের পাতা দিয়ে পূজো ক'রলেন, পায়ে এক কলসী তেল হলুদ ঢেলে দিয়ে সেই তেল হলুদ পায়ে থেকে খাব্‌লিয়ে খাব্‌লিয়ে তুলে কল্‌সীতে ভ'রে নিলেন, মাথার চুলে ক'রে পা মুছিয়ে দিলেন। মা ষষ্ঠী সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লেন,

অমৃতকুণ্ডের জল দাওগা থাঁর বাহুনীর বাতাশ দাওগা তাহলে তোমার বোবেটা সব বেঁচে উঠ্‌বে। এই বলে একগোছ বাঁশের পাতা আর পায়ের জল তুলে দিলেন, আর ব'লে দিলেন. তোমার নাড়ি পুড়ে গিয়েছে, বাড়ী গিয়ে স্নান ক'রে ষষ্টীর পূজো করগা হাঁড়িতে কলাই সেদ্ধ আছে তাই দই দিয়ে তিন দিন খেও, আজ গিয়ে ভিজে ভাত হাঁড়িতে যা আছে নিয়ে ছেঁকে খেও. তাহ'লে নাড়ী ঠাণ্ডা হবে। এই কথা শুনে ষষ্টীকে প্রণাম ক'রে অমৃতকুণ্ডর জল বাঁশের পাতা নিয়ে বাড়ী এলেন। আসতে আসতে সারকুড়ে কুকুরকে ছিটিয়ে দিলেন কুকুর কাণ লটপট ক'রে উঠে প'ড়লো বিড়ালকে দিলেন, বিড়াল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে প'ড়লো, তার পর গোয়ালঘরে গরুকে ছিটিয়ে দিলেন, গরু কাণ ঝেড়ে উঠে দাঁড়াইল।

বাড়ী গিয়ে বোবেটার ঘরের দুয়োরের ফাঁক দিয়ে বাঁশের পাতায় ক'রে অমৃতকুণ্ডর জল ছিটিয়ে দিলেন, সব ঘরে বেটা বৌরা উঠে ব'স্‌লো, বেটারা বেড়িয়ে এলো. বৌরা লজ্জায় বেরুতে পার্‌লেন না।. আজ এত ঘুম এসেছিল বেলা হ'য়ে গিয়েছে ব'লে লজ্জা হলো। শাশুড়ী বল্লেন, বেরিয়ে এস মা, লজ্জা নাই আমি ছাই পাঁশ খেয়েছিলাম ষষ্টীপূজো করি নাই তাতে আমার সব ম'রে গিয়েছিল। বৌরা বেরিয়ে এসে শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে স্নান ক'রতে গেল। রাজবাড়ী থেকে যারা মড়া ফেলতে এসেছিল তারা দেখে ব'ল্লে বেণেদের হওয়া বিট্‌কেল, মরা বিট্‌কেল, আবার বাঁচাও বিট্‌কেল। তারা দেখে শুনে অবাক্ হ'য়ে চ'লে গেল। বুড়ো মনে ক'রলেন বৌ আমার মানুষ নয়। তার পর শীতুলী স্নান ক'রে এসে সেই যে শাল পাতা ছিল, তাতে বাঁশের পাতা দিয়ে তেলহলুদ দিয়ে ষষ্টীপূজো ক'রলেন, বেটা বৌকে ফোঁটা দিলেন, হাঁড়ি থেকে ভিজে ভাতের ভলানী ছেঁকে আন্‌লেন, কলাইসেদ্ধ প'ড়ে ছিল

তাই এনে দই দিয়ে খেলেন, ভিজে ভাত খেলেন, সেদিন গরম জিনিষ কিছু খেলেন না, ষষ্ঠী করে থাক্‌লেন। বৌরা রান্না ক'রে স্বামীদিকে শ্বশুরকে বড়-শ্বশুরকে খেতে দিলেন, নিজেরা খেলেন। শীতলী বৌবেটা নাতিপুতি নিয়ে ঘরকন্না ক'রতে লাগ্‌লেন।

চৈত্র মাস

লক্ষ্মীর কথা।

চৈত্র মাস। মহা মহা বারুণী যোগ পেয়েছে। নারায়ণ বল্লেন, আমি গঙ্গাস্নান ক'রতে যাব, দারু রথসজ্জা কর। লক্ষ্মী বল্লেন, আমিও তোমার সঙ্গে গঙ্গাস্নান ক'রতে যাব। নারায়ণ বল্লেন, স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বড় দোষ। লক্ষ্মী রেঁধেবেড়ে, স্নান আহ্নিক ক'রে নারায়ণের খাওয়া হল লক্ষ্মী খেয়েদেয়ে পান চিবুতে চিবুতে না ব'লে গিয়ে আগে রথে বসেছেন। নারায়ণ রথে ব'স্তে গিয়ে দেখেন, লক্ষ্মী ব'সে আছে। তাই দেখে আর কিছু না ব'লে দারুকে বল্লেন, রথ চালিয়ে দাও। কতকদূর গিয়ে দারুকে বল্লেন, দারু রথ থামাও, আমি একবার পৃথিবীতে কেমন শস্য হ'য়েছে দেখে আসি। লক্ষ্মীকে বল্লেন, তুমি এইখানে থাকো, আমি শস্য দেখে আসি। এই ব'লে নারায়ণ শস্য দেখ্‌তে গেলেন। লক্ষ্মী রথ হ'তে নেমে সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুইখানি জমিতে তিলের ও কাপাসের ফুল ফুটে আছে দেখলেন, সেই ফুল তুলে দুই কাণে দুটি প'রলেন, পরে গিয়ে রথে ব'সে থাক্‌লেন। নারায়ণ শস্য ধান্য দেখে এসে রথে উঠ্‌লেন। লক্ষ্মী নারায়ণকে ব'ল্‌ছেন, আমি তিল কাপাসের ফুল পরেছি, আমাকে কেমন লাগ্‌ছে দেখ। তাই দেখে নারায়ণ বল্লেন, বিলক্ষণ, তুমি তিল কাপাসের ফুল পরেছ তিল সোণা খাটগা। এই ব'লে নারায়ণ রথ হ'তে নেমে লক্ষ্মীকে নামিয়ে এনে তিল কাপাসের ভুঁই দেখা'তে বল্লেন, লক্ষ্মী ভুঁই দেখিয়ে বল্লেন, ঐ ভুঁয়ের একটি, এই ভুঁয়ের একটি, তুলিছি। নারায়ণ

সেখানকার রাখাল মুনিদের ডেকে সুধাইলেন, এই ভুঁই দু'খানি কার? তাতে তারা বল্লে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের। তাই শুনে নারায়ণ বল্লেন, যাহোক্ ব্রাহ্মণের তো বটে। নারায়ণ মুনিবদিগকে বল্লেন, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী দেখিয়ে দাওগা। সেইখানে গিয়ে লক্ষ্মীকে বল্লেন, তাতেই তো ব'লেছিলাম স্ত্রীলোক সঙ্গে আনা বড় দোষ, এখন ঐ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বার বৎসর থাকগা, আবার যখন বার বৎসর পরে মহামহা বারুণী যোগ পাবে, সেই সময় এসে তোমাকে নিয়ে যাব। এই ব'লে নারায়ণ রথে চ'ড়ে গঙ্গাস্নান ক'রতে গেলেন। গঙ্গাস্নান হ'লে বৈকুণ্ঠে গেলেন। এদিকে মুনিষরা লক্ষ্মীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী দেখিয়ে দিলে, দিয়ে তারা চলে গেল। লক্ষ্মী ব্রাহ্মণের দেউড়ীতে সানকেড়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী হ'তে বেরিয়ে এসে লক্ষ্মীকে দেখে বল্লেন, তুমি কে মা? লক্ষ্মী বল্লেন, আমাকে যদি কেউ রাখে তো, থাকি। ব্রাহ্মণ বল্লেন, এসো মা এসো, ব'লে সঙ্গে ক'রে বাড়ীর ভেতোর নিয়ে গিয়ে, ব্রাহ্মণীকে বল্লেন, এই দেখ কুলিনের মেয়ে রাগ ক'রে এসেছে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে, তুমি একলা মানুষ, কাজ কর্ম্ম ক'রবে; তুমি ভাত রাঁধবে। শ্রদ্ধা ক'রো, ছেলেপিলের পাতের হাতের এঁটোমেটো খেতে দিও'না, ছেলেপিলে বাহ্যে ফির্‌লে ছোঁচাইতে দিও না। বামণী কেবলমাত্র ভাত রাঁধেন, আর সব কাজ লক্ষ্মীকে ক'রতে দেন। ছেলেপিলের এঁটোমেটো ভাতগুলি লক্ষ্মীকে খেতে দেন, লক্ষ্মী সেগুলি না খেয়ে সারকুড়ে পোঁতেন। ব্রাহ্মণ আহ্নিক ক'রে প্রসাদী চাল মিষ্টি যা থাকে লক্ষ্মীকে খেতে দেন, উনি সেইগুলি খেয়ে থাকেন। ছেলেপিলে বাহ্যি গেলে, বামণী লক্ষ্মীকে ছোঁচাতে দেন। এই রকম ক'রে

থাকেন। ব্রাহ্মণ বামণীকে হাটে হাটে একধামা ক'রে কাপাসের তুলো এনে দেন, সেই তুলো বামণী চরকাতে ক'রে মোটা সুতো কেটে দেন। সেই সুতো একধামা ক'রে হাটে ব্রাহ্মণ বেচে একধামা ক'রে কাড় নিয়ে এসেন, তার পর লক্ষ্মী ব্রাহ্মণকে বল্লেন, আমাকে একটু তুলো এনে দিও আমি জাং টোকোতে ক'রে কাটবো। তাই শুনে ব্রাহ্মণ তুলো এনে দিলেন, লক্ষ্মী কাজ-কর্ম্ম সেরে যখন অবকাশ পান, তখন জাং টোকোতে সুতো কাটেন। অনেক দিন পরে একখানি সুতো হ'লো। ব্রাহ্মণ বামণীর সুতো নিয়ে হাটে যাবেন, এমন সময় লক্ষ্মী বল্লেন, আমার একখানি সুতো হ'য়েছে, নিয়ে গিয়ে এক কুঠিরের দোকানে দিয়ে এসো। এই ব'লে লক্ষ্মী সুতো দিলেন, ব্রাহ্মণ মাথার পাগে ক'রে নিয়ে গেলেন। সুতো বিক্রি ক'রে একধামা কড়ি নিয়ে আসছেন, এমন সময় মনে প'ড়্‌লো মা একখান সুতো দিয়েছেন, কুঠিরের দোকানে দিতে ব'লেছেন। মুখেই ব'ল্‌ছেন, কুঠিরের দোকান কোথা। অন্য মানুষে দেখিয়ে দিলে, ব্রাহ্মণ কুঠিরের দোকানে গিয়ে সুতোখান কুঠিরকে দেখা'লেন। কুঠির নেড়ে চেড়ে দেখে সুধালেন, এ সুতোখানি কার? তাইতে ব্রাহ্মণ বল্লেন, আমার বাড়ীতে এই বারবচ্ছর হ'য়ে আসছে এক ব্রাহ্মণের মেয়ে আছে তিনি এই সুতোখানি কেটেছেন। এই কথা শুনে কুঠির বল্লেন, এ সুতো লক্ষ্মীর হাতের। কুঠির বল্লেন, এই সুতোখানির দাম এক লক্ষ টাকা। একখানি গাড়ি এনে টাকা নিয়ে যাও, তাইতে ব্রাহ্মণ বল্লেন, মাকে সুধাইগা যদি নিয়ে যেতে বলেন, তবে যাব। এই ব'লে ব্রাহ্মণ কড়িধামা নিয়ে বাড়ী গেলেন। কুঠির সুতোখানি প্রণাম ক'রে দোকানে রেখে দিলেন, আর সুতোর দাম এক লক্ষ টাকা গুণে তোড়াবন্দী ক'রে রেখে দিলেন।

ব্রাহ্মণ একধামা কড়ি নিয়ে বাড়ী এসে গরম হ'য়ে রাগে কড়ি ধামাটা ফেলে দিয়ে বামণীকে ধমাধম মারতে লাগ্‌লেন, বল্লেন এমন ক'রে সুতো কাটিস্ যে, একধামা বই দু'ধামা কড়ি হয় না, মা সুতো কেটেছেন তার দাম হ'য়েছে, এক লক্ষ টাকা। এই শুনে বামণী ব'ল্লে, আ-মর, আমার সতীন উপস্থিত হ'লো। সেই অবধি আরো লক্ষীর প্রতি হতশ্রদ্ধা হ'লো। ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীকে সুধাইলেন মাগো, তোমার সুতোখানির দাম হ'য়েছে লক্ষ টাকা, গরুর গাড়ি নিয়ে কুঠির যেতে ব'লেছে, টাকা দেবে তবে টাকা আন্‌বো। লক্ষ্মী বল্লেন, এখন আন্‌তে হবে না যখন আমি আন্‌তে বল্‌বো তখন আন্‌বে। তার পরদিন ব্রাহ্মণ গিয়ে কুঠিরকে বল্লেন, এখন টাকা নেবো না, মা ব'লেছেন, তিনি যখন ব'ল্‌বেন তখনি নিয়ে যাব। এই ব'লে ব্রাহ্মণ বাড়ী এলেন। কুঠিরের এক গুণ ছিল দ্বিগুণ উথ্‌লতে লাগ্‌লো। বার বৎসর পূর্ণ হ'য়ে এলো, মহা মহা বারুণী যোগ পেয়েছে। নারায়ণ দারুকে বল্লেন, রথসজ্জা ক'রে আন। দারু রথ সাজিয়ে আন্‌লেন, নারায়ণ গঙ্গাস্নানে এলেন। ব্রাহ্মণ বাহ্মণীকে বল্‌ছেন, আমরা ছেলেপিলে নিয়ে গঙ্গা-স্নান ক'রতে যাব। এই কথা শুনে বামণী চাল চিঁড়ে মুড়ি বেঁধে রাখলেন, ব্রাহ্মণ পাঁজি পুঁথি নিলেন। ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানে যাবেন শুনে, লক্ষ্মী মাথা আঁচড়াইলেন, ছেঁড়া চুল নখ কাটিলেন, পায়ের মাস তুল্লেন, গায়ের ময়লা তুল্লেন, তুলে একটি কৌটোতে পুরে ব্রাহ্মণকে দিলেন আর বল্লেন, এইটি মা গঙ্গাকে দিও। ব্রাহ্মণ কৌটোটি মাথার পাগে বেঁধে নিলেন। বাহ্মণ বাহ্মণী ছেলেপিলে নিয়ে গঙ্গাস্নান গেলেন. গঙ্গাতীরে গিয়ে দেখলেন গঙ্গাপূজো হচে, সংকীর্ত্তন হচে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কেউ ষোড়শোপচারে পূজো ক'রছে, কেউ পঞ্চ-উপচারে কেউ দশ-উপচারে পুজো ক'রছে।

ব্রাহ্মণ গিয়ে গঙ্গাস্নান কর্‌লেন, গঙ্গার পূজো কর্‌লেন, জল খেতে ব'সতে যাবেন, এমন সময় লক্ষ্মীর দেওয়া কৌটোর কথা মনে পড়েছে। কৌটোটি পাগে হ'তে বা'র ক'রে খুলে দেখ্‌লেন. দেখেন তো মাস, চুল, নখ, গায়ের ময়লা আছে। কেমন ক'রে দেবো এই ব'লে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিকে দেখিয়ে বল্লেন, এইগুলি আমার বাড়ীতে বার বৎসব এক কুলিন ব্রাহ্মণেব মেয়ে আছেন তিনি দিতে দিয়েছেন, এ সব জিনিষ আমি গঙ্গাকে কেমন ক'রে দেবো। তাইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বল্লেন, তিনি দিতে দিয়েছেন তুমি দেবা তাতে দোষ নাই। এই শুনে ব্রাহ্মণ গলায় কাপড় দিয়ে একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে, কৌটটি ফেলে দিলেন, আর বল্লেন. তিনি দিতে দিয়েছেন আমি দিলাম, মা আমার অপরাধ নিও না। মা গঙ্গা চার হাত বা'র ক'রে অট্ট অট্ট হেঁসে কৌটোটি নিলেন. ব্রাহ্মণ তাই দেখে বালিতে প'ড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন. আর বল্লেন, মা গঙ্গা, তোমার দশ-উপচারে পূজো ক'রে ষোড়শ-উপচারে পূজো ক'রে কেউ দেখা পেলে না, আর মাস চুলে দেখা দিলে। তবে আমার বাড়ীতে সেই ব্রাহ্মণের মেয়েটি কে বল, নইলে আমি তোমার কাছে হত্যা দোবো। তার পর আকাশবাণী হ'লো, তোর ঘরে যে ব্রাহ্মণের মেয়ে আছেন, তিনি নারায়ণের লক্ষ্মী, বার বৎসর তিল সোণা খাটছেন, নারায়ণ গঙ্গাস্নান করতে এসে লক্ষ্মীকে নিয়ে যাবেন। তোর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে লক্ষ্মী রথে এক পা পথে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তুই শিগ্রি বাড়ী যা। ব্রাহ্মণ বাম্‌ণীকে বল্লেন, আমার ঘরে নারায়ণের লক্ষ্মী আছে, আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে রথে এক পা পথে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি চ'ল্লাম, তুই ছেলেপিলে নিয়ে শিগ্রি বাড়ী আয়। এই ব'লে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ চ'লে এলেন। বাম্‌ণী ব'কৃতে

লাগ্লো—গঙ্গাস্নান এসেছি, ছেলেপিলে নিয়ে থাবো দাবো গঙ্গা-স্নান কর্‌বো, না, কোথা থেকে এক সতীন জুটে আমার সুখ ক'রে গঙ্গাস্নান হলো না। এই ব'লে ব্রাহ্মণের পেছু পেছু মোট বেঁধে দৌড়ে দৌড়ে এলো। ব্রাহ্মণ বাড়ী এসে লক্ষ্মীকে প্রণাম ক'রে গলায় কাপড় দিয়ে বল্লেন, আপনি নারায়ণের লক্ষ্মী তা আমি চিন্‌তে পারি নাই আমার কত অপরাধ হ'য়েছে কোন দোষ নেবেন না। তাইতে লক্ষ্মী বল্লেন, তুমি চিন্‌তে পেরেছিলে, বামূণী চিন্‌তে পারে নাই, ছেলেদের পাতের কচ্‌টা এঁটো ভাত আমাকে খেতে দিত, আমি সেগুলি না খেয়ে সারকুড়ে পুঁতে রেখেছি, সেগুলি চুণী মুক্তো হ'য়ে আছে, সেইগুলি তুমি তুলে এনো। তুমি আহ্নিক ক'রে যে নৈবিদ্যখানি দিতে তাই আমি খেয়ে থাক্‌তাম। কুঠিরের দোকানে সেই সুতোর এক লক্ষ টাকা আছে তুমি তুলে এনো। তার পর লক্ষ্মী বল্লেন, শঙ্খে আছি, চক্রে আছি, গদায় আছি, পদ্মে আছি, এক অংশ ব্রাহ্মণে আছি, এক অংশ রাজাতে আছি, গিদের ক'রো না অহঙ্কার ক'রো না, দুঃখী দেখে খেতে দিও, নিবস্ত্রকে বস্ত্র দিও, রুখু মাথায় তেল দিও, আমি তোমার ঘরে অচলা হ'য়ে থাক্‌লাম। এই ব'লে রথ চালিয়ে কতকদূর গিয়েছেন, এমন সময়ে বামূণী গিয়ে রথ চেপে ধর্‌লেন, ধ'রে বল্লেন, তুমি যে নারায়ণের লক্ষ্মী, তা আমাকে এক কথা বল্‌তে হয়, ব্রাহ্মণকে ধন দিয়ে গেলে, আমাকে কিছু দাও। তাইতে লক্ষ্মী বল্লেন, যা দিলাম তাই তুমি আবৃরিয়ে থোওগা, খাওগা। তাতেও উনি বল্লেন, আমাকে নিজস্ব ক'রে কিছু দিয়ে যাও। এই কথা বারে বারে শুনে লক্ষ্মী বিরক্ত হয়ে বল্লেন, তোর ঘরে খুদমলিকের হাঁড়িতে শতেকশরী হার আছে পরগা। এই শুনে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ছেলে আর মোটটা নামিয়ে

খুদমল্লিকের হাঁড়িতে যেমন হাত দিয়েছেন অম্নি কেউটে সাপ ছিল, কট ক'রে কামড়িয়েছে, আর বাম্‌নী বাপ ক'রে পড়ে মরে গেলেন। তখন ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে আবার লক্ষ্মীর কাছে গেলেন, বল্লেন, মা, আমার গৃহ শূন্য হলো, স্ত্রী শূন্য হলো, আমাকে ধন দিলে সে ধন কে আবুড়্‌বে, কে খাবে? তাইতে লক্ষ্মী বল্লেন, বাম্‌নী বড় অলক্ষ্মীরূপা মেয়ে ছিল, সে থাক্‌লে তোমার ঘরের প্রতুল হ'তো না আমাকে বড় কষ্ট দিয়েছে। তুমি যাও গিয়ে সংকার ক'রে ত্রেরাত্রি শ্রাদ্ধ শান্তি করো, যাচন্ত কন্যা আস্‌বে—লক্ষ্মীরূপা মেয়ে আস্‌বে, তুমি বিয়ে করো সুখ হবে। ব্রাহ্মণ বাড়ী এলেন, বাম্‌নীর সংকার ক'রে ত্রেরাত্রি শ্রাদ্ধ ক'র্‌লেন। কুঠিরের দোকান থেকে সেই লক্ষ টাকা গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে এলেন। সারকুড়ের সেই চুণী মুক্তো তুলে আন্‌লেন যাচন্ত কন্যা এলো বিয়ে কর্‌লেন। দুঃখী দেখে খেতে দেন, নিবস্ত্রকে বস্ত্র দেন, রুখুমাথায় তেল দেন, গিদের করেন না, অহঙ্কার করেন না, লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে থাক্‌লেন, সুখে স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণ ঘরকন্না কর্‌তে লাগ্‌লেন।

চৈত্র মাস

অশোক ষষ্ঠীর ব্রতকথা।

এক রাজা থাকেন। আর এক বনের মধ্যে এক মুনি থাকেন। সেই বনে রাজা মৃগয়া ক'র্‌তে গিয়েছেন, যেয়ে জাল ফেলিয়েছেন, একটি হরিণী ভয় পেয়ে মুনির তপোবনে গিয়ে লুকিয়েছে। রাজা দুই একটি হরিণ মৃগয়া ক'রে বাড়ী গেলেন। মুনি তপস্যা ক'রে এসে দেখেন তো কুটিরের নীচে হরিণীটি শুয়ে আছে। সেইখানে হরিণী থাকে, মুনি আহ্নিক ক'রে ফুল জল ফেলেন তাই খেয়ে থাকেন। একদিন মুনি দুর্ব্বা-ঘাসের উপর প্রস্রাব করেছিলেন, তাইতে মুনির চন্দ্র খ'সে পড়েছিল, সেই দুর্ব্বা হরিণী খেয়ে গর্ভবতী হ'য়েছে। কিছুদিন পরে হরিণী চিকণ হওয়ায় মুনি যোগ-বলে জান্‌তে পার্‌লেন, হরিণী তাঁহার চন্দ্র খেয়ে গর্ভবতী হয়েছে। মুনির বড় চিন্তা হ'লো। দশমাসে হরিণীর কন্যা প্রসব হলো, মুনি দাই ডেকে নাড়ী কাটালেন, দাই তেল কাজল পাড়ায় দুধ খাওয়ায় হরিণী মাই দুধ দেয়, থাকেন। এম্নি ক'রে কন্যাটি আট নয় বৎসরের হলো পুনরায় একদিন সেই রাজা সেই বনে মৃগয়া ক'র্‌তে গিয়ে জাল ফেলাইলেন কিছুই শীকার হলো না। জল-তৃষ্ণা লেগেছে চাকরকে বল্লেন, মুনির তপোবন থেকে একটু জল আনগা। মুনি তপস্যা ক'র্‌তে গিয়েছেন, কন্যাটি কুটিরের বাইরে বসে আছে, হরিণী শুয়ে আছে। চাকরটিকে দেখে সেই কন্যাটি কুটিরে গিয়ে ঢুকলেন। চাকরটি মুনি মুনি ক'রে ডেকে সাড়া না পেয়ে রাজাকে গিয়ে ব'ল্লে, রাজামহাশয়, কুটিরে মুনিকে অনেক

ডাকলাম সাড়া পেলাম না, একটি পরম সাকারা সুন্দরী কন্যা আমাকে দেখে কুটিরে গিয়ে ঢুকলো। তাই শুনে রাজা কন্যাকে দেখ্‌বার জন্যে মুনির তপোবনে গেলেন, গিয়ে কুটিরের বাইরে রাজা ব'সে থাক্‌লেন। মুনি ধ্যান-যোগে রাজার আসা জানতে পেরে উঠে এসে রাজার কাছে গেলেন। রাজা মুনিকে দেখে প্রণাম ক'রে বল্লেন, আমার বড় জলতৃষ্ণা লেগেছে একটু জল খাবো। তাই শুনে মুনি ফল আর কমণ্ডলুর জল রাজাকে খেতে দিলেন। রাজা খেয়ে কুটির থেকে উঠেন না। মুনি বল্লেন, রাজা বেলা গেল উঠুন, রাজা বল্লেন, ঐ কন্যাটি কার, মুনি বল্লেন হরিণীর গর্ভে আমার ঐ কন্যা হয়েছে, নাম অশোকি। তাই শুনে রাজা বল্লেন, আমি ঐ কন্যাকে বরমালা ক'র্‌বো, মুনি বল্লেন, তোমার ছয় রাণী আছে আমার অশোকিকে সতীনরা কষ্ট দেবে আমি কন্যাকে বরমালা দিতে দেবো না তাইতে রাজা বল্লেন, আপনার কন্যার কোন কষ্ট হবে না, আমি আলাদা বাড়ী ক'রে রেখে দোব, চাকর চাকরাণী বামুণ সব আলাদা রেখে দেবো, কোন কষ্ট হবে না, আমাকে কন্যাটি দেন। মুনি মনে মনে ক'র্‌লেন, অশোকি তো নয় বছরের হলো, বিবাহের সময় হ'য়েছে এমন যাচন্ত রাজার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াই ভাল। এই মনে ক'রে ফুলের মালা গেঁথে চন্দন ঘষে রাজার সঙ্গে অশোকির বরমালা দিলেন। রাজা কন্যা-টিকে পেয়ে সুখী হলেন। রাজার সঙ্গে কন্যা যখন যান, তখন মুনি দুই হাতে অশোকের কলি দিয়ে অশোকিকে ব'লে দিলেন, যখন কোন কষ্ট পাবে আমার তপোবন আস্‌বে, ঐ অশোকের কলি যেতে যেতে দুই ধারে ছিটাইতে ছিটাইতে যাবে, দুই ধারে অশো-কের গাছ হবে। যদি কোন কষ্ট পাও সেই গাছ দেখে আমার কাছে আস্‌বে। মুনি বিদেয় দিলেন। রাজা কন্যাকে রথে তুলে

নিয়ে নিজের বাড়ী এসে আলাদা বাড়ী তৈয়ার ক'রে বামুণ চাকর চাকরাণী রেখে দিলেন। রাজা অশোকিকে খুব ভালবাসেন। এম্নি ক'রে কিছুদিন থাকৃতে থাকৃতে রাণীর গর্ভ হলো। সকলে শুন্‌লে ছয় সতীন মনে মনে কর্‌লে একে রাজা অশোকিকে ভালবাসে, তার উপর ছেলে হ'লে আরো ভালবাসবে। এই মনে ক'রে দাই অগ্নিকে টাকা খাওয়ালে। অশোকির যখন দশমাস গর্ভ সেই সময় রাজা নিজে যেখানে ব'সে সভা করেন, সেইখান থেকে রাণীর ঘর পর্যান্ত একগাছ দড়ি দিয়ে ঘণ্টা টানিয়ে দিয়ে ব'লে দিলেন, যখন প্রসব বেদনা উঠবে তখনি আমাকে এই দড়ি নেড়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিও আমি আসবো। এই সব ঠিক ক'রে রাখ্‌লেন। অশোকি সতীনদিকে শোধাইলেন কেমন ক'রে ছেলে হয়, সতীনরা বল্লে প্রসব-বেদনা উঠলে মুখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে গোজ্‌লায় মুখ ভ'রে দিয়ে তুঁষের মধ্যে দিয়ে ছেলে হতে হয়। অশোকি তাই বিশ্বাস করলেন। একদিন রাজার মন জানবার জন্যে অশোকি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন, রাজা তাড়াতাড়ি সভাভঙ্গ ক'রে বাড়ীতে রাণীর কাছে এলেন, রাণী হাঁসতে লাগ্‌লো। রাজা দেখ্‌লেন, রাণীর প্রসব বেদনা উঠে নাই মিছি মিছি ডেকেছেন। রাজার রাগ হলো বল্লেন, আমি লোকজনের কাছে লজ্জা পেলাম, তাড়াতাড়ি সভাভঙ্গ ক'রে এলাম, এমন করে ডাকা ভাল হয় নাই। এই ব'লে রাজা সদরে গেলেন। সেই দিন অশোকির প্রসব-বেদনা উঠ্‌লো, বারে বারে ঘণ্টা বাজিয়ে রাজাকে ডাকলেন রাজা এলেন না, সতীনরা চাকরাণীদিকে দিয়ে আগে হতেই একটা কাঠের পুতুল আর একটা তামার ডক গড়িয়ে রেখে ছিলেন। অশোকির বেদনা উঠ্‌লে দাই অগ্নি এলো, গোজলার ভেতর মুখ পুড়ে দিয়ে সাত পুরু মুখে কাপড় বেঁধে দিয়ে

তুঁষের ধুমো মুখে দিয়ে বড় কষ্টে অশোকির একটি পুত্র সন্তান হলো। সেই ছেলে অশোকিকে না দেখিয়ে আঁয়োলে কাঁয়োলে দাসীরা নিয়ে গিয়ে তামার ডকে ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এলো। এদিকে সেই কাঠের পুতুল অশোকিকে দেখাইলেন। রাজার কাছে সংবাদ গেল রাণীর ছেলে হ'য়েছে। রাজা দেখ্‌তে এলেন, রাজাকে পুতুলটি দেখা'লে রাজা ব'ল্লেন, কাঠের পুতুল হ'য়েছে ওটাকে ফেলে দাওগা, দিয়ে রাণীর শুশ্রূষা কর। এই রকম ক'রে থেকে আবার কিছু দিন পর রাণীর গর্ভ হলো। এবারও সেই রকম ক'রে ছেলে হলো, তামার ডকে ক'রে ছেলে ভাসিয়ে দেন, ছেলে গিয়ে সেই মুনির তপোবনে লাগে মুনি ধ্যান ক'রতে ব'সেছেন, হাতের কুশ বারে বারে খ'সে পড়ে, যোগ-বলে জান্‌তে পারেন, অশোকির ছেলেকে সতীনরা ভাসিয়ে দিয়েছে। জান্‌তে পেরে উঠে আসেন, এসে ছেলেকে ডকে হ'তে তুলিয়ে দাই ডাকিয়ে নাড়ি কেটে নিয়ে নিজে ছেলের সংস্কার ক'রে নেন। এই রকম ক'রে অশোকির সাতটি বেটা হলো সাতবার ডকে ক'রে সতীনরা নদীতে ভাসিয়ে দিলে। রাজাকে রাণী কাঠের পুতুল দেখাইতে লাগলেন। মুনি সাতটি ছেলেকে ঐ রকম ক'রে পেলেন, সকলগুলিকে মানুষ ক'রতে লাগলেন। রাজা বারে বারে কাঠের পুতুল হওয়া দেখে বিরক্ত হলেন, বল্লেন, ও রাণীতে আমার কাজ নাই, ব'লে ঘোঁড়াশালে ঘোঁড়ার নীত্‌ ফেল্‌তে দিলেন, রাণী ঘোঁড়ার নীত্‌ ফেলেন আর থাকেন, পরনে নুন তেলের কানি রুখু মাথা, থালা পাতেন পাতের চোতের ভাত দেয় তাই খান। বড় কষ্ট হলো, একদিন মনে ক'রলেন, মুনি পিতা আমাকে ব'লে-ছিলেন, যদি কোন কষ্ট পাও তো অশোকের গাছ দেখে আমার তপোবনে আস্‌বে। এই কথা মনে প'ড়ে সেই দু'ধারি অশোকের

গাছ দেখতে দেখতে মুনির তপোবনে এলেন, এসে দেখেন মুনি পিতা নাই, সাতটি ছেলে খেলা ক'রছে হরিণী মা শুয়ে আছেন। রাণী কুটিরের বাইরে ব'সলেন, ছেলে সাতটি তাঁকে দেখে কেউ গায়ে থুতু দিতে লা'গলো কেউ ঢেলা মারতে লাগলো কেউ ধুলো দিতে লাগলো মারতে লাগলো। এই রকম ক'রে অশোকির উপর দৌরাত্ম্য ক'রতে লা'গলো। মুনির হাতের কুশ বারে বারে খ'সতে লাগলো, মুনি যোগ-বলে জানতে পারলেন অশোকির কষ্ট হয়েছে তাইতে অশোকি আমার কাছে এসেছে। এই জানতে পেরে কুটিরের বাইরে এসে দেখেন, অশোকি ব'সে আছে কাঁদছে, ছেলেতে মারছে। তাই দেখে মুনি বল্লেন, তোমার কি হয়েছিল। তাইতে অশোকি বল্লেন, আমাকে রাজা বিয়ে ক'রে নিয়ে গিয়ে বেশ সুখে রেখেছিলেন। তারপর আমার সাতবার গর্ভ হলো, সাতবারই কাঠের পুতুল হ'তে তাইতে রাজা বিরক্ত হ'য়ে গোঁড়ার নীত্ ফেলতে দিলেন। সেই কষ্ট আর সইতে না পেরে অশোকের গাছ দেখে আপনার কাছে এলাম। মুনি বল্লেন, তুমি যেমন নির্ব্বোধ, মানুষের পেটে কখন কাঠের পুতুল হয়, ঐ দেখ তোমার সাতটি ছেলে, ঐ ছেলেগুলিকে তোমার সতীনরা তামার ডেকে ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আমার তপোবনে এসে লাগতো, আমার ধ্যান ভঙ্গ হ'তো, আমি এসে তুলে নিয়ে সংস্কার ক'রতাম, দাই ডাকিয়ে নাড়ী কাটান করাইতাম দুধ খওয়াইতাম, এই রকম ক'রে ছেলে কয়টি মানুষ ক'রেছি। তোমার সতীনরা এই সব ছেলে না দেখিয়ে কাঠের পুতুল রাজাকে দেখাতো। ছেলেদিকে ব'লে দিলেন, এই অশোকি তোমাদের মা হন, ভক্তি কর্‌য়ো কিছু বলো না মের না মা ব'লে ডেকো। তাই সব শিখিয়ে দিলেন। ছেলেরা ব'লতে

লাগলো, ও আমাদের মা নয়। মুনি বল্লেন, ঐ তোমাদের মা বটে, হরিণীর গর্ভে তোমার মায়ের জন্ম হয়েছিল, রাজা বরমালা ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, রাজার ছয় রাণী আছে, তোমার মায়ের গর্ভ শুনে সতীনরা কাঠের পুতুল গড়িয়ে তামার ডক গড়িয়ে রেখে-ছিলো, তোমরা হবার সময় তোমাদের মায়ের মুখে সাত পুরু কাপড় বেঁধে তুঁষের ধুমো দিয়ে গোজলাতে মুখ ভ'রে দিয়ে ছেলে হলে দাসীরা তামার ডকে ক'রে নদীতে ছেলেগুলিকে ভাসিয়ে দিতো, রাজাকে কাঠের পুতুল দেখাতো। রাজা তাই বিশ্বাস করতেন, ছেলেগুলি ভাসতে ভাসতে এসে আমার তপোবনে লাগতো, আমি তুলিয়ে দাই ডাকিয়ে নাড়ী কাটিয়ে মানুষ করাইতাম। এখন তোমরা বড় হ'য়েছ, তোমাদের মা এসেছে ভক্তিশ্রদ্ধা করো, মাকে কষ্ট দিও না। ছেলেদিকে এই সব ব'লে অশোককে নিজের কাপড় পরতে দিলেন, ফল জল খেতে দিলেন। অশোকি ছেলে সাতটিকে তেল মাখান খেতে দেন থাকেন। একদিন ছেলেগুলি মুনিকে ব'ল্লে, মুনি-পিতে আমাদের সাত ভাইকে সাতটি কাঠের ঘোড়া ক'রে দাও আমরা বন রক্ষা ক'রবো। মুনি ছুতোর ডাকিয়ে সাতটি কাঠের ঘোড়া তোয়ের করিয়ে দিলেন। রাজার রাণীরা রাজবাড়ীর ভিতরের পুকুরে স্নান করতে এসেছেন সেই সময় অশোকির সাত বেটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে অশোকের গাছ দেখতে দেখতে সেই পুকুরে গিয়ে নেমে ঘোড়াদিকে জল খাওয়াইতে লাগলেন, আর ব'লতে লাগলেন, চেঁহা ঘোড়া মেঁহা যায়, কাঠের ঘোড়ায় পাণি খায়, জল পি-পি। এই কথা শুনে রাণীরা ব'ল্লে, আ-মর, নির্ব্বংশীর বেটারা! কাঠের ঘোড়াতে কি পাণি খায়? তাতে ছেলেরা ব'ল্লে, আ-মর নির্ব্বংশীর বিটিরা কাঠের পুতুল কি মানুষে

প্রসব করে। তাই শুনে রাণীরা বলাবলি ক'রলেন, এই ছেলে সাতটিকে রাজার ছেলের মত লাগছে, কাঠের পুতুলের কথা ইহারা কেমন করে জানলে, সেই ছেলে কয়টাই বা হয়? এই ভেবে নিজে নিজে হাতের সেঁকা খাড়ু ভেঙ্গে ঘড়াটা ভাসিয়ে দিলেন, তেলের বাটী ভেঙ্গে দিলেন, দিয়ে দাসীদিকে বল্লেন, দারোয়ানদিকে বলগা এই ছেলে সাতটা আমাদের আবস্থার শেষ ক'রেছে, এই সব ভেঙ্গেচুরে দিলে। ছেলে কয়টাকে নিয়ে গিয়ে গর্দ্দান কেটে আমাদিকে রক্ত দেখাতে হবে। এই কথা শুনে দাসীরা গিয়ে দারোয়ানদিকে ব'ল্লে, রাণীর হুকুম এই ছেলেকটিকে কেটে রক্ত দেখাইতে হবে, রাণীদের বড় আবস্থা করেছে, ব'লে সকল কথা দরোয়ানদিকে বল্লেন। দরোয়ানরা সেই কথা শুনে গিয়ে রাজাকে ব'ল্লে, মহারাজ আজ অন্দরের পুষ্করিণীতে রাণীরা স্নান করছিলেন, সাতটা ছেলে এসে রাণীদের সেঁকা খাড়ু ভেঙ্গে দিয়েছে, ঘড়া ভাসিয়ে দিয়েছে মেরেছে, এই সব আবস্থা করেছে, তাই রাণীরা ছেলে কয়টিকে কেটে রক্ত দেখাবার হুকুম দিয়েছেন, আপনি যা হুকুম দেবেন তাই ক'রবো। তাই শুনে রাজা বল্লেন, সেই ছেলে ক'টিকে আমার কাছে নিয়ে এস দেখি, তারপর দোষগুণ বিচার ক'রে যা হয় করা যাবে। এই কথা শুনে দারোয়ান ছেলেকটিকে ধ'রে নিয়ে রাজার কাছে গেল, রাজা ছেলেদিকে দেখে গুণলেন, সাতটি ছেলে। তারপর রাজা বল্লেন, তোমরা রাণীদের এই সব আবস্থা ক'রেছো কেন, সেঁকা খাড়ু তেলের বাটি সব ভেঙ্গে দিয়েছো, রাণীদিকে মেরেছো এ সব কেন ক'রলে, তোমরা কা'র ছেলে? তাতে ছেলেরা ব'ল্লে, রাণীরা মিছে ক'রে ব'লেছে, আমরা রাণীর কোন আবস্থা করি নাই। রাণীরা স্নান করছিলেন, আমরা কাঠের ঘোঁড়াকে পানি

খাওয়াইাছলাম, আর বলাছলাম, চৈহা ঘোঁড়া মেঁহা যায়, কাঠের ঘোঁড়ায় পাণি খায়। তাতে রাণীরা ব'ল্লে, আ-মর নির্ব্বংশীর বেটারা কাঠের ঘোড়ায় কখন পাণি খায়, তাতে আমরা বল্লাম, আ-মর 'নব্বংশীর বিটিরা কাঠের পুতুল কখন মানুষে প্রসব করে? এই কথা হয়েছে, তাতে যা হয় করুন, আপানও রাজা নন, আপনার বাবাও রাজা নয়। এই কথা শুনে রাজা মনে মনে ক'রলেন তাইতো! ছোট রাণীর সাতবার কাঠের পুতুল প্রসব হলো, তা আমার বিশ্বাস হলো, সব আমার মনে পড়েছে, সেই ছোট রাণীকে ঘোঁড়াশালে রাখা হয়েছিল, সেইখানে আছে কি না? তখন খোঁজ হলো। দারোয়ানদিকে বল্লেন, ছোট রাণী ঘোঁড়াশালে আছে কি না দেখে এসগা। তারা দেখে এসে পাঁচ চাকর বাকরের মুখে শুনলে যে, আজ দিন দশেক রাণী ঘোঁড়াশালে নাই, কোথা গিয়েছে। দারোয়ান রাজাকে এসে বল্লে, আজ দিন দশেক রাণী কোথা গিয়েছে। তাই শুনে রাজা সকলকে বল্লেন, এই ছেলে কয়টি কোন্ পথে যায় তোমরা দেখে এসে আমাকে বলবে। ছেলেকটিকে দেখে রাজার একটু সন্দেহ হলো, এক একবার আপনার অঙ্গ পানে তাকান, আর এক একবার ছেলেদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, আর মনে মনে করেন ছেলেক'টি ঠিক আমার মতন। ছেলেরা সেই অশোকবন দিয়ে মুনির তপোবনে গিয়ে খেলা ক'রতে লাগলো। রাজাকে দারোয়ানরা ব'ল্লে, ছেলেক'টি অশোকবন দিয়ে চ'লে গেল। তাই শুনে রাজা পরদিন সকলকে বল্লেন, আজ আমি মৃগয়া ক'রতে যাবো। রথসজ্জা হলো। রাজা মৃগয়ায় সেই বনে গেলেন, সে দিন আর কিছুই শীকার হলো না, মুনির তপোবনে গিয়ে দেখ্লেন, সেই হরিণী শুয়ে আছে, ছেলে সাতটি ঘোঁড়া নিয়ে খেলা করছে।

অশোকি বাইরে ছিল রাজাকে দেখে কুটিরে গিয়ে ঢুকলেন। রাজা গিয়ে ব'সলেন, মহামুনি মহামুনি বলে ডাকলেন। মুনি তপস্যা ক'রতে গিয়েছেন, মুনির আসন টলমল ক'রতে লাগলো, হাতের কুশ খ'সতে লাগলো, মুনি মনে ক'রলেন, অশোকি আর ছেলে সাতটি কুটিরে আছে, কোন বিপদ হয়ে থাকবে। এই ব'লে ধ্যান ভঙ্গ ক'রে কুটিরে এলেন। দেখেন তো রাজা ব'সে আছেন। রাজা মুনিকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, এ ছেলেক'টি কার? তাতে মুনি বল্লেন, এ ছেলে তোমার, অশোকিকে তোমাকে বরমালা দিতে চাই নাই, তোমার ছয় রাণী আছে তারা অশোকিকে যে কষ্ট দিয়েছে তা আর কি বলবো, অশোকির গর্ভ হ'লে ছয়রাণী দাই অগ্নিকে টাকা দিয়ে কাঠের পুতুল আর তামার ডক গড়িয়ে রেখেছিল। অশোকির প্রসব-বেদনা উঠ্‌লে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, কেমন ক'রে ছেলে হয়, তাতে ছয় রাণীতে ব'লেছিল, গোজলার ভেতর মুখ পুরে তুঁষের ধুমো দিয়ে মুখে চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে দিয়ে ছেলে হ'তে হয়, এই বলে সতীনরা তাই করিয়েছিল, পুত্র সন্তান প্রসব হ'লে তোমাকে অশোকির ছেলে দেখায় নাই, কাঠের পুতুল দেখিয়ে সেই ছেলেকে আঁওলে ঝাঁওলে তামার ডকে ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলো। ভাসতে ভাসতে ছেলে আমার তপোবনে এসে লাগলো, আমার ধ্যান ভঙ্গ হলো, যোগবলে জান্‌তে পারলাম অশোকির ছেলে, তখন তুলিয়ে এনে দাই ডাকিয়ে নাড়ী কেটে দিলাম। আমি ছেলেকে সংস্কার ক'রলাম, দাই মানুষ ক'রলে। এম্নি করে সাতবার সাতটি ছেলেকে রাণীরা ভাসিয়ে দিয়েছিল, আমি তুলিয়ে এনে সকল গুলিকে মানুষ ক'র্‌লাম। তুমি নির্ব্বুদ্ধি রাজা তোমার এ বুদ্ধি হলো না যে কাঠের

পুতুল কখন মানুষে প্রসব করে? অশোকিকে ঘোঁড়ার নীত্ ফেলতে দিয়েছিলে, বড় দুঃখু দিয়েছো তাতে সে আমার কাছে চ'লে এসেছে। তাই শুনে রাজা বড় লজ্জিত হ'লেন, মনে ক'রলেন একটি ছেলে নয় সাতটি ছেলে থাকতে আমি জানতে পারি নাই। মুনিকে বল্লেন, আর আমি কোন কষ্ট দেবো না আমি ছেলেদিকে রাণীকে নিয়ে যাব। তাই শুনে মুনি বল্লেন, এখুনি নিয়ে যাও; আমার তপস্যার বিঘ্ন হয়, আমি মুনি হ'য়েও সংসারী হইছি, আর আমার এ সবে কাজ নাই তুমি নিয়ে যাও। তাতে রাজা বল্লেন, আজ নিয়ে যাবো না দুদিন বাদ এসে নিয়ে যাব। এই ব'লে রাজা চ'লে গেলেন। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ দেখে, রাণীরা ভাবছেন আজ রাজা মৃগয়া ক'রতে গিয়ে এত দেরী ক'র্‌ছেন কেন। এমন সময় দাসীরা গিয়ে ব'ল্লে, আজ রাজা মৃগয়া ক'রে এলেন, হাঁসি নাই কথা নাই দুঃখিত ভাবে আছেন। এই কথা ব'লতে ব'লতে রাজা অন্দরে এলেন। রাণীরা বল্লেন, আজ তোমাকে এমন দেখছি কেন? তাতে রাজা বল্লেন, আমি এক রাজা, আমার উপর আর এক রাজা এসে আমার ধন কড়ি সব লুটপাট ক'রবেন তাই ভাবছি। তাই শুনে রাণীরা বল্লেন, তবে কি উপায় হবে? রাজা বল্লেন ছয়টা গর্ত্ত ক'রে যদি ধন কিছু রাখা যায় তাহলে পরে সেই ধনকড়ি তুলে নিলে উপকার হবে। তাতে রাণীরা বল্লেন কালই তাই করা যাবে। এই ব'লে পরদিন ছ'টা গর্ত্ত খুঁড়িয়ে নিলেন। রাজা ব'লে দিলেন, হেঁটে কাটা দিয়ে রেখে দিও। রাজা রাণীদিকে বল্লেন, পণ্ডিতরা ব্যবস্থা দিয়েছেন, ছয়টা গর্ত্তে ছয় রাণীকে সাতবার প্রদক্ষিণ ক'রতে হবে, তাই শুনে রাণীরা আহ্লাদ ক'রে একবার প্রদক্ষিণ ক'রতে ক'রতে রাজা রাণীদিকে ঢিস্ ঢাস্ ক'রে

গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে ওপরে কাঁটা মাটি দিয়ে গর্ত্ত বুজিয়ে দিলেন। তে-রাত্রি কামান কল্প শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ-ভোজন জ্ঞাতি-ভোজন করিয়ে রাণীদের সৎকার্য্য করলেন। সব সারা হ'লে, রণসজ্জা ক'রে হাতি ঘোড়া চতুর্দ্দল মহাপাল নিশান নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে রাজা ছেলেদিকে রাণীকে আনতে গেলেন। মুনির তপোবনে গিয়ে মুনিকে প্রণাম ক'রে বল্লেন আমি ছেলেদিকে নিতে এসেছি। তাই শুনে মুনি খুসি হ'য়ে বিদেয় দিলেন। রাজা ছেলেদিকে পোষাক পরিয়ে চতুর্দ্দোলে বসালেন, রাণীকে ভাল কাপড় পরিয়ে রথে বসালেন, হরিণীকে মহাপালে নিলেন, নিজে রাজা রথে চ'ড়ে গেলেন। মঙ্গল আচরণ হলো, সকলে বাড়ী গেলেন। হরিণীর কাছে দু'জন লোক বাহাল ক'রে দিলেন, সোণায় সিং বাঁধিয়ে দিলেন, রূপোয় ক্ষুর বাঁধিয়ে দিলেন, ঘি ময়দা ফল মূল খাবার জিনিষের বরাদ্দ ক'রে দিলেন, দুটিলোকে হরিণীকে খাওয়ায় দাওয়ায় থাকে। ছেলে সাতটির অন্নপ্রাশন করাবেন, ভাল দিন দেখিয়ে আয়োজন পত্র ক'রে আপ্ত কুটুম্ব সকলকে আনলেন অন্নপ্রাশন হলো, ভোজভাত হলো, ছেলেদিকে হাতে খড়ি দিয়ে পড়াতে দিলেন। ছেলেদের কর্ণবেধ হলো, বিয়ের সময় হলো, সাত বেটার ভাল ভাল কন্তে দেখে বিয়ে দিলেন। তাদের ছেলেপিলে হলো, নাতি পুতি নিয়ে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

সমাপ্ত